ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি

উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্মন পাবলিশিং হাউস

১২ হারিসন রোড :: :: কলিকাতা

প্রকাশক—ব্রজবিহারী বর্ম্মণ
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১৩৪৫

[দুই টাকা চারি আনা]

প্রিণ্টার—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—উৎসর্গ পত্র—

ভারতের চির-উপেক্ষিত

“শূদ্রারারাইয়াউ'র”

হস্তে এই পুস্তক অর্পিত হইল।

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

কোন খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন—Iliad for war, Odyssey for wandering, but where is the great domestic epic" যুদ্ধ বিষয়ে 'ইলিয়ড্' এবং ভ্রমণ ব্যাপারে 'ওডিসী' হইতেছে 'মহাকাব্য'; কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে মহাকাব্য কোথায়? ভারতীয় সমাজ সম্পর্কেও তদ্রূপ বলা যায়, ক্ষত্রিয়দের শৌর্য্য-বীর্য্য ও গৌরবময় কীর্ত্তি-কাহিনীর সাক্ষ্যরূপে রহিয়াছে উপনিষদ, পুরাণ এবং জৈন ও বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ আর ব্রাহ্মণদের বড়াইয়ের তালিকার বহর পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতিতে গ্রথিত আছে। কিন্তু 'শূদ্রারারাইয়াউ'র কর্ম্ম ও কার্য্যাবলীর বিবরণ কোথায়? ভারতে যেসব শ্রেণী ধন উৎপাদন করিয়াছে এবং পৃথিবীর সমুদয় যায়গা হইতে উহার বিনিময়ে স্বদেশে অর্থাদি আনয়ন করিয়াছে তাহাদের সেই সকল কৃতিত্বের বিবরণ কোথায় পাওয়া যায়? ভারতের সাহিত্য এ-বিষয়ে একেবারেই মূক! ভারতের প্রকৃত ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৈশ্য ও শূদ্রগণই ভারতের কৃষ্টির উদ্ভাবক হইয়াছে, তাহারাই কৃষ্টির উপাদানসমূহ (cultural goods) সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহারা ঐ উপাদান স্বীয় জীবনে প্রয়োগ করিবার যতটা সুবিধা পাইয়াছে ভারতের সভ্যতাও (civilisation) ততটা উন্নত হইয়াছে। মূলতঃ 'বিশ্' ভারতের সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারা কায়িক শ্রম ও কৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা ভারতের ধনোৎপাদন করিয়াছে তাহারাই

ভারতের কৃষ্টির উৎপত্তি ও সভ্যতার বিস্তার সাধন করিয়াছে। শাসক ক্ষত্রিয় বা তাহার তাঁবেদার পুরোহিততন্ত্র ভারতের কৃষ্টির উপাদান-সমূহ উৎপন্ন বা সৃষ্টি করে নাই। ইহা সত্য বটে যে, ব্রাহ্মণেরা অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মীয় শূদ্রেরাও এই বিষয়ে কম যান নাই। আজ ব্রাহ্মণ্যাধিপত্যের যুগে হিন্দু সমাজে ঐ সকল পুস্তক অধীত হয় না।

যখনই হিন্দু সমাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, যখনই ধ্বংসোন্মুখ হইবার উপক্রম হইয়াছে তখনই শূদ্রের বাহুবল ও বুদ্ধিবল তাহাকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া বাঁচাইয়াছে। মহাপদ্ম নন্দ হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করে। ভারতের নিম্নস্তর 'বিশ' হইতে ক্রমাগত লোকসমূহ উত্থিত হইয়া মুমূর্ষু সমাজকে বাঁচাইয়াছে। ভারতীয় 'গণ'-সমূহের জীবনী-শক্তি অফুরন্ত এবং তাহারাই ভবিষ্য ভারতের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পুস্তকসমূহ বরাবরই এই সত্য অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। শূদ্র ও গণসমূহ চিরকালই হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত হইয়াছে; পুরোহিততন্ত্রের পুস্তকসমূহে তাহারা ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। হিন্দুর রাজনীতিক ইতিহাসই শূদ্রের মহাকাব্য, এবং হিন্দু-কৃষ্টির ইতিহাসই শূদ্র ও বৈশ্যের মহাকাব্য। পুরোহিত তন্ত্রের বিধান মতে কলিযুগে সমাজে কেবল ও শূদ্রের অস্তিত্ব আছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের বড়াইয়ের কথাই আমরা চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাদের সন্তান শূদ্রের কার্য্যের ইতিহাস কোথায়,—কে তাহা অনুসন্ধান করিবে? সামাজিক ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ এখানে যাহা আলোচিত হইল তাহা "শোচনাকারী" শূদ্রের দ্বারাই হইয়াছে। বোধ হয়, ভারতের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। যেসব ঐতিহাসিক উপাদান আজ পর্য্যন্ত লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে তাহা এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে।

অবশ্য ইহা পর্য্যাপ্ত নহে এবং প্রাচীন পুস্তকসমূহে ইতিহাসের অংশ অতি কম! ভারতের ইতিহাস যথার্থভাবে এখনও লিখিত হয় নাই। আমরা তজ্জন্য ভারতীয় ইতিহাসের বহির্দ্বারে সবে মাত্র প্রবেশ করিয়াছি। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে কোন পণ্ডিত ভারতের সামাজিক ইতিহাসের বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে, 'পরিচয়' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট লেখক চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তিনি তাঁহার পত্রিকায় সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে এই রচনা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার এই উদারতা গুণে লেখক বাস্তবিকই মুগ্ধ এবং তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। এই সঙ্গে লেখক সহযোগী শ্রীমান প্রতুল কুমার দত্ত-এর নিকট চিরঋণী; তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে আমার লেখা ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এতৎপ্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পরলোকগত ৺সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নামও উল্লেখনীয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ

কতিপয় বন্ধু ও সহকর্ম্মীর নির্ব্বন্ধাতিশয় ও আগ্রহাতিশয্যে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই পুস্তক লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহাদের অনুরোধ ছিল, 'ডায়লেকৃটিক্' তর্ক-নীতির ব্যাখ্যানুসারে যেন ভারতের সামাজিক-রাষ্ট্রের ইতিহাসের পাঠ বাহির করা হয়।

ডায়েলেকৃটিক্ অর্থাৎ দ্বন্দ্বভাবতত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হইত। কথিত আছে, বৈদিক ঋষির মানস-দৃষ্টিতে এই জগৎ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল একটি অনন্ত ধারা মাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরাও এবম্প্রকারের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে সাধারণত "ক্ষণিকবাদ" বলা হইত। বুদ্ধ ইহাকে "প্রতীত্য-সমুৎপাদঃ" বলিতেন। এই তত্ত্বানুসারে সকল দর্শনীয় বস্তু প্রবহমাণ হইয়া রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে (Everything is in a flux)। জগৎ-সমাজ, মনুষ্য প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, পূর্ব্বরূপে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেনা।

গ্রীসে প্রাচীন দার্শনিক হিরাক্লিটুস্ও ক্ষণিকবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনিই এই তত্ত্বের নামকরণ করেন—"ডায়লেক্‌টিক্," অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র। তিনি বলিতেন, এক ব্যক্তি একই নদীতে দুইবার স্নান করিতে পারেনা। ইহার অর্থ, ভূমিতে নদীর খাত নিত্য বটে, কিন্তু জলবিন্দুসমূহ একত্রিত হইয়া যে জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ক্রমাগত প্রবহমাণ হইয়া একস্থলে স্থায়ী হইয়া থাকেনা। অতএব যিনি একবার একটি নদীতে স্নান করিলেন পুনরায় তথায় স্নান করিতে গেলে সেই জলরাশিতে অবগাহন করিলেন না, নদীর জলরাশি প্রবহমাণ হইয়া তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে, নদীর আর পূর্ব্ব রূপ নাই।

তৎপর আসেন জার্ম্মাণ পণ্ডিত হেরডার (Herder)। ইনি বলিলেন, সামাজিক জীবন এবং তাহার আইনসমূহ প্রকৃতির অধীনে কার্য্য করে, অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা অভিভূত হইয়া রূপ প্রাপ্ত হয়। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসেন বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট্। ইনি বলেন, সমাজ এবং সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতি "পারস্পরিক দ্বন্দ্বভাব" (Antagonism) দ্বারা সংসাধিত হয়। এই দুই পণ্ডিতের মতবাদ হইতে এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে সমাজ তাহার প্রাকৃতিক বাতাবরণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং দ্বন্দ্বভাব দ্বারাই উহার অগ্রগতি হয়।

ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে হেগেল হিরাক্লিটুসের তর্ক-শাস্ত্রের ধারা গ্রহণ করিয়া তাঁহার "ডায়লেক্‌টিক্" তত্ত্ব গঠন করেন। তিনি বলেন, মানবের মস্তিষ্ক মধ্যে চিন্তার ধারা ক্রমাগত "দ্বন্দ্বভাব" দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। চিন্তার প্রথম প্রতিপাদ্য "বাদ" (Thesis) রূপে মস্তিষ্কে উদয় হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বভাব হেতু তৎক্ষণাৎ তথায় "বিরোধ" বা "প্রতিবাদ" (Antithesis) সৃষ্ট হয়, আবার তাহারও প্রতিবাদ উদ্ভূত হয়। এইরূপে প্রতিবাদসমূহ পারস্পরিক দ্বন্দ্বভাবজনিত বিবাদ (contradiction) দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া 'সংবাদ' বা 'সম্মিলন' (synthesis) সৃষ্ট করে। এই সম্মিলনটি পুনঃ 'বাদ' রূপে উদয় হইয়া প্রতিবাদ—সম্মিলন-চক্রের সৃষ্টি করে। এই প্রকারে চিন্তাক্ষেত্রে 'নেতি' 'নেতি' (Negation) দ্বন্দ্বের দ্বারা "অস্তি" (Negation of Negation) উদ্ভূত হয়। তখন একটা সম্যক্‌জ্ঞান (Idea) সমূর্ত্ত হয়। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হয়, কাণ্টের 'দ্বন্দ্বভাব' (Antagonism) এবং হেগেলের 'দ্বন্দ্বভাব' (Dialectics) মূলত একই তত্ত্ব।

হেগেলের এই 'ক্রান্তিকারী' মত ইউরোপের চিন্তাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানবের চিন্তাক্ষেত্রের এই দ্বন্দ্বমূলক ভাবধারাকে জীবতাত্ত্বিকেরা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োগ করেন।

ইহাতে তাহারা "যোগ্যতমের উদ্বর্তনের" (Survival of the fittest) দ্বারা ক্রমবিকাশবাদের (Theory of Evolution) প্রামাণ্য দেখিতে পান।

হেগেলের ফরাসী শিষ্য Michelet এই যুক্তির যাবিকাঠি প্রয়োগ করিয়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটন করেন। এই প্রকারে ইতিহাসে এই তত্ত্বের প্রথম প্রয়োগ হয়। পরে কার্ল মার্ক্স্ এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সামাজিক জগতের রহস্য অভিজ্ঞাত হইবার জন্য সমাজক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ করেন। তিনি হেগেলের তর্কশাস্ত্রের এই ফরমুলাটি মানব-সমাজের গতি নিরূপণের জন্য তাঁহার সমাজ-বিজ্ঞানে গ্রহণ করেন। আবার ইহাও দৃষ্ট হয় হেগেল-মার্ক্স বর্ণিত ডায়লেকটিক্সের এই গতি তীর্য্যকভাবে গমন করে, অর্থাৎ মানব-সভ্যতার গতি আঁকিয়া বাঁকিয়া গমন করে। এতদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে সভ্যতা একই স্থানে, একই স্তরে চিরকাল অবস্থিত থাকেনা। তাহার উত্থান ও অধোগমন আছে। বর্ত্তমানের সমাজতাত্ত্বিকদের মতে সমাজ হইতেছে Kineto-Dynamic, অর্থাৎ গতি তৎকারণ বিজ্ঞান-প্রসূত হইয়া অগ্রসর হয়।

মহাপণ্ডিত কাণ্ট্ বলিয়াছেন, 'যদি কোন মানুষকে বুঝিতে চাও তাহা হইলে তাহার সামাজিক বাতাবরণ বুঝিবার চেষ্টা কর'। মার্ক্স এই ইঙ্গিত ও হেগেলের তর্কশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমাজ-বিজ্ঞান অনুসন্ধানপূর্ব্বক দেখিলেন: মানব-সমাজের অর্থনীতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেই সমাজের রূপেরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় এবং তৎসঙ্গে সমাজস্থিত মানবের চিন্তাধারাও পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থনীতিক পরিবর্ত্তনের ভিত্তিতে সামাজিক-রাষ্ট্রের যে বিবর্ত্তন এবং তদ্দ্বারা রাজনীতিক-রাষ্ট্রের যে পরিবর্ত্তন বা নিয়ন্ত্রণ তাহাকে "ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদ" (Historical Materialism) বা "ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা" (Economic Interpretation of History) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এক্ষণে আমরা এই তথ্য প্রাপ্ত হইলাম যে মানব সমাজের ইতিহাস তাহার বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। এইজন্য 'সনাতন ধারা' বা 'নিত্য' বলিয়া কোন বস্তু মানব-সমাজে নাই। অবশেষে এই তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায় যে মানব-সমাজ প্রবহমাণ শক্তির দ্বারা গতিশীল, তাহার রূপ ক্ষণিক, তাহা দ্বন্দ্বভাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় এবং বস্তুতান্ত্রিক বাতাবরণ দ্বারা সামাজিক রাষ্ট্র রূপায়িত হয়। এই বিবর্ত্তনের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের "আত্মজ্ঞান" (cognition) তাহার প্রভাব বিস্তার করে। জড়রূপবস্তু নিজের প্রভাবেই সমাজকে পরিবর্ত্তিত করে না। এই কর্ম্মে "আত্মজ্ঞান" (cognition) তাহার প্রভাব বিস্তার করে। ইহার অর্থ, ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সমাজ প্রভাবান্বিত হয়। সমাজ-শরীরে যেমন বস্তুতান্ত্রিক বাতাবরণ কার্য্য করে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রভাবও সেইস্থলে প্রয়োজন হয়। এইজন্য দ্বন্দ্বভাব-জনিত বস্তুতন্ত্র (Dialectical Materialism—ইহা ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদের নবনাম) সমাজে ব্যক্তিত্বের প্রভাব (Role of Individual) অস্বীকার করে না। জড়ের চেতনা নাই, কিন্তু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির তাহা আছে। তদ্দ্বারা এবম্প্রকারের মানব তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবের জন্য সমাজকে নূতন রূপ প্রদান করিতে সক্ষম। এই তথ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেবল বীর (Hero) দ্বারা নূতন সমাজ বা দেশ সৃষ্ট হয় না, উভয়েরই সমবায় প্রয়োজন।

আত্মজ্ঞান না থাকিলে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য বিষয়ে চেতনা থাকে না, সামাজিক একটি শ্রেণী বিষয়েও তাহা সত্য। আত্মজ্ঞানের অভাবেই নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণী এবং গণসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে। এই দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা "আত্মানং বিদ্ধি" পুনঃ পুনঃ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা এই দেশে কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধকের পক্ষে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেশ ও সমাজ বিষয়ে এই দর্শন মূক, তথায় 'আত্মজ্ঞান' বা 'আত্মদর্শনে'র একেবারেই অভাব!

এই বাস্তব-বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আজকালকার পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইতিহাস লিখিত হইতেছে। ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই ইতিহাস লেখা প্রয়োজনীয়, নচেৎ তাহা গল্প উপকথায় পর্য্যবসিত হয়। পৌরাণিক "সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয়"তত্ত্ব দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না। ইহা 'ডায়ালেক্‌টিক্'ও নয়, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের পাঠও নয়। ভারতীয় সভ্যতার গতি কখনও নিম্নগামী হইয়া তলের শূন্য স্থানে (Zero point in a graph) অবনমিত হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ "চক্রবৎ" পরিভ্রমণ করে নাই। পৌরাণিকবাদের এই ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করিয়াই হিন্দুরা চিরকাল ধাঁধাঁয় ঘুরিতেছে। বিভিন্ন যুগের অর্থনীতিক রাষ্ট্রিক বাতাবরণে যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মত প্রাচীন ভারতে সৃষ্ট হইয়াছিল আর সেই মতগুলি যে শাসকশ্রেণীর পক্ষীয় মত তাহা আমাদের অতীতের এবং বর্ত্তমানের দার্শনিকরা অস্বীকার করিয়া যান। ইতিহাসের ডায়লেক্‌টিক্ বস্তুতন্ত্র-বাদীয় ভিত্তি বিষয়ে তাঁহারা নীরব। কেন, কোন্ সময়ে, কি দার্শনিক মতটা উদ্ভূত হইল, তদ্দ্বারা সমাজের সপক্ষতা না বিপক্ষতাচরণ হইতেছে সে বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকেরা নীরব! কেন পুনঃ পুনঃ অতীতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দেশের পণ্ডিতেরা প্রাচীন পুরাণ ও দর্শনের তথ্য সমূহের জাবর কাটিতেছেন তাহার কোন কারণ তাহারা নিদর্শন করেন না। প্রাচীন কৌমগত অবস্থা হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতীয় সমাজ এক যায়গায় স্থাণুবৎ বসিয়া নাই, অথচ সেই প্রথম অবস্থার দর্শনই সনাতন সত্য বলিয়া আজও লোককে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। বর্ত্তমানের ভারতীয় পরিস্থিতিতে কি প্রকারের দর্শন উদ্ভূত হইতে পারে, এবং উপস্থিত বস্তুতান্ত্রিক পারিপার্শ্বিকাবস্থায় কোন্ কোন্ সামাজিক শ্রেণী মধ্যে তাঁহার অবস্থার প্রতিধ্বনি করিয়া কি প্রকারের দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হইতে পারে, এই বিষয়ে কোন ভারতীয় দার্শনিক অবহিত নন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সমাজে তাহারা বিস্মৃত অতীতের শ্রেণীগত দর্শনের রোমন্থন করিয়া যশস্বী হইতেছেন! অতীতকালের সেই শ্রেণীগত দর্শনের (স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে Class Philosophy নামে অভিহিত করিয়াছেন) আবৃত্তি করিয়া শোষিত ও নিপীড়িত জন ও গণসমূহকে নির্ব্বাক হইয়া তাহার বর্ত্তমানের ব্যবহারিক (বাস্তব) দুঃখ কষ্ট বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া পরকালের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার জন্য নিয়ত উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। এই হেতু ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে এই কথাই প্রযোজ্য ; 'ভারতীয় দর্শনের দুর্দ্দশা' এই যে ইহা 'দুর্দ্দশারই দর্শনশাস্ত্র !'

সাধারণত পাশ্চাত্যেরা বলেন, প্রাচীন ভারতীয়েরা ইতিহাস লেখেন নাই। কিন্তু এই মত আর সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয় না। সংস্কৃতে 'History'র নাম ছিল 'পুরাণ' আর "ইতিহাসের" অর্থ ছিল জনশ্রুতি বা ঐতিহ্য। কিন্তু এই সব পুরাণ কথা বা ঐতিহাসিক সংবাদগুলি "রাজা জন্মিলেন আর মারা গেলেন" ন্যায় লিখিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ইহাতে নাই। কতকগুলি পুরাণে প্রাচান ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা কেবল কতকগুলি রাজা ও ঋষিদের বংশ-তালিকার গণ্ডীভূত মাত্র। অন্য পক্ষে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, অনেক রাজার নাম হইতে তাহাদের জনপদের নামকরণ হইয়াছে। ইহার অর্থ, ভারতের ক্লাসিকাল যুগের অনেক দেশ বা রাষ্ট্রের নাম তাহাদের কৌমের রাজার নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই তথ্যটি জাতিতত্ত্বসম্মত সংবাদ। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে একটি কৌম বা তাহার রাজার নাম হইতে একটা দেশের নামকরণ হওয়ার সংবাদ ইউরোপীয় এবং এসিয়ার ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। অন্যদিকে, ঋক্‌বেদ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের শেষকাল পর্য্যন্ত পুস্তকসমূহে নানাবিধ সংবাদ রহিয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীন ভারতের জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, ব্যবহার,

ধর্ম্ম, কৃষ্টি প্রভৃতির সঠিক সংবাদ উদ্ধার করা যায়। বর্ত্তমান কালের জাতিতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিপাদ্যসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইলে ভারতের কৃষ্টির মূলসূত্র ও বিবর্ত্তনের স্তরসমূহ উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হইবে। এই ক্ষেত্রে কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুস্তক সমূহ পর্য্যাপ্ত নহে। বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহিত্য এবং লেখমালা সমূহের তুলনামূলক পাঠ প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এইসব সাহিত্য যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া আমাদের জন্য যথেষ্ট ভাবে পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈদিক যুগে স্বীয় জাতির প্রাচীনকালের বিবর্ত্তনের প্রতিধ্বনি দেখিয়াছেন, কেহ সাম্রাজ্যবাদীর মূল-জাতিগত মতবাদ (Race-Theory) দ্বারা ভারতীয় কৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহই তুলনামূলক ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিকতার চাবিকাঠি দ্বারা ভারতের সামাজিক রাষ্ট্রের কপাট খোলেন নাই। তাঁহাদের অনেকের কাছেই ভারতীয় মানবের কৃষ্টির ইতিহাস একটা অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার মাত্র। আর আমাদের অনেক স্ব-সমাজ-প্রেমিক লোক অজ্ঞতাপ্রসূত এই ব্যঙ্গোক্তিকে ভারতের বা হিন্দুর 'বৈশিষ্ট্য' ও 'বৈচিত্র্য' বলিয়া নিজেদের জগতের স্বতন্ত্র বা শ্রেষ্ঠ জীব কল্পনা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। চিন্তাক্ষেত্রের এই অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই ভারতীয়েরা নিজেদের পৃথিবী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস এই যে, নিজেদের রাজনীতিক পরাধীনতা জনিত অনুন্নত অবস্থাকে তাহারা তাহাদের 'বৈশিষ্ট্যের' পরিচায়ক বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হন!

এইসব কারণবশতঃ এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বস্তু এদেশের সনাতনবাদীদের কাছে "নূতন" ঠেকিবে। কিন্তু 'পুরাতন' ও 'নূতন' আপেক্ষিক বস্তু। এই দেশে 'নূতন' অর্থে শাসকশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের

বাহিরে কোন সংবাদ। কিন্তু ভারতের কৃষ্টির অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের অনেক 'নূতন' ব্যাপার শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

ভারতীয় মানবের যে মস্তিষ্ক হইতে কপিল, কণাদ, বৃহস্পতি, চার্ব্বাক, ধর্ম্মকীর্ত্তি, দিঙনাগ, আর্যভট্ট ও তাঁহার শিষ্যদের প্রখর চিন্তাধারা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বহু পূর্ব্বেই অন্তর্ধান করিয়াছে। বনিয়াদী শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত পুরোহিততন্ত্রীয় পুস্তকসমূহই অতীত ইতিহাসের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। এইজন্য আজও সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ কালে অসুবিধাজনক শ্লোকগুলি বাদ দিয়া অনূদিত হয়। আজও ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনসমূহে বর্ত্তমানকালীন সামাজিক ব্যবস্থার পরিপন্থী শ্লোকসমূহের সজ্ঞানে (consciously) ভুল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়। এইজন্যই বর্ত্তমানের সমাজ-ব্যবস্থাকে ভূতকাল মধ্য হইতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাকেই বলা হয় 'শ্রেণী-স্বার্থ'।

মানবের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। সকল মানব-সমাজে তাহা অহরহ ঘটিতেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র "শ্রেণী সংগ্রাম" ধর্ম্ম-সংঘর্ষের রূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতেও তাহা হইয়াছে। এই মহাদেশে সর্ব্ব বর্ণের ও সর্ব্বশ্রেণীর লোক কেবল গলাগলি ভ্রাতৃভাবের সমবায়ে (class-collaboration) কাল কাটায় নাই। ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ এখনও যথার্থ ইতিহাস রচনার সদর দরজায় অবস্থিত। ইতিহাস যথার্থভাবে লিখিত হইবার জন্য তাহা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

ভারতের ইতিহাসও শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস। শাসক ও শাসিত, শোষক ও শোষিতের যে সংঘর্ষ, তাহাকেই শ্রেণী-সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা সমাজে নানাভাবে প্রকট হয়। অর্থনীতিক ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য দেশগুলি অধিক অগ্রসর বলিয়া এবং তথাকার মানব-সমাজ বিশিষ্টভাবে রাজনীতিক চেতনা-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া এই সংঘর্ষ

স্পষ্টভাবে চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে, ভারত পাশ্চাত্য সভ্যতার স্তর হইতে পৃথক সমতলক্ষেত্রে (different cultural plane) অবস্থিত বলিয়াই তাহার স্বরূপ এতদিন লোকের কাছে প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু সেইজন্য ইহা সত্য নয় যে, 'বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা' শ্রেণী-সংগ্রামের সমস্যা সমাধান করিয়াছে। অসংখ্য ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ বিদ্রোহ ও ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সকল সময়েই 'শ্রেণী সংগ্রাম' অর্থে 'ফরাসী বিপ্লব' ও রুষ 'বল্‌চেভিক্‌ বিপ্লবের' অনুরূপ বিপ্লব নয়। ইউরোপে কেবল তাহা দুইবারই ঘটিয়াছে। অনেক সময়ে সামাজিক একশ্রেণীর মধ্যেও বিভিন্ন রাজনীতিক সুবিধা নিয়াও সংঘর্ষ হইয়াছে অর্থাৎ একই অর্থনীতিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন লক্ষ্য ও আদর্শ জনিত পৃথক দলসমূহ সংঘবদ্ধ হইয়া পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধাইয়াছে। সামাজিক স্তরসমূহ যতই শ্রেণীগত আদর্শের ঐক্য ও চেতনাপ্রাপ্ত হয় ততই শ্রেণীজ্ঞানসম্পন্ন সামাজিক স্তরসমূহের মধ্যে অধিকার ও সুবিধা প্রাপ্তির জন্য পারস্পরিক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি একত্রিত হইয়া 'জন'সমূহকে বরাবরই দমন ও শোষণ করিয়াছে। সেইজন্য রাজনীতিক চেতনা হিন্দুর মধ্যে উদ্বুদ্ধ করা হয় নাই। এইজন্যই ধর্ম্মের আবরণে এই দেশে বরাবর শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। এইসব সংগ্রামের ইতিহাস লিখিত হয় নাই কিংবা ধর্ম্মের গল্পের আবরণ দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন করা হইয়াছে। এইজন্যই ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ আবিষ্কার করিতে হইবে।

সমাজতত্ত্বের মূল তথ্য হইতেছে—কেন, কি প্রকারে এবং কি জন্য একটা ঘটনা (Phenomenon) সংঘটিত হয়। ইতিহাসের একটা কার্য্য-কারণের ধারা আছে। এই পুস্তকে সামাজিক ঘটনাবলীর একটা কার্য্য-কারণের ধারা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতের ঐতিহাসিক

আ... ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত যিনি যে, নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন তাহা যথাসম্ভব এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসের মূলসূত্রগুলি এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে সুবিধা হইবে।

এই পুস্তকের লেখার মধ্যে দুইটি স্তর আছে। প্রথমে সহকর্মী বন্ধুদের উৎসাহে সাধারণভাবে পাণ্ডুলিপিখানি লিখিত হইয়াছিল। সেইভাবেই তাহা "পরিচয়" পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফল ইহার সঙ্গে সংযোজিত করা হইয়াছে এবং 'ভারতীয় লেখমালা' সম্বলিত খণ্ডের মধ্যে অনুসন্ধানের ফল সংগৃহীত করিয়া পাদ-টীকায় তাহা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এইজন্য এই মুদ্রিত পুস্তক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে। অশোক হইতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শেষ কাল পর্য্যন্ত সময়ের লেখমালা হইতে সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিক তথ্যসমূহ একত্রিত করিয়া "ভারতীয় লেখমালা"-রূপে এই পুস্তকের একটি পৃথক খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

একটি ক্ষুদ্র পুস্তকে ভারতীয় সামাজিক রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যসমূহ আলোচিত হওয়া সম্ভব নয়। এই পুস্তকের সঙ্গে লেখকের অন্য দুইখানি ইংরেজী পুস্তক একত্রিত ভাবে পাঠ করিলে অতীত ভারতের সামাজিক, ঐতিহাসিক কথঞ্চিৎ তথ্য উপলব্ধি হইবে।

অতীতকে না জানিলে বর্ত্তমানের সমস্যাসমূহ বুঝা যায় না, এবং বর্তমানের ত্রুটি নিবারণের জন্য ভবিষ্যতের গঠনমূলক আদর্শের চিত্র অঙ্কিত করা যায় না। এইজন্যই আজ সোভিয়েট রুষে সেই দেশের অতীতকে বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায়, এই পুস্তকসমূহ ভারতের সামাজিক রাষ্ট্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ তথ্য উপলব্ধি বিষয়ের সহায়তা প্রদান করিবে এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভারতীয় সমাজের যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করিয়া দেশকে লাভবান করিবেন। ইতি—

গ্রন্থকারস্য

প্রকাশকের নিবেদন

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি' যে দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা, তাহা 'পরিচয়ে' ধারাবাহিকভাবে বার হবার সময়ই অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন হইতেই অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের তাগিদ শুরু হয়। ইচ্ছা ছিল, পরিচয়ে প্রকাশ শেষ হওয়া মাত্র একখণ্ডেই সমস্ত বইখানা বার করব। 'পরিচয়ে' ক্রমেই এর কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং বিপুলকায় হয়ে ওঠে। একখণ্ডে প্রকাশের সম্ভাবনা লোপ হয়ে যায়।

কাগজের ও প্রেসের বিভ্রাটে দু'খণ্ডে বার করার ইচ্ছাও ছাড়তে হয়। অবশেষে 'বৈদিক যুগ ও তৎপরবর্তী কাল' নিয়ে লিখিত বই-খানাই প্রথম খণ্ডে বার করা হল। দ্বিতীয় খণ্ডে মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত থাকবে। তৃতীয় খণ্ডে, ভারতীয় সমাজতত্ত্ব এবং তৎসঙ্গে নবাবিষ্কৃত ভারতীয় লেখমালা ও বৃহত্তর ভার-তের (সিংহল, কম্বুজিয়া, চম্পা, বর্মা, যবদ্বীপ প্রভৃতি) লেখমালা থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ভারতীয় লেখমালার অধ্যায়ে অশোকের সময় থেকে বিজয়নগর সাম্রা-জ্যের শেষ পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত) —প্রায় ৫০০ লেখমালার সারাংশ অনুসন্ধান করে আবশ্যক সমাজ-তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক তথ্যসমূহ সংগৃহীত হয়েছে।

এতদ্দ্বারা হিন্দু জাতির সভ্যতার অভিব্যক্তির বিষয় সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া যাবে। নতুন সমাজ গঠন-প্রয়াসী কর্মীদের পক্ষে প্রাচীন সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের এই অপূর্ব ইতিহাসখানা অপরিহার্য। বেদ থেকে শুরু করে মায় হাল পর্যন্ত লেখা প্রামাণিক সব পুস্তক আলোচনা করে গ্রন্থখানা লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এপর্যন্ত একখানাও এ ধরণের প্রামাণিক গ্রন্থ লিখিত হয়নি।

কাগজের ও প্রেসের বিভ্রাটে, বিশেষ করে প্রেসের বিভ্রাটে বইখানা প্রকাশ করতে অত্যন্ত দেরি হয়ে গেল। এজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের আমরা ইতিমধ্যেই ছাপার আয়োজন করেছি -খুব সম্ভব বড়দিনের বন্ধের মধ্যেই দু'খণ্ডই বার হবে।

প্রকাশক

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি

উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

'ভারতবর্ষ' ও 'ইণ্ডিয়া' নামের উৎপত্তি

ভারতবর্ষ যখন আন্তর্জ্জাতিক ইতিহাসের রাজ্যে আবির্ভূত হয় তখন পশ্চিম-এশিয়া ও ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি অস্তমিত হইয়াছে। তিনটি মহাদেশব্যাপী পারস্থের হাখামিনিদের যে বিশাল সাম্রাজ্য ছিল তাহা ধ্বংস ও গ্রীসদেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বর্ব্বর ম্যাসিডোনীয় জাতির তরুণ রাজা আলেকজাণ্ডার অজ্ঞাত জগত জয়ের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইয়া অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হন। কিন্তু পারস্থ-সাম্রাজ্যের পশ্চিম-এশিয়াস্থিত বিপুল বাহিনী জয় করিতে আলেকজাণ্ডারের যে শ্রম করিতে না হয়, পারস্থের পূর্ব্বদিকের সগডিয়ানা প্রভৃতি প্রদেশসমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইরানী সামন্ত ও ভারতের রাজন্যবর্গকে জয় করিতে তাঁহার অধিক বেগ পাইতে হয়; এমন-কি, মুলতানে একবার তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। অধ্যাপক মাহাফি বলেন, পশ্চিমের সেমিটিকজাতীয় সৈন্যদলকে আলেকজাণ্ডার অবলীলাক্রমে জয় করেন; কিন্তু পূর্ব্বের ইরানী সামন্ত ও ভারতীয় আর্য্য রাজাদের জয় করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয় (১)। ভারতের

১। J. P. Mahaffy — Alexander's Empire, Pp 33, 37

অধিবাসীদের অন্য প্রকারের সভ্যতা দেখিয়া তাঁহার দল বিস্ময়ান্বিত হয়! আলেকজাণ্ডারের সহগামী গ্রীক পণ্ডিতগণ ভারতের কতিপয় দেবদেবীর সহিত নিজেদের দেবদেবীর সৌসাদৃশ্য দেখিতে পান। ভারতের বলরামকে তাঁহাদের হেরাক্লেসের এবং অপর একটি দেবতাকে তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের দেবতা বাক্কুসের (Bacchus) সহিত সনাক্ত করেন। তাঁহারা আরও বলেন, হেরাক্লেস্ নাকি এদেশে আসিয়াছিলেন এবং গ্রীকজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারক ডিওনিসিউস্ (Dionysius) এদেশে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম—Dionysian Cult বা Eleusinian Mysteries প্রচার করিয়া একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেন। (২) অবশ্য গ্রীক পণ্ডিতদের (বর্ত্তমান ভারতের 'প্যান'-হিন্দুদের ন্যায়) একটা দোষ ছিল এই যে পৃথিবীর যেখানে ধর্ম্মসংক্রান্ত বা সভ্যতা সম্পর্কিত কোন বিষয় তাঁহাদের দেশের প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের সহিত মিলিত তাহা তাহাদের দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং উহা তাহাদের জাতীয় জিনিষ বলিয়া প্রচার করিতেন। সম্ভবতঃ ভারতের কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানের সহিত স্বদেশের প্রচলিত আচার-ব্যবহারের মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান দেখিয়া অমনি এদেশেও নিজেদের ধর্ম্ম-নেতার আগমনের বিষয় তাঁহারা জাহির করিয়া বসেন! এরূপ বিশ্বাস ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক কোন কোন ইউরোপীয় লেখক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত নিসা (Nyssa) নামক সহরে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্ব্বে গ্রীক উপনিবেশ ছিল বলিয়া অনুমান করেন। তখন ভাষা ও সমাজতত্ত্বের তুলনামূলক পাঠ ছিল না বলিয়াই এসব ভ্রম-প্রমাদ হইত।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সঙ্গে প্রতীচ্যজগতে ভারতবর্ষের নাম বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। বোধ হয়, গ্রীকদের মুখে উচ্চারিত "হিন্দস্" কিন্তু লিখিত 'ইন্দস্' (Indos বা

২। C. O. Ward—Ancient Lowly.

Ind) (৩) পরে লাটিন্ ভাষায় India রূপ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় India নাম ধারণ করে। অতি প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতের এক নাম ছিল না বলিয়াই অনুমিত হয়। আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই মহাদেশের বিভিন্ন নামকরণ হয়। বৈদিকযুগে কাবুল বা সিন্ধু-উপত্যকায় অবস্থিত বিভিন্ন আর্য্য-কৌমের জনপদ সেইসব কৌম বা কুলের নামে প্রচলিত ছিল: যেমন, পক্তদেশ, কুরুদের দেশ, শিবিদের দেশ ইত্যাদি। বেদে আবার আজকালকার কাবুল উপত্যকা ও পঞ্জাবকে "সপ্ত সিন্ধব" বলিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই নাম প্রাচীন ইরানী পুস্তকে "হপ্ত হিন্দ্" বলিয়া পাওয়া যায়। অবশ্য পঞ্জাব "সপ্ত সিন্ধব" কিনা, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। ঋকবেদে (৮, ২৪, ২৭) একটি নির্দ্দিষ্ট দেশকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। স্মৃতিকারেরা পূর্ব্ব-পঞ্জাবকে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" (৪) এবং কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়টি দেশকে "ব্রহ্মর্ষি" দেশ (৫) বলেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তর-দক্ষিণে হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা পরিবর্ত্তিত হইত বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকদের সুচিন্তিত অভিমত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে বিস্তৃত স্থলভাগকে "দক্ষিণাপথ" নামে অভিহিত করিতেন। উপরোক্ত নাম ব্যতীত বৌদ্ধপুস্তক ও পুরাণে সমগ্র দেশকে 'জম্বুদ্বীপ' বলা হইয়াছে। পুরাণে সমগ্র দেশটিকে "ভারতবর্ষ"—অর্থাৎ ভরত-বংশীয়দের

৩। বোধ হয়, পারস্যবাসীদের সংস্কৃত 'স-এর' পরিবর্ত্তে 'হ' উচ্চারণের ফলে সিন্ধুদেশ "হিন্দু" বা 'হিন্দ্' দেশ বলিয়া পশ্চিম-এশিয়াতে পরিচিত হয়। গ্রীকভাষায় লিখিবার কালে 'Hind'-র পরিবর্ত্তে 'Ind' লেখা হয়; কারণ স্বরবর্ণের উপর aspirate sound দিয়া তাহারা ইহাকে উচ্চারণ করিত। যথা—(লিখিত) 'Ellenes', (উচ্চারিত) 'Hellenes': তদ্রূপ (লিখিত) 'Ind', (উচ্চারিত) 'Hind'; এই Ind-কেই লাটিনে India করা হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

৪। মনুসংহিতা—২।১৭

৫। —২।১৯

দেশ বলিয়া বর্ণিত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত-সাহিত্যে 'ভারতবর্ষ' নামটি অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। মৌর্য্যযুগের পরে খারবেলের খোদিত লিপিতে উত্তর-ভারতকেই উক্ত নামে অভিহিত হইতে দেখা যায় (৬)। এক্ষণে 'ভারতবর্ষ', 'হিন্দুস্থান' ও 'ইণ্ডিয়া' এক অর্থেই ব্যবহার করা হয়।

ভারতবর্ষ ও উহার সীমানা যে সংস্কৃতি সংজ্ঞাপক শব্দ তাহা ঋকবেদের "নদী-স্তুতি" (১০, ৭৫) ও তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া পৌরাণিক নদী-স্তুতি যাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ নদী কাবেরী সংযোজিত হইয়াছে তাহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এক সময় বেদের পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহাদের দেশ কাবুল ও সিন্ধু উপত্যকার নদীসমূহের দ্বারা সীমা নির্দ্দিষ্ট ও আবদ্ধ ছিল (নদী-স্তুতিই তাহার প্রমাণ)। পরে সমগ্র ভারতে যখন আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে তখন কাবেরী নদী পর্যান্ত এই স্তুতির মধ্যে সন্নিবেশিত হয়।

মুসলমান-আরবেরা বর্ত্তমানে আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং সিন্ধু-নদের পূর্ব্বতীরের দেশকে, অর্থাৎ ভারতকে 'হিন্দ্‌ সিন্দ্‌ দেশ' (Land of the Hind and Sind) নামে অভিহিত করেন। আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান ও বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশকে 'সিন্দ' দেশ ও তাহার পূর্ব্বের দেশকে 'হিন্দ্‌' বলিত এবং এই উভয় দেশের সম্মিলিত নামকরণ হইয়াছিল 'সিন্দ্‌হিন্দ্‌'। প্রাচীন মুসলমান আরবী এবং ফার্সী সাহিত্যেও এই নাম প্রচলিত ছিল। আবার ইহুদীদের ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাতন বাইবেলে ভারতবর্ষের নাম "হাম্নুদদের" দেশ বলিয়া অভিহিত আছে। ইহুদীদের জনশ্রুতি বলে, জগতে মহাপ্লাবনের (Deluge) পর পৃথিবীতে আবার যখন মানবের বসতি স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয় তখন নোয়ার (Noah) এক পুত্র হামের (Ham) বংশধর "হাম্নুদ" নামে পরে পরিচিত হয়। এই "হাম্নুদ"

৬। Epigraphica Indica, vol. XX. No. 7. p 75-86

অর্থ নাকি "কৃষ্ণকায়"; এই কৃষ্ণকায় হামুদদের বংশধরেরাই, ইহুদী জনশ্রুতি অনুসারে, কৃষ্ণবর্ণ হিন্দ্ বা হিন্দু! আবার মুসলমান ফার্সী সাহিত্যে নাকি 'হিন্দু' অর্থে কৃষ্ণকায়, চোর প্রভৃতি বলা হয় (৭)। এসব গালাগালি তুর্কী-মুসলমানদের দ্বারা ভারত-বিজয়ের পরই সৃষ্ট হয়। ফার্সী "হিন্দ্" (৮) শব্দ হইতেই "হিন্দু" এবং "হিন্দুস্থান" নাম হয়।

ভারতবর্ষ বা 'ইণ্ডিয়া' শব্দ দ্বারা বর্ত্তমানের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতের অংশকেই বোঝায়। প্রাচীন সীমানার মধ্য হইতে গান্ধার ও কাবুল প্রভৃতি জনপদ নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর আধুনিক 'আফগানিস্থান' নাম ধারণ করিয়া এশিয়ার একটি স্বতন্ত্র দেশরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে-দেশকে আজকাল 'বেলুচিস্থান' নামে অভিহিত করা হয় উহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেলুচিদের আক্রমণ ও রাজ্যাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে গ্রীক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে প্রাচীন আরাকোসিয়া (আবেস্তার 'হারাওটি',—কাহারও কাহারও মতে ইহাই বৈদিক 'সরস্বতী', যাহা অধুনা 'কান্দাহার') প্রদেশে (৯) আলেকজাণ্ডারের বাহিনী পারশ্য বিজয়ের পর সর্ব্বপ্রথম 'ইণ্ডিয়ানদের' (১০) সাক্ষাৎ লাভ করে। ইহাদিগকে তাহারা "Para men ton Indon" (যাহারা ভারতীয়দের আড়াআড়ি বা অপর পার্শ্বে বাস করে) বলিয়াছেন। তাহা হইলে ইহার

৭। ফিরদৌশির 'শাহনামা' দ্রষ্টব্য।

৮। কবি আমির খশ্রো তাঁহার 'খালিকবারী' নামক অভিধানে 'হিন্দি' ও 'হিন্দবী' এই উভয় শব্দই ভারতীয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

৯। বর্ত্তমান 'কান্দাহার' নামটি প্রাচীন 'গান্ধার' নামেরই রূপান্তর। বর্ত্তমান পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডির মধ্যস্থিত জনপদকে সংস্কৃত ভাষায় গান্ধার বলা হইত। এই জনপদের বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক নাকি বর্ত্তমান কান্দাহারে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। শকেরা এখানে (গান্ধার) রক্ষিত বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র কাড়িয়া নেওয়ার জন্য আক্রমণ করিলে সেখানকার বহু বৌদ্ধ নিভৃতে পর্ব্বতময় পশ্চিম অঞ্চলে পলায়ন করিয়া আসে এবং এই নূতন 'গান্ধার' স্থাপন করে। 'পুস্তু' ভাষায় ইহা বর্ত্তমান 'কান্দাহার' রূপ ধারণ করিয়াছে।

১০। Arrian—'Anabasis' III. P 28; Indika—1-1-1; Strabo—XV.I.

অর্থ এই দাঁড়ায় যে ইহারা খাঁটি ইণ্ডিয়ান নয়; খাঁটি ভারতবাসীদের (১১) সহিত ম্যাসিডোনীয় বাহিনী পরোপামিশুস্ (বর্ত্তমান 'হিন্দুকুশ') পর্ব্বতমালার উপর সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহারা কাবুল উপত্যকার লোক। সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের (১২) অভিমত এই যে বৈদিক-যুগে আর্য্যগণ বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অন্তর্গত পূর্ব্ব-কাবুলিস্থান জনপদ ও পঞ্চনদের উপত্যকায় বাস করিতেন। বেদে 'কুভা' (বর্ত্তমান 'কাবুল'), গোমতী (বর্ত্তমান 'গোমাল'), ক্রুমু (বর্ত্তমান 'কুরম') নদী সমূহের উল্লেখ আছে। অপর একটি নদীরও নামোল্লেখ আছে—ইহার নাম 'রসা' (১৩) (Rasa)। কাহার কাহার মতে বৈদিক 'রসা' বা 'রাসা', আবেস্তার 'রান্‌হা' এবং হেরোডোটাস্ বর্ণিত মধ্য-এশিয়ার (বর্ত্তমান 'তুর্কিস্থান') Arazes নদী আজকাল Jaxartes নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই বিতর্কের এখনও নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই।

আলেকজাণ্ডার যখন পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি সিন্ধুদেশ দিয়া গেড্রোশিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়া স্বস্থানে যান, অর্থাৎ তিনি আজকালকার বেলুচিস্থানের 'মেকরান' মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় আলেকজাণ্ডারের অনুচর গ্রীক লেখকগণ বলেন, বেলুচিস্থানের বর্ত্তমান পোরালি (গ্রীক Aralies) (১৪) নদী ভারতের পশ্চিম সীমানা ছিল। ইহাতে বোঝা যায় যে বর্ত্তমান 'লাসবেলা' নামক জনপদ ভারতের এই অংশের পশ্চিম সীমান্ত ছিল। এই স্থানের লোকেরা আজও সিন্ধিভাষার অপভ্রংশ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে।

১১। **Arrian—Anabsis, 111. P 23; Indika—P 14.**
১২। **Zimmer—altindisches Leben, P 14.**
১৩। **" P. 15-16.**
১৪। **Vincent Smith—Early History of India. 2nd. ed. Pp. 104—105.**

আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে পারশ্য সম্রাট প্রথম দারাউসের বেহিস্থান প্রস্তরফলকে (১৫) ভারতের পশ্চিম সীমা তাহার রাজত্বের অন্তর্গত ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহার প্রস্তরফলকে 'হিন্দু' (সিন্ধু প্রদেশের লোক), গাদার (গান্ধারী), মোকা (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মেকরাণী) জাতি-সমূহের উল্লেখ আছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্ব্বে আদি গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ (১৬) বলেন, ভারতের সীমায় "পক্তিকা" জনপদে 'সত্তগিডে (Sattagydæ), গান্ধারী, ডাডিকা বা ডাডি ও আপারিটে (Aparytæ) কৌমচতুষ্টয় বাস করিত। ইহাদের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত গান্ধারীদের নাম পাওয়া যায়, অপর একটি কৌম আজও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা বর্ত্তমান ভারতের সীমান্তবর্ত্তী 'আপ্রিদি' কৌম (ইহারা নিজদিগকে 'আপ্রিদি' বলে; কিন্তু ইংরাজীতে ইহাদিগকে 'আফ্রিদি নামে অভিহিত করা হয়)। বেল্যুর (১৭) মতে বর্ত্তমানের 'খটক' কৌমটি প্রাচীন সত্তগিডেদের বংশধর এবং ডাডিরা নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আবার ইহাদিগকে 'দরদ' জাতির সহিত সনাক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

হেরোডোটাসের 'পক্তিকা' জাতিকে বেদে (ঋক ৭, ১৮, ৭) 'পক্ত' বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। বেদে 'পক্তরাজ' অশ্বিনীকুমার নামক যমজ দেবতাদের আশ্রিত বলিয়া উল্লিখিত আছে (ঋক ৮, ২২, ১০, ৪৯, ১০; ১০, ৬১,১)। বেদে পক্তরাজকে অন্য আর্য্যজাতীয় রাজাদের

১৫। Rawlinson—"The Great Inscription of Darius at Behistan" in "History of Herodotus", Vol. II.

১৬। Herodotus—BK. VII. P 67.

১৭। Bellew—'Races of Afghanistan' and 'Imperial Gazetter of India'.

সহিত মিলিত হইয়া 'ত্রৎস্থ-ভারত' রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার কথা উল্লেখ আছে। আবার মোগল সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের পাঠানবংশীয় কর্ম্মচারী খাঁজাহান লোডির দ্বারা প্রণোদিত নিয়ামৎউল্লার লিখিত 'আফগানদের ইতিহাস' (১৮) নামক পুস্তকে 'গান্ধারী' নামক কৌমের উল্লেখ আছে।

গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেন, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সেলিউকাস্ তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বভাগের সেই অংশ ভারতের রাজা চন্দ্রগুপ্তকে খৃঃ পূঃ ৩১০ সালে প্রদান করেন যাহাতে খাঁটি 'ইণ্ডিয়ান' লোকসমূহের বসতি ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের (১৯) মতে বর্ত্তমানের সমগ্র আফগানিস্থান এবং দক্ষিণ বেলুচিস্থান এই প্রকারে মৌর্য্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর তুর্কীবংশীয় মুসলমান রাজাদের রাজত্বকালে সুলেমান পর্ব্বতের অধিবাসী 'আফ্‌গান্' নামক একটি পার্ব্বত্যজাতির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। মামুদের ঐতিহাসিক আল্-বেরুনী বলেন, ইহাদের সর্দ্দারেরা মামুদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণান্তর তাঁহার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনকার্য্যে যোগদান করে। মামুদই ভারত আক্রমণের রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য (২০) ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী ভারতীয় জাতিগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া সেই অঞ্চলে বিভিন্নজাতির বসতি স্থাপন করায়। এই সময়ের ইতিহাসে ইহাও পাওয়া যায় যে মামুদ চিতোর আক্রমণ করিলে সীমান্তের 'সুবাস্তু' (বর্ত্তমান সুয়াত্, Swat) উপত্যকায় লোকেরা চিতোরের সাহায্যকল্পে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। এই 'সুয়াতে'র অধিবাসিগণ সংস্কৃতভাষার

১৮। **Neamatulla—'History of the Afghans,' Translated by Dorn.**

১৯। **Vincent Smith—Early History of India.**

২০। **E. Oliver—Across the border, Pathan and Beluch.**

অপভ্রংশ এক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত (২১) মৌর্য্যসাম্রাজ্যের পর হইতে আহ্‌মদ শা আবদালীর সময় পর্য্যন্ত মধ্য-এশিয়া হইতে নানাজাতির আক্রমণে স্থানীয় কুলসমূহ স্বীয় বাসচ্যুত হওয়ায় এবং পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার ফলে তাহাদের ভাষারও প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটে। ফলে জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আফগানিস্থান্ ও বেলুচিস্থান্ আজ ভারতবর্ষ হইতে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট মহাদেশটিও নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর বর্ত্তমান 'ইণ্ডিয়া' (ভারত) রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।



২১। Akhund Darweza Baba—Tatkhira; J. Darmestetar—Chants Populaires des Afghans দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগ 'আর্য্য' ও 'দস্যু' বর্ণ

ভারতবর্ষের ইতিহাস বৈদিকযুগ হইতেই গণনা করা হয়। বেদে সংস্কৃত-ভাষাভাষী একটি জাতির উল্লেখ আছে। তাহারা নিজেদের "আর্য্য" নামে পরিচয় প্রদান করিত। বেদে এই আর্য্যদের দেবতাদের 'শ্বেতকায়' (ঋকবেদ ২, ২০, ৮) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর একটি জাতির উল্লেখও বেদে আছে—তাহাদিগকে 'দস্যু' বা 'দাস' বলা হইয়াছে। এই দস্যুদের কৃষ্ণকায় (২, ২০, ৭), অ-নাসা (২৯, ১০), অ-ব্রাহ্মণ (৪, ১৬, ৯), অ-দেবায়ু (৮, ৭০, ৩) অ-ব্রত (১, ৫৮, ৮) প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। এই দস্যুদের আবার অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন শত্রুও (১, ৩৪, ৭; ১০০, ১৮, ২, ১৩৯) বলা হইয়াছে। আবার তাহাদের "আয়স্ দ্বারা আবৃতপুর"ও (২-২০-৮) উল্লেখ আছে। এতদ্বারা বোঝা যায় যে এই সকল দস্যুদের সভ্যতা তৎকালীন বৈদিক আর্য্যদের অপেক্ষা বড় ছিল। 'আর্য্য' ও 'দস্যু'দের পার্থক্য ধর্ম্ম (১) নিয়াই ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহারা বৈদিক আচার ও ক্রিয়া মানিত না বলিয়াই উপরোক্ত বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নরতত্ত্বে এই বৈদিক আর্য্যদের ও তথাকথিত 'দস্যু' বা 'দাসদের স্থান কোথায়, এই বিষয় লইয়া বহুকাল যাবৎ তর্ক চলিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভাষার তুলনামূলক পাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় অধিকাংশ ইউরোপীয় ফার্সী ও সংস্কৃতভাষার

১। Vedic Index—Vol. I

উৎপত্তির মূল এক—এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া ভাষাতত্ত্ববিদেরা এই ভাষাগুলিকে 'ইণ্ডো-ইউরোপীয়' বা 'আর্য্যজাতীয়' ভাষা বলিয়া নামকরণ করেন। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক জার্ম্মান বংশোদ্ভব ম্যাক্সমূলার এই জাতীয় ভাষা-ভাষী 'আর্য্য' নামধারী একটা মনুষ্যজাতির কল্পনা করেন। কিন্তু তিনি পরে ইংরেজ এবং উত্তর-ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বাধ্য হইয়া বলিলেন, "আমি 'আর্য্য' অর্থে একটা মনুষ্যজাতি বুঝি না, একটা ভাষাকেই বুঝি (২)।" এই সময় হইতে জার্ম্মান স্বজাতিপ্রেমিক (Pan-Germanist) পণ্ডিতেরা এবং তৎসঙ্গে উত্তর-ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণ 'আর্য্য' অর্থে নিজেদের উত্তর-ইউরোপীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে বুঝিতে আরম্ভ করেন এবং উত্তর-ইউরোপের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ (blonde), নীল-চক্ষু, লাল বা কটা-চুল, লম্বা-মাথা, সরু-নাক, দীর্ঘ-দেহ-বিশিষ্ট যেসব লোকদের তাঁহারা নর্ডিক (Nordic : উত্তর-ইউরোপীয়) নামকরণ করিয়াছেন তাহাদিগকে আসল খাঁটি আর্য্যজাতি নামে অভিহিত করেন। জার্ম্মান পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে German (গার্ম্মান) বা 'টিউটন' বলেন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই নর্ডিকের সন্ধান করিয়া বেড়ান। তাঁহাদের মতে বৈদিক আর্য্যগণও এই 'নর্ডিক'বংশীয় ; পরে তাহারা ভারতের 'কালা' জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

এইসকল জাতীয়তাবাচক গবেষণা রাজনীতিক রূপ (Political colour) প্রাপ্ত হইয়াছে (৩)। ইউরোপের প্রত্যেকটি বড় জাতি নিজেদের

২। Max Mueller—'Biographies of Words and the Home of Aryans'. P. 120

৩। W. Z. Ripley—"The Races of Europe", Chapter on 'Aryan Controversy, B. N. Datta—Foreward to Swami Sankarananda's "Rigvedic culture of the Pre-historic Indus?"

আসল আর্য্যজাতি বলিয়া দাবী করেন। ফরাসী ও ইতালীয়েরা (৪)' জার্ম্মানদের মতের প্রতিবাদ করেন। জার্ম্মান-ভাষাভাষী জাতিসমূহের ভাষায়, বিশেষতঃ আমেরিকায় 'আর্য্য' মানে 'ককেসীয়' বা 'শ্বেত-জাতি' ধরা হয়। এখন পাশ্চাত্যেরা ভারতবাসীদের 'আর্য্য' বলিয়া স্বীকার করেন না; কারণ 'আর্য্য' জাতি তাঁহাদের নিকট, হয় 'উত্তর-ইউরোপীয়,' না হয় 'ইউরোপীয় শ্বেতজাতির' বংশধর। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাষার দিক হইতে 'আর্য্য' শব্দটি পারশ্যবাসী ও ভারতের সংস্কৃত-ভাষীদের প্রতি প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সোভিয়েট-রুশের পণ্ডিতেরা এই মতকে জার্ম্মানদের মিথ্যা কল্পনা বলিয়া অভিযোগ করিতেছেন।

অধুনা ভারতবর্ষেও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত ইউরোপীয়দের এই তথ্যের রোমন্থন করিয়া প্রাচীন ভারতে 'নর্ডিক' জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আবার গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার ন্যায় তাঁহারা ব্রাহ্মণের স্বরূপ পতঞ্জলি বর্ণিত, "গৌরঃ পিঙ্গলঃ কপিল কেশঃ (৫) (Mahavasya V. 1.115, II. 2.2.6) শ্লোকটি পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারতে উত্তর-ইউরোপীয় 'নর্ডিক' অথবা একটা অ-ভারতীয় শ্বেতজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিন্তু পিঙ্গল ও কপিল বা কপিশ শব্দের আভিধানিক অর্থ Blue eyes ও blonde hair বুঝায় না (৬); তাঁহারা বোধ হয় এ-সংবাদ রাখেন না যে পামীর পর্ব্বতের উপরে ইরানীভাষী সাদাগোলাপী গাত্রবর্ণ, কটাচক্ষু ও কটাচুল বিশিষ্ট একটি জাতির অস্তিত্ব সার্ আউরেলষ্টাইন্ আবিষ্কার করিয়াছেন! এই জাতিকে নরতত্ত্ববিদ্ জয়স্ এবং লাপুজ (Lapouge) 'আলপিন্' মূলজাতীয় বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। যে-জাতিটি 'পামীর' পর্ব্বত হইতে মধ্য-ইউরোপের

৪। Sergi—"The Mediterranean Race".

৫। পতঞ্জলি ও গান্ধার দেশের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই এই বর্ণনা তথাকার লোকের প্রতি প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব।

৬। T. Aufrecht—হলায়ুধের 'অভিধান রত্নমালা' দ্রষ্টব্য।

'আল্প্স্' পর্ব্বত পর্য্যন্ত বাস করে তাহাকে ইউরোপে 'আলপিন্' নামে অভিহিত করা হয়। জার্ম্মান নরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক লুস্‌্যান (Luschan) এই এশিয়াস্থ জাতির অংশের Armenoid (আরমানীর ন্যায়) (৭), এই নাম ধার্য্য করে। ইনি এশিয়া-মাইনরের 'আরমানী' জাতির মধ্যে এই জাতির শারীরিক লক্ষণ বিশেষভাবে প্রাপ্ত হন। ইহার শারীরিক লক্ষণ :—A white-rosy race, very brachycephalic, stature above average, with prominent nose, hair brown, usually dark, eyes medium in the main. (৮) এই স্থলে তিনি আরও একটি জাতির সংবাদ দিতেছেন : Brown, mesaticephalic, tall, prominent and aquiline nose, black wavy hair, dark eyes. This race may be termed 'Indo-Afghan' using Deniker's nomenclature. (৯) এতদ্দ্বারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুইটি আর্য্য ভাষাভাষী জাতির শারীরিক লক্ষণের বিষয় অবগত হওয়া গেল (১০)। বর্ত্তমানের বিভিন্ন হিন্দুজাতিসমূহের শারীরিক লক্ষণ বিশ্লেষণ করিলে উপরোক্ত এই জাতিদ্বয়ের শারীরিক লক্ষণ তাহাদের মধ্যেও পাওয়া যায় (১১)।

জয়েসের (Joyce) অনুসন্ধান দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে পাণিনী বর্ণিত "গৌরঃ পিঙ্গলঃ কপিশ কেশঃ" ব্রাহ্মণ ইরানী রক্তের লোক হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহাকে উত্তর-ইউরোপ হইতে আমদানী

৭। Von Luschan—Huxley Memorial Lectures.

৮। Joyce—Journal of Anthropological Institute. Bk. 38. P. 486.

৯। Ibid.

১০। এ বিষয়ে Dr. B. S. Guha—"Census of India" Vol. 1. Pt. III দ্রষ্টব্য।

১১। B. N, Datta—Die Indische Kasten System in "Anthropos." Band XXII. 1927.

করিবার কোনই প্রয়োজন অথবা সঙ্গত কারণ নাই। ইহাও সম্ভব যে-জাতির মধ্যে যে-লক্ষণটি দুষ্প্রাপ্য সেইটিকেই লেখকগণ আদর্শ করিয়া ধরেন; সেইজন্য ভারতের ব্রাহ্মণকে উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যে রাক্ষসদেরই পিঙ্গল ও কপিশ চুল এবং চক্ষুযুক্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে! বেদে 'আর্য্য' ও 'দস্যু'কে একজাতীয় বলা হইয়াছে —"বৈশ্বামিত্র দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।৩।১৮)। আবার 'আর্য্য' ও 'দাস'কে নহুষের সন্তান বলা হইয়াছে (৬-২২-১০)। উভয়জাতির মধ্যে এত বিবাদসত্ত্বেও ইন্দ্রকে উভয়জাতির সহিত সমভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায়: যথা, "হে ইন্দ্র, তুমি আর্য্যের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ এবং 'দস্যু'কে তোমার বাম পার্শ্বে বসাইয়াছ" (২-১১-১৮)। অন্যত্র ইন্দ্র বলিতেছেন, "এই আমি যজ্ঞে যজমানদিগকে দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। দাস এবং আর্য্যকে বিশেষ-ভাবে চিনিতেছি: তাহাদের পাক করা হব্য এবং অভিষুত সোম গ্রহণ করিতেছি" (১০-৮৬-১৯)। এই সকল বচনে উভয়জাতিকে এক দেবতারই ভক্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব হইতে অনুমান হয় যে প্রথমতঃ এই উভয়জাতির বিবাদ ধর্ম্মের বিভিন্নতা ও পার্থক্য নিয়াই ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ জাতির বিবাদ দেখিয়া থাকেন। আজকাল জগতে উত্তর-ইউরোপীয় বংশজাত লোকদের আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ মধ্যে যেমন 'সাদা ও কালা' জাতির মধ্যে ঝগড়া-কলহ চলিয়াছে, তাহারা বেদে ঐ প্রকারের ঝগড়া দেখেন। আর এদেশের লোকেরাও তাহা বদহজম করিয়া ভারতীয় ইতিহাসে তাহারই অনুসরণ করেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই দস্যুগণ কাহারা? এই প্রশ্নের অনুসন্ধানের পূর্ব্বে পারশ্যের প্রাচীন পুস্তকে বিভিন্নজাতির বিষয়ে অনুসন্ধান করা

প্রয়োজন। পারস্থের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক 'আবেস্তা'য় 'আইরিয়া' বা আইরান্ (১২) নামে একটি জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'আইরান' শব্দই 'পহ্লবী' ভাষায় 'ইরান' রূপ ধারণ করে এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সেই নামেই পারস্থদেশ পরিচিত হইয়া আসিতেছে। 'আইরান্' বেদের আর্য্যের অনুরূপ; আবেস্তায় 'দহ' এবং প্রাচীন ফার্সীতে 'দহিয়াউস্' (Dahyaus), পুরাতন বক্রীয় ভাষায় 'দন্হু' (Danhu), 'দকর্কু' (Daque) (১৩) নাম পাওয়া যায়। এই শব্দের (১৪) প্রথমে অর্থ ছিল—'শত্রু-ধ্বংসকারী'; পরে ইহা দ্বারা জেলা, জনপদ বা প্রদেশ অর্থ বুঝায়। 'আইরান'গণ নিজেদের শত্রুদিগকে প্রথমত এই নামে অভিহিত করিত, পরে উক্ত নাম দ্বারা পরাজিত শত্রুদের জনপদকে একটি 'প্রদেশ' বলিয়া অভিহিত করিত। উদাহরণতঃ দারায়ুস্ "ক্ষয়থিয় পার্সে", "ক্ষয়থিয় দাহিউনাম" (১৫) (Kshayathiya Parsay, Kshayathiya Dahyunam) বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এস্থলে 'দাহিউনাম' অর্থ 'প্রদেশসমূহ' বুঝাইতেছে। এই 'দহ'দিগকে পরে ইরানী কৃষকগণ (১৬) শক (Scythian) নামে অভিহিত করিত। পারস্থের সীমানার বাহিরে যে-সকল অসভ্য যাযাবর জাতি (nomadic tribe) ঘুরিয়া বেড়াইত তাহারা উক্ত নামে অভিহিত হইত। কিন্তু কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'স্কলেটি' নামীয় যে-সকল শকেরা বাস করিত তাহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ হেরোডোটাসের লেখার-মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

১২। Darmesteter—জেন্দ্ ভাষার পুস্তক সমূহের অনুবাদ দ্রষ্টব্য। Encyclopaedia Britannica—Vol. 17, p. 565, 1929. Edn. দ্রষ্টব্য।

১৩। Zimmer—"altindisches Leben" p.110, 112.

১৪। Ibid—"altindisches Leben.

১৫। Ibid—"altindisches Leben.

১৬। Encyclopaedia Britannica—Vol. 17, p. 565 : 1929 Edn.

জিউস্ (Zeuss) ও মুলেনডর্ফ নামক জার্মান পণ্ডিতদ্বয়ের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই শব্দগুলি ইরানী ভাষার অন্তর্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে (১৭)। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন-তুর্কিস্থানের তুরফান নামক স্থানে জার্মান পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলে ভারত-আক্রমণকারী শকজাতির ভাষাও ইরানী ভাষার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে (১৮)। এতদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে 'দহ' বা 'দক্ক' এবং খৃষ্টের জন্মের পরের শতকের ঐতিহাসিক শকেরাও ইরানীয়-আর্য্য ভাষার লোক ছিল। এই সঙ্গে আউরেলষ্টাইন্ প্রভৃতি বলিতেছেন যে মধ্য-এশিয়ার আদিম মূলজাতি (১৯) (basic race) ইরানীভাষাভাষী "আলপিন" মূলজাতীয় ছিল। পুনঃ পামীর উপত্যকার জাতিসমূহকে রুশ বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা উক্ত মূলজাতীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীরা আর্য্যভাষাভাষী ও শ্বেতবর্ণের লোক ছিল। তাহারা আধুনিক নরতত্ত্ববিদের ভাষায় অ-শ্বেত (non-white), অ-ককেসীয় (Non-Caucasian), প্রাচ্যএশিয়ার মঙ্গোলীয় বা দক্ষিণ-এশিয়ার 'অষ্ট্রালয়ড্' (Australoid) বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ন্যায় কোন জাতি ছিল না। আবেস্তার ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশ্বাসী সভ্য ইরানীরা মরুভূমি বা নিজেদের কৌমের বাহিরের লোকদিগকে দহ, দক্ক, শক প্রভৃতি ঘৃণাবাচক বিশেষণে বিশেষিত করিত। আসলে এই বিভিন্নতা সংস্কৃতির বিভিন্নতা বা পার্থক্য হইতে সৃষ্ট হয়। পারস্যের 'দহ' ও 'দক্ক'দের মধ্যে বেদোক্ত কৃষ্ণবর্ণের 'দস্যু' বা 'দাস'দের পাওয়া যায় না।

১৭। Ibid—Vol 17, p 565 : 1929 Edn

১৮। F. W. K Mueller—"Toxri und Kuisan' in Sitz. d Kg. Pr. Akad. d. w.

১৯। (a) Joyce—J A. I BR 33 ; (b) Ripley—The Races of Europe : Vide chapter on Central Asia

বেদে 'অ-মানুষ', পর্ব্বতের 'দস্যু' (৮, ৭০, ১১) এবং 'দাস' (১০, ৬২, ১০) উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। এই দস্যুদের 'আর্য্যগণ' দেবতাগণের সাহায্যে জয় করিতেন; নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্যে ইহাদিগকে জয় করা বৈদিক লোকদিগের পক্ষে সম্ভব হইত না। বৈদিকযুগের পরে ধর্ম্মসূত্র সমূহে আবার 'দাস বর্ণ' বলিয়া এক বর্ণের উল্লেখ আছে (সাংখ্য ২, ১২, ৪ এবং শ্রৌতসূত্র ৮, ২৫, ৬); অনেকস্থলে তাহাদের 'কৃষ্ণ-ত্বক' (১, ১৩০, ৮, ৯, ৪১, ১) বলা হইয়াছে। এইসকল গ্রন্থে 'দাস' শব্দের অন্য ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পরাজিত শত্রুগণ গোলামীতে আবদ্ধ হওয়ায় 'দাস' শব্দের অর্থ পরে 'গোলাম' হয় (৭, ৮৬, ৭ ; ৯, ৫৬, ৩ ; ১০, ৬২, ১০)। এই দাস-জাতীয় স্ত্রীলোকেরা পত্নী বা উপপত্নীরূপেও গৃহীত হইত। কবয ঋষিকে 'দাস্যা পুত্রা' বলিয়া ঠাট্টা বা উপহাস করার কথাও উল্লিখিত আছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১৯ ; কৈষিতকী ব্রাহ্মণ ১২।৩)। ঋকবেদে ইহাও উল্লিখিত আছে, "আর্য্য জানিলেন যে তিনি দাসের সমকক্ষ" (১০।১৩৮-৩)। এতদ্বারা 'দাস' আর্য্য অপেক্ষা হীন বলিয়া প্রতীত হয় না। কাহার কাহার মতে ইরানী 'দনহু' (Danhu), 'দক্ষু' এবং বৈদিক 'দস্যু' প্রভৃতি শব্দগুলির মূলশব্দ একই ছিল। প্রথমে ইহার অর্থ ছিল 'শত্রু'; পরে ইরানীরা এই শব্দের অর্থ করে 'পরাজিত দেশ' বা 'প্রদেশ'। বৈদিক লোকেরা ইহার প্রথমোক্ত অর্থ রাখিয়া তদ্বারা অমানুষিক 'শত্রু'ও (demon and foe) বুঝিত (২০)। সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত রথের মতে দেবতা ও অসুরদের বিবাদকে মানবসমাজে প্রয়োগ করিয়া ইহার অর্থ 'মানুষের শত্রু' ধরা হইয়াছে। লুড্‌ভিগ্ (Ludwig) বলেন, (২১) দাসরাজগণকে হিন্দুদের গ্রন্থসমূহে দানব বা অসুর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যদিকে লাসেন

২০। Zimmer—altindisches Leben : P. 110.

২১। Ludwig—Nachrichten, P. 82.

বলেন, যেমন সংস্কৃত 'দেব' ও আবেস্তার 'দেবা' বা 'দায়েবার' মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, তদ্রূপ 'দক্ক' ও 'দস্যু' শব্দের মধ্যেও একটা সম্পর্ক আছে। এতদ্বারা তিনি একটা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কলহকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আনা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। আদিতে এই শব্দটির একটি সম্মান-সূচক অর্থ ছিল, কিন্তু পরে অসম্মানসূচক অর্থ হয়।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, 'দস্যু' শব্দের ন্যায় 'দাস' শব্দেরও একটা অনুরূপ ইরানী শব্দ আছে। লাসেন প্রভৃতি বলেন, 'দাস' শব্দ ইরানী 'দহ' বা 'দাহ' (Daha) শব্দেরই অনুরূপ। কাস্পিয়ান্ সাগরের দক্ষিণের শকদের হেরোডোটাস্ 'দহ' নামেই জানিতেন (২২)। রোমান লেখক প্লিনিও (Pliny) ইহাদিগকে 'দাহে' (২৩) (Dahae) নামে জানিতেন। পারস্যের ধর্ম্মপুস্তকে (বুন্দেহেস্, ১৫) ইহাদের জনপদ বর্ণিত আছে। এইজন্য জিমার (২৪) বলেন, "ইহা নিঃসন্দেহ যে 'শত্রুর' সাধারণ ইণ্ডো-ইরানী নাম ছিল 'দাস'। এই নামটি ইরানীরা পরবর্ত্তীকালে একটি নির্দ্দিষ্ট তুরানী জাতির (মধ্য-এশিয়ার জাতি) প্রতি প্রয়োগ করে। ইহা দ্বারা 'দস্যু' শব্দের ইণ্ডো-ইরানী অর্থও নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হয়।" (২৫)

ইরানীয়-আর্য্যেরা যেমন নিজ সমাজের এবং প্রাচীনকালের কৌমগত অবস্থার সংস্কার সাধনোদ্দেশ্যে তাহাদের শত্রুদের 'দনহু', 'দক্কু' বা 'দাহে' বলিয়া অভিহিত করিত, বৈদিক আর্য্যেরাও এই শব্দদ্বয়ের কথঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া উহা নিজেদের সমাজের বহির্ভূত শত্রুদের উপর আরোপ করিত কিন্তু ইহার দ্বারা 'দস্যু বা 'দাস'দের সম্বন্ধে কোন নরতাত্ত্বিক

২২। Herodotus—1. 126.

২৩। দাহেরা ঐতিহাসিক জাতি।

২৪। Zimmer—P 112.

২৫। ফার্সী 'হ'-এর উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষায় 'স' হয় বলিয়াই কি ইরানী 'দহ' বা 'দাহ' সংস্কৃতে 'দাস' হইয়াছে ?

সংবাদ পাওয়া যায় না। অথচ বেদে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। বেদে 'আর্য্যম্ বর্ণং' এবং 'দাসং বর্ণম্' বলিয়া দুইটি জাতিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋকবেদে উল্লিখিত হইয়াছে "যে 'দাস বর্ণ' জয় করিয়াছে, হে মনুষ্যগণ, সে হইতেছে ইন্দ্র" (২।১২।৪); আবার "সে দস্যুদের জয় করিয়া 'আর্য্যবর্ণ' সহায়তা করিয়াছে" (৩।৩৪।৯)। জিমার বলেন, অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থ না থাকায় এবং স্পষ্ট বিরুদ্ধতা থাকায় 'বর্ণ' শব্দের অর্থ (২৬) 'লোকসমূহ' (people) ধরিতে হইবে। যেমন, "দেবতাগণ দাসদের ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের লোকদিগকে (না বর্ণম্) সৌভাগ্যজনক অবস্থায় উপনীত করিবেন (ঋক ১।১০৪।২)।" ইহা হইতে বোঝা যায় যে 'বর্ণ' অর্থ 'লোকসমূহ'; হয়ত গাত্রবর্ণ, খুব সম্ভবতঃ পরিচ্ছদের বর্ণ হইতে এই অর্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে (২৭)। বেদে ইন্দ্র তাঁহার পূজক আর্য্যদের সকল যুদ্ধে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, (আর্য্য) লোকদের জন্য সে বিধি-শূন্য লোকদের শাস্তি প্রদান করিয়াছে এবং কৃষ্ণকায় লোকদের (ত্বকং কৃষ্ণং) পরাজিত করিয়াছে (১।১৩০।৮)। আবার আর্য্যদের দেবতাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে "সে দস্যু ও সিম্যুকে প্রচলিতভাবে হত্যা করিয়াছে।......সে জমি তাহার শ্বেতবন্ধুদের সহিত দখল করিয়াছে (১।১০০।১৮)। কিন্তু এইখানে ভাষ্যকার সায়ন "শ্বেতবন্ধু" অর্থে ইন্দ্রের স্বর্গীয় বন্ধু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অনুমিত হয়, দেবতাদের সম্পর্কে যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, ঐসব শারীরিক লক্ষণ তাহাদের ভক্তবৃন্দের প্রতি আরোপ করা খুব অবৈজ্ঞানিক।

২৬। Zimmer—P. 113.

২৭। জারতুষ্ট্রীয় ধর্ম্মপুস্তকে পোষাকের বর্ণ দ্বারা প্রাচীন ইরানী সমাজের স্তরসমূহ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (Dinkard, Vol. V. Pp 297-299); Dhalla—Zoroastrian Civilization, P. 365। হিন্দুর বর্ণেরও সেই প্রকারের উৎপত্তি হইতে পারে। ভিনসেণ্ট স্মিথ ইহাই অনুমান করিয়াছেন।

উত্তর-ইউরোপীয়, জার্মানভাষী ভাষাতত্ত্ব-বিদেরা গ্রীস ও রোমের দেব-দেবীদের "Blonde Teuton" বা নর্ডিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া ইতালীয় নরতত্ত্ববিৎ সার্জি (২৮) বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই চেষ্টাকে ভাষার অর্থের অপব্যবহার ও অপ্রয়োগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতীয় দেবদেবীদের বেলায়ও সেরূপ হইয়াছে। কেহ কেহ (২৯) ভারতীয় দেবতাদের 'ব্লণ্ড টিউটন'রূপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; আবার কেহ কেহ সেই সঙ্গে সমুদয় বৈদিক জাতিসমূহকে হয় সুইডেন (৩০) না হয় উত্তর-জার্মানী, অথবা বাল্টিক-সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আসে বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ইহা খুব বড় বৈজ্ঞানিক সত্য যে ভারতের তথা আদিম অধিবাসিগণ অ-শ্বেত বা মলিনবর্ণের 'ব্রাউন' (Brown) কৃষ্ণকায় লোক। ইহাও সত্য হইতে পারে যে, বৈদিক কৌমগুলি এই জাতীয় লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। আবার ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, ইহাদিগের কতক লোক বিজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সেইজন্য 'দাস' অর্থে 'ক্রীতদাস' 'গোলাম' (৩১) ধরা হইয়াছে। তথাপি ইহা প্রমাণিত হয় না যে, যে দস্যু ও দাসদের 'আয়সীপুরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা

২৮। Sergi—The Mediterranean Race.

২৯। (ক) Zenaide Ragozin—Vedic India; (খ) Samuel Johnson—Vedic India বিশেষ দ্রষ্টব্য—আর্য্যকে আদর্শ জার্মানরূপে প্রতিপন্ন করিবার হাস্যকর চেষ্টা সম্পর্কে Encyclopaedia Britannica—Vol, 12, Pp, 263—264. 1929 Ed. দ্রষ্টব্য।

৩০। Penka—"Der Arier"; Much, Von Luschan, Poeche, Wilser প্রভৃতির অভিমত দ্রষ্টব্য।

৩১। অন্ধকার যুগে (Dark Age) ইউরোপে টিউটন বা জার্মান জাতীয় লোকেরা পূর্ব্ব-ইউরোপীয় লোকদের ধৃত বা জয় করিয়া গোলাম বা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। এইজন্য তাহাদিগকে লাটিন ভাষায় Scalve (গোলাম বা ক্রীতদাস) বলা হইত। সেই সময় হইতে পূর্ব্ব-ইউরোপের শ্বেতবর্ণের এবং ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষার 'শতেম' (Satem) বিভাগীয় ভাষাভাষী লোকদিগের মূলজাতীয় নাম পর্য্যন্ত Sclave,

পাঠ করিয়া তাহাদিগকে বৈদিক জাতিগুলি অপেক্ষা অধিকতর সুসভ্য বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তাহারাই কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী যাহাদিগকে আজকালকার নরতত্ত্ববিদেরা Proto-Australoid (অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ) বা Australoid, Proto-Veddaid বা Proto-Dravidian (ভেদ্দা-দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্বের জাতি) বা Pre-Dravidian (দ্রাবিড়-পূর্ব্ব) প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন !

বেদের ও সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বলা যায় যে এই প্যান্-জার্ম্মানিষ্ট পণ্ডিতদের হাতে গ্রীস ও ইতালীর দেবদেবীদের ন্যায় ভারতের দেবদেবীদেরও তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন-ভারতের আর্য্য-ভাষাভাষীদেরও অবস্থা হইয়াছে ঐ দুই দেশের লোকদিগের ন্যায়। ইহার অর্থ, জার্ম্মানভাষী পণ্ডিতগণের হাতে যেমন এথেনা দেবী ও আখিলিউস্ বীর নীলচক্ষু ও লাল-চুলবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রাচীন হেলেনিক জাতিও উত্তর-ইউরোপের নর্ডিকজাতীয় হইল, ভারতের প্রাচীন দেব-দেবীগণও তদ্রূপ জার্ম্মাণীর ওডিন দেবতার জ্ঞাতি হইয়াছে, তজ্জন্য প্রাচীন বৈদিকজাতিও প্রাচীন জার্ম্মান বা টিউটনিক্ নর্ডিক্‌দের জ্ঞাতি হইয়াছেন। আর এই তালে কতিপয় ভারতীয় পণ্ডিতও নৃত্য করিতেছেন !

Slave, Slav, Serv ভৃতি হইয়াছে। এরূপ সন্দেহ হয়, হয়ত উপরোক্ত প্রকারে ইরানী 'দাহ'-এর অনুরূপ ভারতীয় 'দাস'-জাতীয় লোকেরা পরাজিত হইয়া 'গোলাম' বা 'ক্রীতদাস' হইত বলিয়া সমস্ত জাতিটাই সেই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জার্ম্মানদের দ্বারা জনকতক পূর্ব্ব-ইউরোপীয় বন্দী হইয়া 'ক্রীতদাস'রূপে পরিণত হইবার ফলে যেরূপ অর্দ্ধ-ইউরোপীয় জনসমূহ 'গোলামীত্ব' প্রাপ্ত হয় নাই, সেই রকম জনকতক 'দাস'-জাতীয় লোক বিজিত হইয়া 'ক্রীতদাস' রূপে পরিণত হইলেও সমগ্র দাসজাতি ক্রীতদাসের জাতিতে পরিণত হয় নাই। দাসদিগকে জয় করিতে আর্য্যদের বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। নরতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে বলিতে হইবে যে 'শুক্লবর্ণ' আর্যাই ভারতে লোপ পাইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণের প্রাধান্য ভারতে আজ পর্য্যন্ত প্রবল। দাসদের প্রতাপ ও ক্ষমতা বেদ[illegible]তেই প্রত্যক্ষ হয়; ঋষি [illegible] কৃষ্ণবর্ণের; কবষ ঋষি দাসীপুত্র ছিলেন। বেদে উল্লিখিত কতিপয় রা[illegible] শূদ্র ছিলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ উত্তর-ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেমন বেদে নর্ডিকজাতি আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ গ্রিয়ার্‌সন্ (৩২), তেমনি ভারতে দুইটি আর্য্যজাতির অভিযান আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি একটিকে Mid-land (মধ্যদেশীয়) বলিয়াছেন এবং অপরটিকে Outer-Group (মধ্যদেশের বহিঃস্থিত) বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতভাষা প্রসূত ভাষাসমূহের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে একদল আর্য্য আফগানীস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং অপর একদল বেলুচিস্থানের উপর দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমোক্তদের বাসস্থানের বাহিরে চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে কোন্ আর্য্য জাতির বিষয় বেদে বর্ণিত আছে এবং কাহাদের নর্ডিকত্ব বা 'শুক্লত্ব' প্রমাণ করিবার জন্য অর্দ্ধ-শতাব্দীর উপর প্রচেষ্টা চলিতেছে (৩৩)?

এতদ্বারাও সন্দেহের নিরসন হইল না, বরং আরও গোলমালের সৃষ্টি হইল। সাহিত্যের মধ্য হইতে কোন উদ্ধৃতি দ্বারা শারীরিক নরতত্ত্বের সম্বন্ধে কোন কিছুই প্রমাণ হয় না। এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন। যাঁহারা বেদের শ্লোক দ্বারা 'অ-নাসা' ও 'কৃষ্ণবর্ণের' লোকদের সহিত এবং বর্ত্তমান ভারতের তথাকথিত অষ্ট্রালয়ড্ বা দ্রাবিড়-পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) একটা জাতির সহিত এই আয়সীপুরবাসী জাতিকে সনাক্ত করিতে চান তাঁহারা নিজেরাই পরস্পরবিরোধী মত পোষণ ও প্রকাশ করেন। বেদপাঠে একদিকে দেখা যায় যে আর্য্যদের শত্রুগণ সমৃদ্ধিশালী এবং উভয়বর্ণের (জাতির) লোকদের

৩২। Grierson—Linguistic Survey of India.

৩৩। অবশ্য এই নার্ডিকত্ব সম্বন্ধে সকল জার্ম্মান পণ্ডিত একমত নহেন। জার্ম্মাণীর এডোয়ার্ড মায়ার, ফাইষ্ট, ফ্রিডরিস ব্রাউন; ফ্রান্সের সৌকোঁ... [illegible], ইতালীর সার্জি এবং ইংলণ্ডের টেলর প্রভৃতি মণীষীগণ এই ভিন্ন মত পোষণ করেন।

ঐশ্বর্য্যের তথ্য ও বিবরণ তুলনামূলক পাঠ ও বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিচার করিলে দেখা যায় যে আর্য্য-শত্রুদের সভ্যতাই অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে আরূঢ়। তাহা হইলে কোন্ হিসাবে তাহাদিগকে 'ভেদ্দা-পূর্ব্ব' বা দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিগুলির সহিত সনাক্ত করা হয়? শেষোক্ত জাতিগুলি আজ পর্য্যন্ত নিজেদের সভ্যতা অভিব্যক্ত করিতে পারে নাই—তাহারাই কি বেদের আয়সীপুরের অধীশ্বর ছিল?

(খ) বেদের জাতি-তত্ত্ব

প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে শ্লোক উদ্ধৃতি দ্বারা আদিম-অধিবাসীদের সম্বন্ধে সঠিক নরতাত্ত্বিক সংবাদ জানা যায় না। বেদোক্ত উভয়জাতির মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ মূলজাতিগত না হইয়া বরং ধর্ম্মগত ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। সীমার বলেন (৩৪), এই উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সম্বন্ধে ঋষিরা পুনঃ পুনঃ যাহা বলিয়াছেন উহা কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব জাতির লোকেরা আর্য্য-দেবতাদের কোন পূজা প্রদান করে না, কোন ফুটন্ত পানীয় দেবতাদিগকে প্রদান করে না (৩।৫৩।১৪)। ঋকবেদে কীকট (৩৫) জাতিকে এইজন্যই গালাগালি করা হইয়াছে; দস্যু এবং

৩৪। Zimmer—p 115.

৩৫। নিরুক্তকার যাস্ক কীকটদের সম্পর্কে বলেন, "কীকটা নাম দেশো অনার্য্যনিবাসঃ" (৬।৩২)। এই প্রথম সংস্কৃত-সাহিত্যে 'অনার্য্য শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মগধের প্রাচীন নাম 'কীকট' ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; কিন্তু এ[illegible] কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। ওয়েবার যাস্কের এই 'অনার্য্য' শব্দ [illegible] বুঝিয়াছেন (Ind. Stud, 1, 186)। তিনি অনুমান করেন, ইহা দ্বারা 'অ-ব্রাহ্মণ্য' ধর্ম্মবাদীদের (heretic) বুঝায়। খৃঃ পূঃ [illegible]ম শতকে যাস্ক জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় সেই সময়েই বুদ্ধদেব মগধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। [illegible] বৌদ্ধদিগকেই কি অনার্য্য বলা হইয়াছে? কেহ কেহ আবার কী[illegible]বৌদ্ধ বলিয়াও অনুমান করেন। এতদ্বারা মনে হয় অনার্য্য ও আর্য্যের

পাণদিগকেও এই প্রকার (ঋক ৭।৬।৩) গালাগালি করা হইয়াছে। ঋকবেদে (১।৫।৩৭) স্পষ্টই বলা হইয়াছে, আর্য্য ও দস্যুকে বিভাগ (পৃথক) করিয়া দাও, নিষ্ঠাবান (বহিসমন্ত) হইতে তফাৎ করিয়া দাও, দেবতাহীনদিগকে (অব্রত) শাস্তি প্রদানের জন্য পরাজিত কর।

এই দেবতাহীনদের ধর্ম্ম কি ছিল, তাহার কোন বিবরণ বেদ-গায়কেরা লিপিবদ্ধ করেন নাই — কেবল দুইটি যায়গায় 'শিশ্নদেবাঃ' (৭।২১।৫ ; ১০।৯৯।৩) কথা পাওয়া যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিত রথ (৩৬) ইহার অর্থ করিয়াছেন "লেজবিশিষ্ট দেবতা!" কিন্তু সায়নাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন "কামুক।" আবার জার্ম্মান্ মনিষী লুড্‌ভিগ (৩৭) এই শব্দকে বহুব্রীহি সমাস ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন,—লিঙ্গোপাসকগণ (Phallus-worshippers)। যদি এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয় তাহা হইলে ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু সংবাদ অবগত হওয়া যায়। ঋকবেদে বলে "লিঙ্গ-উপাসকগণ (শিশ্নদেবাঃ) আমাদের পবিত্রস্থলে (অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে) ঢুকিতে পারিবে না" (৭।২১।৫), "সে যুদ্ধে গমন করিল...জয় অনিবার্য্য, আলোক জয় করিয়া সে (ইন্দ্র) তাহার শত্রুদের বেষ্টন করিল, যখন সে শিশ্নোদেবদের মারিবে তখন সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবে" (১০।৯৯।৩)। লাসেন বলেন (৩৮), এই শিশ্নোদেবগণ শিবপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট, কারণ শিবকে লিঙ্গমূর্ত্তিতে পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণ্য জনশ্রুতিতে দস্যু বা দানবদের সকলকেই শিবভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মহেন-জো-দাড়োর সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা যায় যে, লিঙ্গপূজা

কলহ ধর্ম্ম নিয়াই হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম-পুস্তকে রাজগৃহ, চম্পা ও তাম্রলিপ্তের লোকদিগকে আর্য্য ও উচ্চস্তরের ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

৩৬। Roth—Erlaeut, Zur Nirukta—p. 47.

৩৭। Ludwig—Nachrichten, p. 50.

৩৮। Lassen—Part II. p. 924.

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল (৩৯)। এমতাবস্থায় শিশ্নপূজক দস্যু ও দাসদিগকে কি দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ?

এই প্রসঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় উদ্‌ঘাটিত মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক মার্শাল বলেন, (৪০) "উক্ত দুই স্থানে একই প্রকারের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহার সিন্ধু (Indus) নামকরণ করিবার কারণ,—এই নদ ও তাহার শাখা-প্রশাখার দ্বারা বেষ্টিত মধ্যবর্ত্তী দেশের সহিত এই নবাবিষ্কৃত সভ্যতা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই সভ্যতা সিন্ধুপ্রদেশ ও পঞ্জাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্বে সিমলা পাহাড়ের নিম্নে শতদ্রুনদীর তীরেও ইহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতা একটি বৃহত্তর আন্তর্জ্জাতিক সভ্যতার অন্তর্গত ছিল। খ্রীষ্টীয় চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিল তখন ইহাদের সহিত পশ্চিম-এসিয়ার সভ্যতার ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় যোগাযোগ এবং আদান-প্রদান ছিল।" এই মহেন-জো-দাড়ো সহরের বয়স মার্শাল খৃঃ পূঃ ৩২৫০ এবং ২৭৫০ বৎসরের মধ্যে হইবে বলিয়া মোটামুটি আন্দাজ করেন (৪১)।

এই সহরের ভগ্নস্তূপ সমূহের মধ্যে যে-সমস্ত নরকঙ্কাল ও নরকরোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নরতত্ত্ববিদ্ সেওয়েল ও ডাঃ গুহ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত

৩৯। Marshall—Mahenjo-Daro and the Indus Civilisation. Vol. I

৪০। Ibid. op. cit. p. 92.

৪১। Ibid. op. cit. p. 102.

হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহারা (৪২) চারি প্রকার শারীরিক লক্ষণবিশিষ্ট মূলজাতির অস্তিত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন ; (১) প্রটো-অষ্ট্রালয়ড (৪২ক), (২) মেডিটেরানিয়ান, (৩) আলপিন্ মূলজাতির মঙ্গোলীয় শাখা (৪৩), (৪) আলপিন। পঞ্জাবের হরপ্পায় প্রাপ্ত নরকরোটিগুলিও বিভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট। সেওয়েলের মতে এইগুলি আলপিন মূলজাতির আরমেনীয়-ন্যায় (Armenoid) জাতীয় শাখার অন্তর্গত। এখানে (হরপ্পায়) একটি করোটি পাওয়া গিয়াছে যাহা অন্য মূলজাতীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।

এই সকল নরকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া মার্শাল বলেন, "যতদূর ইতিহাস অনুসরণ করা যায় তাহা হইতে মনে হয় যে সিন্ধু ও পঞ্জাবের অধিবাসিগণ নানাজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময়েও তাহার অন্যথা হয় নাই" (৪৪)। ইহা হইতে দেখা যায়, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋষিদের পবিত্র দেবভূমি 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' (বর্ত্তমান 'আম্বালা' জেলা) বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণস্থল ছিল। সেই সময়কার

৪২। ইঁহাদের পরীক্ষার ফলের উপর কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। Mr. Atul Sur in "India Culture," vol. III, 1933 এবং D. Mackay—"Mohenjo-Daro and Ancient Civilisation in the Indus Valley" in Annual Reports of the Smithsonion Inst., 1932 দ্রষ্টব্য।

৪২ক। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ডাঃ গুহ তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন ককেসীয় জাতীয় (Caucasian Megalith) করোটী। ইহা Megalith কৃষ্টিগত জাতির অন্তর্গত লোক। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বেই Elliot Smith বলিয়াছেন যে, উত্তর-আফ্রিকা হইতে 'মেগালিথ'-কৃষ্টির লোকেরা পশ্চিম-এশিয়ার মধ্য দিয়া সিন্ধুপ্রদেশে আসে। তাঁহার মত, এই প্রভাব মধ্য-এশিয়া হইতে উত্তর-ভারতে আর একটি ধারার আসে। (Vide (i) Elliot Smith—The Ancient Egyptians and their influence upon the Civilisation of Europe—pp 176 ; (ii) Elliot Smith—Diffusion of Culture.)

৪৩। এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ প্রমাণাভাব। উপরোক্ত নরতত্ত্ববিদদের মতে ইহা একটি Probability মাত্র। এই বিষয়ে B. N. Datta—Races of India, Cal. Univ. Journal of the Dept. of Letters, vol. XXV দ্রষ্টব্য।

৪৪। Marshall—Mahenjo-Daro and The Indus Civilisation, Vol. I p. 109.

যে সকল নরকরোটি পরীক্ষিত হইয়াছে তাহাতে নরতত্ত্ববিদ্‌গণ 'নর্ডিক' জাতির বা রিজলি বর্ণিত 'ইণ্ডো-আর্য্যের' সন্ধান পান নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের মধ্যে ডাঃ গুহ লম্বামুখো উচ্চনাকবিশিষ্ট করোটি পাইয়াছেন। এই মূলজাতিকে তিনি আর্য্য-সংশ্লিষ্ট জাতি বলিয়া অনুমান করেন (৪৫)।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, সিন্ধুসভ্যতা-চিহ্নিত জাতির সহিত বৈদিক আর্য্যদের কি সম্বন্ধ? সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মার্শাল বলিয়াছেন 'উভয় সভ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই।' তিনি খুব জোরের সহিতই বলিয়াছেন, আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষগুলি দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে খৃঃ পূঃ চার হাজার ও তিন হাজার বৎসর সময়ের মধ্যে তাহারা উচ্চ ও উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল। ইহাতে ইণ্ডো-আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কোন চিহ্ন নাই (৪৬)। উপসংহারে তিনি বলেন, "খৃঃ পূঃ দুই হাজার বৎসরের মধ্যভাগে 'ইণ্ডো-আর্য্যগণ' যে পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিল, মহেঞ্জো-দাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এই প্রচলিত মতের প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব করে না। কিন্তু বেদে আর্য্য-পূর্ব্ব জাতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে আমার মনে হয় যে, সিন্ধু-সভ্যতা সেই সময়ে পূর্ব্ব-রূপেরই ছায়ার ন্যায় হইয়াছিল (৪৭)। কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, সিন্ধু-সভ্যতার অনেক জিনিষই বৈদিক সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় (৪৮)। কিন্তু লেখক মনে করেন যে, সিন্ধু সভ্যতার মৃতদেহ সৎকার করার প্রথা বৈদিক অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার

৪৫। "Further Excavations at Mahenjo-daro"। এই বিষয়ে B. N. Datta—"Forward" to Swami Sankarananda's "Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus" দ্রষ্টব্য।

৪৬। Marshall—op. cit. p. 122.

৪৭। Marshall—op. cit, p. 122.

৪৮। Marshall—p. 122.

সহিত বেশ মিলে (৪৯), এবং এতদ্বারা সিন্ধু-সভ্যতায় বৈদিক আর্য্যের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। বৈদিক আর্য্যদিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ধারণা অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল যাবত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন তাহার সহিত কতকটা সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই মার্শাল এইরূপ কথা বলেন বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইহা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক এবং গোঁজামিল দেওয়া-কথা বলিয়া মনে হয়। বেদের আর্য্যাদিগের শত্রুগণ এবং সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা যে এক ও অভিন্ন—একথার প্রমাণ তিনি কোথা হইতে পাইলেন? তাঁহার আবিষ্কৃত তদানীন্তন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় একটি জাতিকে যাযাবর, বর্ব্বর, অর্দ্ধচাষী ও পশুপালক একটি জাতির দ্বারা বিলোপ সাধন করা হইল। যে জাতির সভ্যতা তাঁহার মতে আন্তর্জ্জাতিক বৃহত্তর সভ্যতার অন্তর্গত ছিল তার নামগন্ধ পর্য্যন্ত ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা! ইহা হইতে কি ধরিয়া নিতে হইবে যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতেও ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হইয়াছে? অর্থাৎ অসভ্য ইণ্ডো-ইউরোপীয়েরা সভ্যতর জাতি-সমূহকে পশুবলে জয় করিয়াছে। কিন্তু পরে ইহারা তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের নূতন অধ্যায় প্রবর্ত্তন করিয়াছে!

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে অসভ্য 'ইণ্ডো-ইউরোপীয় হেলেনিক' (গ্রীক) জাতি সভ্যতর পেলাসগীয়দের জয় করিয়া পরে এই পরাজিত জাতির সভ্যতার দ্বারাই প্রভাবিত ও বিজিত হয়। অসভ্য ইণ্ডো-ইউরোপীয় কাস্যুরাও (Cassites) ব্যাবিলন এবং অ্যাসিরিয়া জয় করিয়া অবশেষে তাহাদের উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। সার্জির মতে নব-প্রস্তর যুগে (Neolithic Age) অসভ্যেরা এসিয়া হইতে ইউরোপ আক্রমণ করিয়া তথাকার তৎকালীন সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে। ভারতেও

৪৯। B. N. Datta—"Vedic Funeral Customs and Indus Valley Culture" in "Man in India", Vol. 16, no. 4 and vol. 17, nos. 1, 2.

কি তাহার পুনরাভিনয় হইয়াছিল ? কোন কোন স্থলে এই অসভ্য ইণ্ডো-ইউরোপীয় আক্রমণকারীগণ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে সভ্যতর ও উন্নততর জাতিসমূহকে জয় করিয়াছিল (৫০)। কিন্তু ভারতে ঋকবেদের আর্য্যগণ অশ্বের ব্যবহার জানিত কিনা এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে (৫১); যজুর্ব্বেদের ও অথর্ব্ববেদের সময়ে লৌহের সহিত আর্য্যদের পরিচয় হয়। অন্যপক্ষে, সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা অশ্ব ও লৌহের সহিত আদৌ পরিচিত ছিল না (৫২)। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিরাই প্রাচীন সভ্যজগতে অশ্ব ও লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র আমদানী করেন। বোধ হয়, সর্ব্বত্র এই দুইটি জিনিষের সাহায্যে আর্য্যভাষী জাতিগুলি অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা সভ্য জাতিসমূহকে জয় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার প্রমাণ স্বরূপ এখনও কোথাও কিছু পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ঋকবেদে লৌহের প্রচলনের কথা সন্দেহস্থল। পণ্ডিতগণ বলেন, ঋকবেদের আর্য্যগণ 'কৃষ্ণায়স' (৫৩), অর্থাৎ লৌহের ব্যবহার জানিতেন না। কাজেই ঋকবেদের আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সিন্ধুসভ্যতার জাতিকে ধ্বংস করিবার আখ্যায়িকাটি ঠিক খাটে কি ?

৫০। H. R. Hall—"The Ancient History of the Near East", p. 74.

৫১। স্বামী শঙ্করানন্দের মতে ঋকবেদে অশ্ব অজ্ঞাত ছিল। "তাঁহার" Rigvedic culture of the Prehistoric Indus. P. 13 দ্রষ্টব্য। ৺দ্বিজদাস দত্তের মতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে যজ্ঞাশ্ব সাঙ্কেতিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তথায় আকাশরূপী 'অশ্ব' শব্দের অর্থ 'আকাশ'; "ঋগ্বেদ" ২য় ভাগ পৃঃ ১২৪ তৈত্তিরীয় সংহিতায় ঘোড়ার আকারে আকাশরূপী যজ্ঞাশ্বের সুন্দর বর্ণনা আছে (৭।৫।১২)।

৫২। Marshal—122.

৫৩। এই তর্ক সম্বন্ধে সীমার ও Vedic Index দ্রষ্টব্য।

(গ) বর্ত্তমান ভারতীয় নরতত্ত্ব

বর্ত্তমান ভারতে শারীরিক-নরতত্ত্বের (Physical Anthropology) অনুসন্ধান সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই মহাদেশ তুল্য দেশটি নরতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি মিউজিয়াম বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিশাল ভূখণ্ডে নানাপ্রকারের লোক বাস করে। তাঁহাদের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে সম্যক অনুসন্ধান এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। হার্ব্বার্ট্ রিসলী প্রথম এই বিষয়ে বিশেষভাবে একটা অনুসন্ধান করেন এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া 'খাঁটি-আর্য্য', 'আর্য্য-দ্রাবিড়ীয়', 'মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয়', 'সিথিয়-দ্রাবিড়ীয়', 'খাঁটি-দ্রাবিড়ীয়' প্রভৃতি মিশ্রিত জাতির সৃষ্টি করেন। তাঁহার এই মত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া আজকালকার নরতত্ত্ববিদেরা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহা সত্য যে এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন মূল জাতীয় (biotype) লোক বাস করে। এই সকল মূলজাতিগুলি পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এজন্য কোন একটি দেশের জাতির মধ্যে একটি খাঁটি মানবসমষ্টি পাওয়া যায় না (অবশ্য জীব-জগতের কুত্রাপি আজকাল খাঁটি জীবসমষ্টি পাওয়া যায় না)। প্রাচীনকাল হইতেই নানা মূলজাতীয় লোক এই ভূখণ্ডে বাস করে। যে-সকল জাতি বাহির হইতে এদেশে আসিয়াছে তাহারাও যে আগমনকালে বিশুদ্ধ (unmixed) ছিল তাহার কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নাই।

এক ভাষার বা ধর্ম্মের অথবা এক সভ্যতার লোক হইলেই যে শারীরিক লক্ষণ বিষয়ে সকলে একত্ব প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন হেতু বা যুক্তি নাই। শরীর সম্পর্কিত নরতত্ত্ব (Physical Anthropology) একটা নির্দ্দিষ্ট লোকসমষ্টির মধ্যে শারীরিক লক্ষণের ঐক্য দেখিলে, তাহাদের একত্ব (homogeneity) এবং সেই কারণে সেই লোকসমষ্টির বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিয়া থাকে। যেখানে সকলেই এক প্রকারের শারীরিক

লক্ষণাক্রান্ত সেখানে সেই সমষ্টির রক্তের বিশুদ্ধতা আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আজকাল জীবতত্ত্বে ও নরতত্ত্বে Biometric গণিত শাস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার প্রয়োগ দ্বারা কোন একটি সমষ্টির একত্ব বা বৈচিত্র্য নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভারতে শারীরিক নরতত্ত্বের (Physical Anthropology) মাপজোখ ও তাহাতে Biometry নামীয় সংখ্যাগণিত পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে ভারতবর্ষে সকলেই এক লক্ষণবিশিষ্ট নয়। একই বর্ণ, জাতি, ধর্ম্ম অথবা দেশ বা ভাষার লোকের মধ্যে নানা প্রকারের লক্ষণযুক্ত লোক আছে। আবার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি অথবা ভাষাভাষী লোকের মধ্যে একটি জাতিরই লক্ষণ বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ একটি মূলজাতীয় লোকই বিভিন্ন ধর্ম্ম, জাতি বা ভাষা দ্বারা পৃথকীকৃত হইয়া জগতে বাস করে।

একটি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত লোকের শরীরে যদি তাহার জাতির মধ্যে যে-সব লক্ষণ বিরাজ করে তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে সেই জাতির (type) নিদর্শন বলা হয়। পূর্ব্বে এরূপ ক্ষেত্রে বলা হইত যে, এই ব্যক্তি তাহার মূলজাতির (race) নমুনা (type)। অধুনা এরূপ লোককে বলা হয় যে সে একটি মূলজাতীয় নমুনা (biotype)। এরূপ নমুনা একটি দেশের নানাস্থানে পাওয়া গেলেই বলতে হবে যে অমুক লক্ষণাক্রান্ত biotype সেই দেশে আছে। ভারতে এবম্প্রকার বহু biotype আছে। পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী নানাপ্রকার নাম দিয়া ভারতে race (মূলজাতি) নিরূপণ করিবার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শারীরিক লক্ষণবিশিষ্ট biotype সমূহের পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল। ৫৪

৫৪। লেখক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে রিজলির মাপজোখের বিশ্লেষণ করিয়া এই তথ্য প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে "An Enquiry into the Racial Elements in Afghanistan, Baluchistan and the neighbouring areas of the Hindukush" in "Man in India" vol xix No 2-4; vol XX No 1-2 দ্রষ্টব্য

(১) আফগানিস্থান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী পাঠানজাতি-সমূহের মধ্যে বেলুচিস্থানের ওয়ানেচি-আফগান, হিন্দুকুশ পর্ব্বতের জাতি-গুলির কতকগুলি কৌম, বেলুচিস্থানের লরি, শিখির জাঠ এবং পঞ্জাবের বেলুচিগণ অধিকাংশই লম্বা মস্তক, সরু নাক (dolichoid-leptorrhins) বিশিষ্ট মূলজাতীয় লোক; (২) বেলুচিস্থানের মেঙ্গেলেরা, কালানদ্রানি, মিরজাঠ, ছুট্টা, সাঙ্গুর, বান্দিজা, আচাকজাই, তারিন, মেড ও বেলুচিগণ বেশীরভাগই গোল মস্তকাকৃতি ও সরুনাক বিশিষ্ট (brachycephal leptorrhins) মূলজাতীয় লোক। (৩) আফগানিস্থানের হাজরা, পামীরের ইরানী ভাষী জাতিগুলি (ফয়সাবাদী বাদ ব্যতীত), সারিকোলি, ওয়াখি, সারাওয়ান্ ব্রাহুই, ডোওয়ার বেশীরভাগই গোলমাথা ও মধ্যমাকৃতির নাক বিশিষ্ট (brachycephal-mesorrhins)। (৪) মারি ও বগ্‌টি পর্ব্বতের বেলুচি ও পানি-পাঠানেরা 'লম্বামাথা ও মধ্যমাকৃতির নাক (dolichoid-mesorrhins) বিশিষ্ট।

ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত লোকদের রিস্‌লীর গৃহীত পরিমাপ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ইহা পাওয়া গিয়াছে যে পঞ্জাবের অনেক মুসলমান কৌম ও জাঠ-শিখগণ অধিকাংশই লম্বামাথা, সরুনাকযুক্ত (dolichoid-leptorrhins), আড়োড়া ও অস্পৃশ্য চূড়ারা অধিকাংশ লম্বামাথা ও মধ্যমাকৃতি নাক বিশিষ্ট (dolichoid-mesorrhins)। যুক্তপ্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রি, বেনিয়া, কায়স্থ, লোহার, গোয়ালা, কুর্ম্মি, কেয়ট জাতির অধিকাংশই উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত। বিহারে ব্রাহ্মণ, বাভন, গোয়ালা, কুর্ম্মি এবং কাহারগণও বেশীরভাগই উক্ত লক্ষণযুক্ত। তথাকথিত অস্পৃশ্য মুসাহার বেশীরভাগ লম্বা মাথা ও চওড়া-নাকবিশিষ্ট (dolichoid-chamoerrhins)। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি বেশীরভাগই লম্বা মাথা ও মধ্যমাকৃতি নাসিকা বিশিষ্ট। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়ভাষা-ভাষীদের মধ্যে উচ্চজাতিসমূহ মিরজাঠ, ছুট্টা, সাঙ্গুর

লম্বা ও মধ্যমাকৃতির নাক বিশিষ্ট। কিন্তু পানীয়ান, কাদির, কুরুম্বা, মালাভেদাম, উরুলা, কানিহার প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নজাতির লোকসমূহ লম্বা মাথা চওড়া নাক ও ক্ষুদ্রকায় বিশিষ্ট (dolichoid-chamaerrhin-short-stature)। ইহাদিগকেই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) জাতি বলা হয়। ইহাদের মধ্যে কাদির জাতিকে কেহ কেহ 'নিগৃটো' জাতীয় বলিয়া সন্দেহ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই বিষয়ে খুব প্রবল মতভেদ আছে (১৬খ)।

মধ্য-ভারতের কোলারীয়-ভাষী লোকেরা মুণ্ডারি ভাষার কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মন্-ক্ষমের (Mon-Khmer) ভাষা বলিয়া আজকাল অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এদের ভাষায় যথেষ্ট সংস্কৃত শব্দ আছে (১৭)। হ্যাডনের মতে (১৮) নরতাত্ত্বিক বিচারে ইহাদিগকে কেবল দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির মধ্যে গণ্য করিতে হয়। ভূঁইয়া, মুণ্ডা, খারওয়ার, সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি জাতিগুলিও লম্বামাথা এবং চাওড়া-নাক বিশিষ্ট। ওরাওঁগণ দ্রাবিড়-ভাষায় কথা কহিয়া থাকিলেও দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির মধ্যে পরিগণিত হয়। রাজমহলের মাল ও মালপাহাড়িয়ারা ওরাওঁদের সহিত সম্পর্কিত জাতি; আবার গুজরাট হইতে কুর্গ পর্য্যন্ত অনেক গোলমাথা বিশিষ্ট লোক পাওয়া যায়—যথা, নাগর ব্রাহ্মণ, প্রভু, মারাঠা, কোডাগা প্রভৃতি কিন্তু ইহারা মধ্যমাকৃতির নাক বিশিষ্ট, যদিচ দক্ষিণ-ভারতের অপরাপর জাতি অপেক্ষা লম্বা (১৯)। হ্যাডন বলেন (২০), এই জাতিগুলি মধ্যমাকৃতি ও মধ্যমাকৃতির নাসিকা বিশিষ্ট যদিচ ইহাদের মধ্যে কোন "মঙ্গোলীয়' লক্ষণ পাওয়া যায় না।

১৬খ। এ সম্বন্ধে Eickstedt-এর "Rassenkunde und Rassengeschichte der. Menschheit দ্রষ্টব্য।

Von Hevesy—"Orientalische Literaturzeitung" May 1936.

১৮। Haddon—Races of Man, pp. 107—111.

১৯-২০। Ibid—op.cit, pp. 107—111.

পূর্ব্ব-ভারতের আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে খাসি, কুকী, মণিপুরী, মিকে, কাছারি প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে প্রাচীন দ্রাবিড়-পূর্ব্ব লম্বা-মাথা, চওড়া নাক বিশিষ্ট লোকের নমুনা (type) বিদ্যমান আছে বলিয়া অনুমান হয়। নাগাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই লম্বাকৃতি, মধ্যমাকৃতির নাসিকা বিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। হাটন বলেন, ইহাদিগের মধ্যে নিগৃটো নমুনা (type) পাওয়া গিয়াছে। আসামে হিন্দুদের মধ্যে লম্বামাথা সরুনাক বিশিষ্ট লোক খুব ভাল সংখ্যায়ই আছে বলিয়া মনে হয় (২০ক)। আবার গোলমাথা সরুনাক যুক্ত লোক বেশ ভাল সংখ্যায়ই আছে। পুনঃ লম্বামাথা মধ্যমাকৃতি নাকবিশিষ্ট লোক আছে এবং গোল মাথা এবং মধ্যমাকৃতির নাক সম্পন্ন লোকও আছে, কিন্তু গোল মাথা ও চওড়া নাক যুক্ত লোকও বিরল নহে।

হিমালয় পর্ব্বতোপরি লেপচা, মুর্ম্মি প্রভৃতি জাতিগুলি লম্বা মাথা, মধ্যমাকৃতির নাক বিশিষ্ট; গোলমাথার মঙ্গোলীয় নমুনাও সর্ব্বত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে ডাঃ গুহ ভারতীয় নরতত্ত্বের সম্পর্কে রিসলীর মত খণ্ডন করিয়া এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন, উত্তর-পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে বিভিন্ন মূলজাতীয় লক্ষণ পাওয়া যায়; পাঠান, লাল কাফির এবং কালাস ও খোসদের মধ্যে লম্বা মাথা, সরু নাক, চক্ষু ও চুলের বর্ণ ফরসা (light) এবং দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট লোক পাওয়া যায়। গোলমাথা সরু নাক, ফরসা (light) গাত্রবর্ণ, মাঝারি (medium) রং-এর চুল এবং চক্ষুবিশিষ্ট লোকও এই সকল অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ খোস, লাল কাফির, উত্তরের পাঠান, বুরিস্ এবং দর্দজাতি সমূহের মধ্যেও পাওয়া

২০ক। Dr. B. N. Datta, "Anthropological Notes on Some Assam Castes and tribes", Cal. Univ. Press—New Series, No. 5: Anthropological Papers.

যায়। আরও একটি লম্বা মাথা, সরু ও বাঁকান (acquiline) নাক, গোলাপী গাত্রবর্ণ কিন্তু ব্রাউন চক্ষু ও চুলবিশিষ্ট নমুনা বাদাকসানের লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়। পাঠানদের ভিতরও এই লক্ষণযুক্ত লোক পাওয়া যায়। লাডাক এবং দক্ষিণে মঙ্গোলীয় লক্ষণযুক্ত লোকও পাওয়া যায়।

খাস ভারতের সম্পর্কে তিনি বলেন,...পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানেরা একই প্রকারের শারীরিক লক্ষণযুক্ত। শিখদের সহিত তুলনায় সিন্ধিরা গোল মাথা, অপেক্ষাকৃত চওড়া নাক এবং দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত। যুক্তপ্রদেশের (United Provinces) ব্রাহ্মণেরা পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লোকদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। মধ্য-ভারতে গোল মাথা বিশিষ্ট লোকের অভাব; কেবলমাত্র রাজপুতদিগের মধ্যেই ইহার কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুজরাটের সহিত মধ্য-ভারতের কিঞ্চিৎ মিল আছে। কামোটিন বলেন, গোয়ার গৌড়-সারস্বতদের (ব্রাহ্মণ) বাংলার ব্রাহ্মণদের সহিত শারীরিক লক্ষণের মিল ও সাদৃশ্য আছে। তাহাদিগের গৌড় হইতে আগত ঔপনিবেশিক বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে নরতত্ত্বের সহিত তাহার সহিত সুন্দর মিল দেখা যায়। ডাঃ গুহ বলেন, মহারাষ্ট্রের জাতিসমূহ যে একই মূলজাতি সম্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল পূর্ব্বোক্ত সারস্বতেরা কথঞ্চিৎ পৃথক। পক্ষান্তরে পার্শীরা বড় ও চওড়া মস্তকবিশিষ্ট। বাংলার ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা কায়স্থেরা অধিক গোল মস্তকবিশিষ্ট এবং তাহাদের নাক লম্বা ও উচ্চ। পোদ, মাহিষ্য এবং নমঃশূদ্র জাতিগুলির নরতাত্ত্বিক জাতীয় ভিত্তি (racial basis) এক। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাহাদের সহিত বৈদ্য ও সুবর্ণবণিক জাতি দুইটীর সম্বন্ধও খুবই নিকট। আবার বাংলা, তামিলনাড়ু ও মধ্য-ভারতের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই: There does not appear to be

much relationship between Bengal, Tamilnadu and Central India। অন্যপক্ষে, গোলমাথাবিশিষ্ট 'খো'দের (Kho) সহিত বাঙ্গালা, গুজরাট ও মহীশূরের গোলমাথাবিশিষ্ট জাতিগুলির সম্পর্ক আছে। মালাবারের নায়ারদের সহিত পাঠানদের সম্বন্ধ আছে। বাংলার কায়স্থদিগের সহিত গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ, ইরাণী-ভাষী তাজিক গুজরাটের কাঠি এবং জৈন বেনিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার বাংলার পোদদের সহিত উড়িয়া, মালওয়ে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঔদিচ্য-চিৎপাভন, দেশস্থ ব্রাহ্মণ, মারাঠা, ইলুভা, তেলুগু ও কানাড়া ব্রাহ্মণদের সহিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু বাংলার সহিত আসামের খাসী জাতির কোনও সম্বন্ধ নেই। ডাঃ গুহ বলেন, ভারতের বাহিরেই মঙ্গোলীয় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাঃ গুহের এই রিপোর্টে (২১) দেখা যায় যে পরলোকগত কাল পিয়ার্সনের "Coefficient of racial Likeness" নামক একটী সংখ্যাগণিত বিজ্ঞানের ফরমূলা (Statistical formula) তিনি ভারতীয় নরতত্ত্বে প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য দেখিয়াছেন। কিন্তু মিঃ পিয়ার্সনের এই ফরমূলা নরতাত্ত্বিকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। এই সম্বন্ধে মিঃ পিয়ার্সনের পদের উত্তরাধিকারী অধ্যাপক R. Fisher বলেন,—"It is a test of significance…it does not calculate a racial difference". (২২) এই ফরমূলার উপযোগিতা ও সার্থকতা সম্পর্কে অধ্যাপক

২১। এই রিপোর্টের বিষয়ে Journal of Physical Anthropologyতে Prof. Hardliskaর সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

২২। Prof. R. A. Fisher—"The Coefficient of Racial Likeness and the Future of Craniometry" in "Journal of Royal Anthropological Institute." Vol. LXVI. Jan.—June. 1936; "Coefficient of Racial Likeness" সম্বন্ধে "Biometrika": 1926, xiv. p. 193—264তে Morantএর সমালোচনাও দ্রষ্টব্য।

ফিসার সবিশেষ সন্দিহান। ডাঃ গুহ এক-একটি জাতির সমষ্টির সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন। একটি জাতি বা লোক-সমষ্টির বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন শারীরিক লক্ষণযুক্ত লোকের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই।

ডাঃ গুহ বলেন, বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ: The Brahmans and the Kayasthas are intimately related. বিভিন্নজাতির Inter-relations সম্বন্ধে তিনি বলেন, মালাবারের নায়ার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নাগর ব্রাহ্মণ, তাজিক, কাঠি, বেনিয়া জৈন প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙ্গালী কায়স্থের সম্পর্ক (affinities) রহিয়াছে। বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে যে অতি নিকট সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে তাহা তাঁহার এই মত দ্বারা এখানে স্বতঃ-খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ তিনি বলেন যে বাঙ্গালী কায়স্থদের সহিত গোলমাথাবিশিষ্ট গুজরাটী প্রভৃতির সম্পর্ক রহিয়াছে, অন্যপক্ষে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সহিত লম্বামাথা বিশিষ্ট পাঠানদিগের সম্বন্ধ রহিয়াছে। একদিকে যেমন তিনি পোদ, মাহিষ্য প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিতেছেন, অপরদিকে আবার এই পোদদের মালওয়ে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত প্রভৃতির সহিত নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করেন। উত্তর-ভারতের এই রাজপুতদিগকে তিনি লম্বা মাথাবিশিষ্ট বলেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইতে পোদেরা কতটা তফাৎ? তিনি পোদদের সহিত ঔদিচ্য-চিৎপাভন ব্রাহ্মণদিগের সম্পর্কও টানিয়াছেন, কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে এই চিৎপাভনদের চক্ষুর রং (বর্ণ) শতকরা চারজনের grey, শতকরা চারজনের 'hazel' এবং কুড়ি জন clear light brown এবং তাহারা মহারাষ্ট্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ফরসা (পরিষ্কার) গাত্রবর্ণবিশিষ্ট. (শতকরা প্রায় পাঁচজন গোলাপী rosy-white বর্ণ) জাতি। পক্ষান্তরে, পোদদিগকে তিনি কাল

বা dark-brown বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট বলেন। তাঁহার এই বিবরণ স্ব-বিরোধী।

মহাদেশতুল্য এই বিশাল ভারতে অসংখ্য জাতির বাস। তাহাদের মধ্যে একটি লোকসমষ্টির Coefficient অপর একটি লোকসমষ্টির Coefficientএর সহিত মিলিয়া যাওয়া সম্ভবপর। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই তাহাদের সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং উহার জোরেই (অর্থাৎ এই Coefficientএর পারস্পরিক মিলের উপর নির্ভর করিয়া) এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যোগসূত্র নির্ণয়ের প্রয়াসকে আদৌ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলিয়া মনে হয় না। শরীরের অন্যান্য লক্ষণসমূহেরও মিল থাকা একান্ত আবশ্যক।

শারীরিক লক্ষণের এই সাধারণ বিবরণ হইতে কেহ যেন এইরূপ না বুঝেন যে, এক প্রকারের লক্ষণ-বিশিষ্ট লোকেরা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা জাতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে। পঞ্জাবেও লম্বামাথা চওড়া-নাক ও গোল-মাথা চওড়া-নাক বিশিষ্ট নমুনার লোক পাওয়া যায় এবং দক্ষিণেও ইহার বিপরীত পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠে, নরতত্ত্বে এরূপ লক্ষণযুক্ত নমুনাগুলির স্থান কোথায়? প্রথমেই লম্বামাথা (২৩) সরুনাক বিশিষ্ট লোক-সমষ্টির কথা উঠে। এই জাতীয় নমুনা (type) আফগানিস্থান, পারশ্য, ককেসস্ এবং ইউরোপেও পাওয়া যায়। এই নমুনাকেই রিসলী 'ইণ্ডো-আর্য্য' এবং জার্ম্মান পণ্ডিতগণ 'ইণ্ডো-ইউরোপীয়' নর্ডিক বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতে ইহারা মলিনবর্ণ

২৩। মহেঞ্জো-দাড়োতে এইরূপ নমুনা (type) বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। Vide B. S. Guha—Census, 31. Vol. 1. Pt. III LXIX-LXXI; "Further Excavations at Mahenjo-daro, P. 632.

২৪। এতৎ সম্পর্কে Eickstedtএর "Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit" পুস্তকের ২৬৫ পৃষ্ঠার foot-note দ্রষ্টব্য। তিনি সাইবিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কল্পিত 'Proto-Nordic' জাতির উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বিশিষ্ট লোক। এই নমুনাকে এখন কেহ উত্তর-ইউরোপীয় বলেন না। তবে হ্যাডন এই নমুনাকে Proto-Nordic (নর্ডিক-পূর্ব্ব) নামে একটা নূতন আখ্যায় আখ্যায়িত (৫৪) করিয়াছেন।

কিন্তু নরতাত্ত্বিক, জীবতাত্ত্বিক, মেণ্ডেলীয় (Mendelian : J. Mendel 1822—84) সূত্র ও ঐতিহাসিক কোন উপায়ে যখন এই জাতীয় লোকদিগের সহিত নর্ডিকের ঐক্য বা অভিন্নতা স্থাপন অসম্ভব তখন ইহাকে 'নর্ডিক-পূর্ব্ব' (Proto-Nordic) জাতি বলা একটা গোঁজামিল দেওয়া ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ হয়। এই নমুনার লোক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান নাই। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষভাবে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে বিদেশাগত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই নমুনার লোককেই 'ইণ্ডো-আফগান' বলা হয়।

আফগানিস্থান, পামীর, পারস্য বিশেষভাবে তুর্কীতে আরমানী প্রভৃতি জাতিসমূহের মধ্যে গোলমাথা-সরুনাক বিশিষ্ট নমুনার লোক বিশেষভাবে পাওয়া যায়। মধ্য-ইউরোপেও এই নমুনার লোক বিশেষভাবে পাওয়া যায়। পশ্চিম-ভারত, বাঙ্গলা এবং আসামেও উপরোক্ত নমুনার লোক বেশ পাওয়া যায়, যদিচ শেষোক্ত দুই স্থানে ইহা অধিক সংখ্যায় (সংখ্যা-গরিষ্ঠরূপে) নাই। পশ্চিম-এশিয়াতে এই নমুনা অধিকাংশ ভাগে (অর্থাৎ সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়া) আছে বলিয়া ইহাকে 'আরমেনয়ড' (আরমেনীয় ন্যায়) বলিয়া অভিহিত করা হয় (২৫)।

লম্বামাথা মধ্যমাকৃতি-নাকবিশিষ্ট নমুনা (type) সমগ্র ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; বেলুচিস্থান ও পারস্য অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরের উভয়কূলের জাতিসমূহের মধ্যে এই লক্ষণ বিশেষভাবে বিরাজমান। ইউরোপে এই জাতিকেই 'ভূমধ্যসাগরীয় জাতি' বলা হয়। ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-ভাষী তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদিগের মধ্যে এই জাতীয় নমুনা পাওয়া যায় বলিয়া বলা হইয়াছে। হাক্সলি, ফ্লাওয়ার, হ্যাডন প্রভৃতি দ্রাবিড়-

জাতির গা বর্ণ যদিচ মলিন তথাপি ইহাকে (দ্রাবিড় জাতিকে) ভূমধ্য-সাগরীয় জাতির সহিত সম্পর্কিত বলিয়া অভিম শ করিয়াছেন। অবশ্য ভারতের উপরোক্ত এই সকল জাতি ভূমধ্যসাগরীয় মূল জাতির কোন্ শাখার অন্তর্গত তাহা পণ্ডিতগণ এখনও নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই (২৬)।

অতঃপর আসে লম্বামাথা চওড়া-নাক বিশিষ্ট নমুনা। এই জাতীয় লোকদিগকে অতি নিম্নাবস্থায় পাওয়া যায়। নরতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে "অষ্ট্রেলীয়-ন্যায়", "দ্রাবিড়-পূর্ব্ব" বলিয়া থাকেন। ইহাদিগকে যথার্থ আ অধিবাসী বলিয়া সন্দেহ করা হয়। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে এই জাতির সমজাতীয় লোক পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-সুমাত্রা, সেলিবিসের 'টোয়ালা' জাতিগুলি এই সম্পর্কীয় লোক। অবশ্য এই নমুনা (type) উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেও পাওয়া যায়।

তৎপর আসে গোলমাথা, মধ্যমাকৃতি ও চওড়া নাক যুক্ত নমুনা। সাধারণতঃ এই লক্ষণ দুইটি পূর্ব্ব-এশিয়াতে পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাদিগকে "মঙ্গোলীয়" আখ্যা দেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব্ব-ভারত ও হিমালয়ের উপর এই নমুনার (type) প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অতি প্রাচীন মহেন-জো-দাড়োর নিদর্শনের মধ্যেও এই নমুনার নর-করোটি পাওয়া গিয়াছে, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেওয়েল ও গুহ বলেন যে উপরোক্ত এই লক্ষণ 'নাগ' করোটির সহিত মিলে। ইহার পর আসে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি ভেড়ার লোমের ন্যায় মাথার চুল (woolly), গোলমাথা, চওড়া-নাসিকাযুক্ত "নিগ্রটো" জাতীয় নমুনা। আন্দামান দ্বীপে এই প্রকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণ-ভারতের কাদিরদিগের মধ্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

২৬। জার্মান নরতত্ত্ববিদ আইকষ্টেডট বলেন, 'দ্রাবিড়ীয়' নামটি প্রচলিত ভ্রমাত্মক: ইহার পরিবর্ত্তে 'ভূমধ্যসাগরীয়' নামটি প্রচলিত হউক। Census Report-এ ডাঃ গুহ এই নামটি ব্যবহার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতি-সংঘের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মলিন-শ্বেত (dark-white) বর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের চুলের বর্ণ সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের এবং 'ঢেউ খেলান' (wavy)। ভারতে এই বিভিন্ন মূলজাতীয় লোকসমূহ অতি পুরাকাল হইতে একই দেশে বসবাস করিয়া পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এখন 'জাতিতত্ত্ব' হিসাবে সকলেই 'ভারতীয়' এবং 'ভাষাতত্ত্ব' হিসাবে হয় আর্য্যভাষী নতুবা 'দ্রাবিড়'-ভাষী (অবশ্য হিমালয় পর্ব্বতের লোক ব্যতীত)। সভ্যতায় সকলেই একীভূত; ধর্ম্মে হয় বৈদিকধর্ম্ম-প্রসূত ব্রাহ্মণ্যবাদী অথবা বৌদ্ধ; নতুবা, সেমিটিক-ধর্ম্ম-প্রসূত মুসলমান কিম্বা খৃষ্টান। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে রাজনীতিক ও সভ্যতার নানা শক্তির সমবায়ে একটি ভারতীয় জাতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমূহ (peoples) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাকে (নানাজাতির সমবায়ে অভি-ব্যক্ত জাতি বলিয়া) কেহ কেহ Homo Indicus* বলেন।

বিভিন্ন মূল জাতির লক্ষণ ভারতের লোকসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও নানাশক্তির সমবায়ে যে 'ভারতীয়ত্ব' অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে কোন প্রদেশ বা বিশিষ্ট ভাষাভাষীকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নিখিল ভারত হইতেছে এক এবং অবিভাজ্য। এইজন্য ইতিহাসে ভারতকে একটি দেশ বা জাতিরূপে দেখিতে হইবে। ইহা সত্য বটে যে, অধিকাংশ সময়ই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে; তথাপি কৃষ্টির দিক দিয়া সকলে একীভূত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির একত্বের (oneness) জাজ্বল্যমান প্রমাণ হইতেছে যে দক্ষিণ-ভারতের কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণগণ ও কাশ্মীরের গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণগণ উভয়েই সমগোত্রীয়, অর্থাৎ এক-বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই ভাষায় একই মন্ত্রো-চ্চারণ করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করিয়া থাকে।

* Jjfalvy দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস পূর্ব্বে বৈদিকযুগ হইতেই ধরা হইত; এখন মহেন্-জো-দা[illegible] হইতে ধরা হয়। কিন্তু [illegible]দিক সময় হইতে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় চলিতেছে। এইজন্য সামাজিক ইতিহাসের মূল উৎস সেই সময় হইতেই ধরিতে হইবে। কিন্তু মহাদেশতুল্য এই ভারতবর্ষের ইতিহাস এক অতি বিরাট ব্যাপার! ইহার ইতিহাসের দীর্ঘতার নিকট প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের ইতিবৃত্ত অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই প্রতীত হইবে। প্রাচীন গ্রীক [illegible] হোমারের (Homer) সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত স[illegible] ইউরোপের ইতিহাস একত্র করিলে যাহা হয় সমগ্র ভারতের ইতিহাস সেই স্থান ও সময় অধিকার করে। কাজেই এত বড় বিরাট ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা এস্থানেও সম্ভবপর নয়!

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস কিভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কি কি সামাজিক শক্তি তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে, সেইজন্য রাষ্ট্র কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটি কয়েকটি যুগে (epoch) বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথমতঃ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও গৃহ্যসূত্র সমূহের সময় পর্য্যন্ত একটা যুগ ধরিতে হইবে, তৎপর বেদের পরবর্ত্তী-কাল হইতে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের যুগ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। এই সময়ে সর্ব্বপ্রথম নিখিল-ভারতীয় জাতীয়তা সংসাধিত হয়। ইহার পর পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল হইতে অন্ধ্র-রাজত্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিক্রিয়ার যুগ। ইহাকে তৃতীয় যুগ বলা যাইতে পারে। ত[illegible]পর কুষাণাধিপত্যের যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময় বৌদ্ধ-প্রাধান্যের পুনরুত্থান হয়। ইহা চতুর্থ যুগ। ইহার পর ভারতে গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় আবার ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান হয়, এবং দ্বিতীয়বার ভারতীয় জাতীয়তা সংসাধিত হয়। ইহা পঞ্চম যুগ। ইহার পর ভারতে মাৎস্য-ন্যায়ের সময়। [illegible]

অবস্থা উত্তরে বৌদ্ধ শ্রীহর্ষের সাম্রাজ্য ও দক্ষিণে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুলকেশীর রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইত অবসান হয়। কিন্তু শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারত পুনরায় খণ্ডীকৃত আকার ধারণ করে। দক্ষিণভাগেও নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখা দেয়। এই সময় হইতে ভারত একজাতীয়ত্ব (nationality) পুনঃ সংগঠনে অসমর্থ হয়।

শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি-মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারত জয় পর্য্যন্ত সময়কে সামাজিক অন্ধকারের যুগ ধরিতে হইবে। ষষ্ঠ যুগ। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সংমিশ্রিত হইয়া অধুনা-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইতেছিল। এই সুদীর্ঘ নিখিল ভারতীয় মাৎস্যন্যায়ের যুগে বাংলা ও মগধে বৌদ্ধ পাল রাজবংশ ও গুজরাটে তিনমল্লের গুর্জ্জর-প্রতিহারদিগের এবং দক্ষিণে রাজেন্দ্র চোলের অভ্যুত্থান একটি রাজনীতিক episode (আশ্চর্য্যজনক ঘটনা)। এই অন্ধকার-যুগের কটাহ মধ্য হইতে রাষ্ট্রে ও সমাজে 'রাজপুত' নামধারী একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতির অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ইহার পর মুসলমান শাসনকালকে সপ্তমযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে তৈমুরবংশীয়দের অধীনে ভারতে আবার 'এক জাতীয়ত্ব' সংগঠনের চেষ্টা হয়। কিন্তু এই রাজত্বকে অনেকে 'অর্দ্ধ-জাতীয়' (quasi-national) বলিয়া থাকেন।

প্রাচীন রোম বা বর্ত্তমান ইউরোপীয় দেশসমূহের ন্যায় ভারতে একটা অখণ্ড এবং ধারাবাহিক ইতিহাস অভিব্যক্ত হয় নাই বলিয়া এইস্থলের আলোচ্য ইতিহাসকে এবম্বিধ উপায়ে ভাগ করিতে হইল। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসকে 'কৌম'গত বর্ব্বর অবস্থার যুগ, ক্লাসিক্যাল যুগ (classical age), সামন্ততান্ত্রিক যুগ (Feudal Age), বুর্জ্জোয়া-ডেমোক্রাটিক যুগ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়। এই উপায় ভারতীয় ইতিহাসেও প্রয়োগ করিলে বৈদিকযুগকে কৌমগত বর্ব্বর

অবস্থার যুগ ; বৈদিক যুগের পর রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত অবস্থাকে classical যুগ ; তার পরের যুগ হইতে মৌর্য্যসাম্রাজ্য পর্য্যন্ত একটা serf-empire-এর অবস্থার ন্যায় যুগ (২৭)। এখন এই 'গোলাম-রাষ্ট্র যুগ' কখন অবসান হইল এবং কখন সামন্ততন্ত্রীয় যুগ আরম্ভ হইল, তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও বিচারের বিষয়। 'গুপ্ত-সাম্রাজ্য' একটি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল বলিয়া সাধারণ ধারণা। এই সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ-বিকাশ রাজপুতদিগের অভ্যুত্থানের বহুপূর্ব্বে প্রকাশ পায়। মুসলমান শাসনের প্রথমভাগে সেই ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

পরে মুঘলযুগে উহা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করা হয়। কিন্তু তাহাদের জমি-বিলি ব্যবস্থার (land tenure system) মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রে ইংরেজ-শাসনের যুগেও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে। এইজন্য ভারতীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রীয় যুগ কখন আসিয়াছে এবং কোথায় উহার অবসান হইয়াছে তাহা সঠিক বলা বড়ই দুরূহ ব্যাপার!

রাষ্ট্রের এই সকল বিভিন্ন Epoch ও সমাজের বিভিন্ন Age সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কোন ইতিহাস আমাদের নাই। সংস্কৃত ও প্রাদেশিক সাহিত্য হইতে এই সকল ইতিহাসের যথাসম্ভব যথালভ্য তথ্য উদ্ধার করিতে হইবে। এই কারণেই আমরা প্রথমযুগ অনুসন্ধানের জন্য বৈদিক সাহিত্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিব।

২৭। ইহার বর্ণনা H. G. Wells তাঁহার Outline of Historyতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগ

বেদের 'আর্য্য' নামধেয় জনগণ যখন কাবুল ও পঞ্চনদ উপত্যকায় আবির্ভূত হয়, তখন তাঁহারা খাঁটি যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে; তখন তাহারা পশুপালন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিলেও কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই সময় পরিবারের প্রধান সম্পদ পশু হইলেও, কৃষিকর্ম্মেও তাহারা প্রবৃত্ত হইতেছিল। "কৃষি" শব্দই উহার পরিচায়ক। ইহার অর্থ, "লোক সমূহ" (people)। 'কর্ষ' শব্দের অর্থ 'চাষ করা'; যে চাষ করে সে 'কৃষি' এবং 'কৃষ্টি'* অর্থে 'সমস্ত কৃষকের দল' বলিয়া অনুমিত হয় (১)। পশুপালকেরা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া 'কৃষ্টি' মানে—'লোক সমূহ', এই অর্থে বিবর্ত্তিত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। এই লোকসমূহ বিভিন্ন কুলে (clan) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কুলই একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতার উপাসক (২) ছিল এবং সকলে নিজদিগকে 'আর্য্য', এই সাধারণ নামে অভিহিত করিত। 'আর্য্য' শব্দটি 'কর্ষণ' শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট; ইহার অর্থ 'নিজেদের লোক' (popularis)। (৩), নিজেদের কুলের বা কৌমের লোক (৪)। প্রাচীনকালে স্বীয় গোষ্ঠী বা কৌমের বাহিরের লোকগণ 'পর' বা 'শত্রু'—যাহাদের সহিত কোন প্রকার 'বন্ধুত্ব'-সূত্র থাকিতে পারে না, এইরূপ ভাবে বিবেচিত হইত। এইভাবে প্রাচীন ইহুদিদিগের মধ্যেও দুইটী নীতির সৃষ্টি হয়: First to

---

* ঋকবেদে "পঞ্চকৃষ্টি" শব্দ আছে (২।২।১০; ৪।৩৮।১০)। পুনঃ "পঞ্চজন," "পঞ্চক্ষিতি" শব্দসমূহও আছে।

১। Zimmer—Alt indisches Leaben; p. 142. ২। Zimmer—p. 142. ৩। Roth—Dictionary. ৪। জার্মান জাতির নিজ ভাষার 'Deutsch' শব্দটা থিউটনিক, 'নিজের জাতি বা লোম সম্পর্কীয়—এই অর্থ হইতে হইয়াছে।

the Jew then to the Gentile (প্রথমে ইহুদি, পরে অন্যজাতির লোক); গ্রীকদিগের মধ্যেও এই প্রকারে 'হেলেনে ও বর্ব্বর' ভাবটি উদ্ভূত হয়। পারস্যবাসীদের মধ্যেও 'আইরা' বা 'অইরান' এবং 'দহ', এই দুই প্রকারের নীতির উদ্ভব হয়। বৈদিক লোকদের মধ্যেও মনে হয় সেই ইরাণী ভাবটি ভারতে আনয়ন করা হয়। "যাঁহারা নিজেদের কুলের বা নিজেদের লোক নয়" তাহারা আর্য্য নয়, তাহারা 'আর্য্যে'র শত্রু 'দস্যু' বা 'দাস' ইত্যাদি মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই দ্বৈত-নীতির (Dual Moral Code) ফলে ইহার অনুসরণকারী জাতিগুলি নিজেদের 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মনে করে; নিজেদের গণ্ডীর বাহিরের লোকদের ঘৃণাসূচক নানা বিশেষণে অভিহিত করে এবং তাহাদের সহিত ক্রমাগত শত্রুতা চালায় (৫)। এই সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুষ্ঠানটি লক্ষ্য করিয়া 'আর্য্য' ও 'অনার্য্য' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

ভূমি-কর্ষণকারী এই আর্য্যগণ যে-স্থানে বাসস্থান স্থাপিত করিত তাহাকে 'বসতি' বলিত। প্রথমে ইহার অর্থ ছিল, রাত্রি যাপন করিবার স্থান; পরে ইহার অর্থ হয়—"বাসস্থল"। বেদের বচনে ইহা দেখা যায় যে, এই 'বসতি' একা-একা সম্ভবপর হইত না। যে-স্থলে লোকে একত্রে বাস করিত, তাহাকে'গ্রাম'নামে অভিহিত করা হইত (ঋক, ১০।১২৭।৫)। এই গ্রামে গাভীসকল মাঠ হইতে চরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত (১০।১৪৯।৪)। এইরূপ গ্রাম অপেক্ষা বড় এবং অধিকতর সুরক্ষিত স্থানকে 'পুর' বলা হইত। ভিন্ন কুল দ্বারা আক্রান্ত হইলে সেখানে (পুর) ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা হইত। এইসঙ্গে তথা-কথিত আদিম অধিবাসীদের অনেক 'পুর'-এর উল্লেখ, এমন-কি, তথাকথিত 'আয়সী' পুরের কথাও উল্লিখিত

(৫) আজকালকার বড় বড় জাতি-সমূহের মধ্যে কলহ ও ঘৃণা—এই কৌমগত মনোবৃত্তি জাতীয় হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালের কুল বা কৌমগত সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার আজকাল জাতীয়তা (nationalism) নামে চলিতেছে

আছে! পুরের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, ইহা মাটির ঢিপি (দেহি) দ্বারা বেষ্টিত একখণ্ড জমি। বিপদকালে (শত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণ সময়ে) তাহারা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। এই স্থানকে অধিকতর সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রস্তর দ্বারা বেষ্টিত করা হইত। শান্তির সময়ে এই পুরগুলি পরিত্যক্ত হইত। অনেক সময়ে গ্রামের মধ্যেই এই "পুর" নির্ম্মিত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চতুর্দ্দিকের লোকদিগকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্ব্বতোপরি বা উচ্চ স্থানে যে কেল্লা নির্ম্মিত হইত তাহাকেই "পুর" বলা হইত। পর্য্যটকেরা বলেন, পঞ্জাবের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতে এই প্রকারের 'পুর' বা 'কেল্লা' পাওয়া যায় (৬)।

বেদে প্রাচীর-বেষ্টিত বড় বড় সহরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সিমার বলেন, প্রাচীন জার্ম্মাণ, শ্লাভ ও ইতালীর আদিম অধিবাসী পেলাস্গীয়দের মধ্যেও বৈদিক 'পুরে'র ন্যায় আত্মরক্ষার্থ স্থান ছিল। কিন্তু "সহর" ছিল না (৭)। তৎকালে গ্রামে বাস করিবার জন্য বাড়ীগুলি কি মালমশলায় তৈয়ারী হইত সে সম্বন্ধে ঋক্‌বেদে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। মুইর অনুমান করেন, (৮) যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে যে-প্রকার পাথর ও কাদা দ্বারা ঘর তৈয়ারী করা হয়, বেদের সময়ে তদ্রূপ করা হইত। অথর্ব্ববেদে (৩।১২।৯,৩) এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত মন্ত্রে উল্লিখিত ঘরটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। তারও বহু পরে মেগাস্থিনিস্‌ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (Indica, 10. 2)। ইহার মশলা ছিল—কাষ্ঠ, বংশ ও তৃণ। ইহা দ্বারাই গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। বাড়ী চারিভাগে বিভক্ত হইত, হবির্ধান, অগ্নিশালা, 'পত্নীনাম সদন,' সদঃ (অথর্ব্ববেদ ৯।৩।৭), অর্থাৎ সোমলতা রাখিবার ভাণ্ডার, পবি[illegible]

৬। Huegel—Kashmir. pp 20—25

৭। Zimmer—pp. 145—147.

৮। Muir—S. T. 5, 461.

অগ্নি রাখিবার স্থান, স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্থান এবং একটি পার্শ্ববর্ত্তী ঘর। 'গৃহ' সম্পর্কে এইটুকু বিবরণই পাওয়া যায়। এই 'গৃহে'র আসবাবের বিবরণ ঋক্‌বেদে আরও কম। স্ত্রীলোকেরা প্রোষ্ঠ (বেঞ্চ), ভাইয়া (Vahya) এবং তল্পতে (বিছানা) শয়ন করিত। দিবাভাগে বিশ্রামের জন্য 'ভাইয়া' ব্যবহৃত হইত। বিছানা পাতিবার দ্রব্যটি (অর্থাৎ যাহার উপর শয্যা রচনা করা হইত) চারিপদ বিশিষ্ট হইত; বিবাহের সময় নারী যে যানে আরোহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিত তাহা দ্বারা শয়ন করিবার খাটটি নির্ম্মাণ করা হইত এবং তদুপরি বিছানা থাকিত। একটি কৌমের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, নীচের বিছানাকে 'আস্তরণ' বলা হইত এবং ঢাকিবার কাপড়টিকে 'উপবর্হন' বলা হইত; বসিবার বালিশটিকে 'আসাদ' এবং মাথারটিকে 'অপশ্রয়' বলা হইত (৯)। কৌশিতকি উপনিষদেও বিছানার (পর্য্যঙ্ক) এবম্প্রকারের বর্ণনা আছে (১০)।

এহেন গৃহের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিত এবং তাহাকে "বাস্তোষ্পতি" বলা যাইত (ঋক, ৭।৫৪)। এই প্রকারে সজ্জিত একটি গোষ্ঠী বহু অশ্ব, গরু লইয়া সম্পদশালী হইত। এই সকল পশুপালনের জন্য যেখানে জলাভাব হইত, সেইখানে মাটি খুঁড়িয়া 'উৎস' (ঋক ১০। ১০১।১২) নির্ম্মাণ করা হইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'আর্য্য' নামধারী লোকগণ বিভিন্ন কূল অথবা কৌমে বিভক্ত ছিল। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, কতকগুলি কূল বা কৌম আত্মরক্ষার জন্য বা অপর কৌমের গণ্ডীর মধ্যে লুণ্ঠনের জন্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইত। (পরুষনি এবং যমুনার ধারে লড়াই কালে এরকম সংঘবদ্ধতার সংবাদ পাওয়া যায়)। যুদ্ধে জয় বা কার্য্যসিদ্ধি হইলে,

৯। Zimmer—p. 155.

১০। Aufrecht—Ind. Stud. 1, 140.

প্রত্যেক কৌম পৃথক হইয়া যাইত (১১)। এই কৌম রূপ (tribe) প্রতিষ্ঠানটি বৈদিক আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রথম একতার স্থান ছিল। একটি কৌম আবার বিভিন্ন 'বিশ' দ্বারা বিভক্ত ছিল ; কতকগুলি 'বিশ' একত্র সংঘবদ্ধ হইলে তাহাদের 'জন' বলা হইত ; যথা, 'ভারতম্ জনম্' (৩।৫৩।১২)। 'জন' অর্থে 'কৌম' বা tribe বুঝাইত। কতগুলি 'বিশ' দ্বারা যে একটি 'জন' সংগঠিত হইত, তাহা জানা যায় না। 'বিশে'র চেয়েও ক্ষুদ্র ছিল 'গ্রাম' এবং কতকগুলি পরিবার (family) লইয়া একটি গ্রাম গঠিত হইত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

তুলনামূলক পাঠ দ্বারা এইরূপ অনুমিত হইবে যে, প্রাচীন ইরাণী, জার্মান, শ্লাভ ও ইতালীয় রাষ্ট্রগঠন পদ্ধতিও বৈদিক রাষ্ট্রগঠন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। এই রাষ্ট্র-পদ্ধতির শীর্ষে থাকিত একজন 'রাজন'। অনেক কৌমের মধ্যে এই পদটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইত। আবার 'বিশ' হইতে 'রাজা' নির্ব্বাচন করিবার দৃষ্টান্তও আছে (১০।১২৪।৮)। প্রজাদিগকে সকল সময়ই রাজার অনুগত হইয়া থাকিতে হইত। রাজাকে স্বেচ্ছায় উপঢৌকন ('বলি') প্রদান করা হইত। এই স্বেচ্ছাবলিই পরে 'কর' রূপে রূপান্তরিত হয়। রাজা জমকাল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্রজাগণ হইতে স্বীয় পার্থক্য বজায় রাখিত। রাজার নিকট কতকগুলি স্তাবক (৬।৭৫।১০ ; ৭,১০৩,১) থাকিত। তাহাদের গোষ্ঠী-সমূহ এক-একটি কৌমের সহিত মিলিত ও একত্রিতভাবে থাকিয়া রাজার, তদীয় কৌমের বা জনের বীরত্বের প্রশংসা বা স্তুতিগান করিত। এই প্রকারে 'বশিষ্ঠ গোষ্ঠী'— সুদাসের ত্রৎসুকুলে ও বিশ্বামিত্র গোষ্ঠী—ভরতকুলের স্তুতিগায়ক ছিল। রাজাদের দান হইতেই এই সকল স্তাবকদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এই জন্য ইহারা যতদূর সাধ্য নিজদিগকে রাজকার্য্যে লাগাইত

১১। রোমান ঐতিহাসিক টাসিটুস প্রাচীন জার্ম্মানদিগের সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন।

বা সোমরস প্রস্তুতকালে ইহাদের স্তুতি ব্যতীত ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাগণের মনঃপূত হইত না (১০।১০৫।৮)। অনেক রাজা বা রাষ্ট্রের একটা বড় যজ্ঞের সুন্দর ও মনোনীত (সুখিত) স্তুতি গাহিবার উপযুক্ত লোক থাকিত না। সেইজন্য স্তুতি-গায়ক বংশ হইতে একজন উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইত ; ইহাকে 'পুরোহিত' বলা হইত। কোন ভয়ানক শত্রুকে জয় করিলে, রাজা এই পুরোহিত গায়ককে যথেষ্ট বকশিস্ প্রদান করিত (৭।১৮।২২)। ঋকবেদের 'দানস্তুতি' সমূহে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বক্শিস্ বা দানই পরে পুরোহিতের 'দক্ষিণা'রূপে বিবর্ত্তিত হয় (১২)।

একটি 'বিশে'র শীর্ষদেশে একজন 'বিশ'পতি থাকা সম্ভব। কিন্তু ঋক্-বেদে এই তথ্য পাওয়া বড় শক্ত (১২ ক)। ইহার (বিশ) প্রাথমিক অর্থ হইতেছে—'একটি বসতির শাসক'। ইহার দ্বারা একটি বাড়ীর শাসক, একটি 'বিশে'র শাসক এবং রাজা অর্থও বুঝায়। কিন্তু একটি গ্রামের শাসক 'গ্রামানি' বলিয়া উল্লিখিত আছে। অনেকস্থলে তাহাকে 'ব্রজপতি' বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে (১০।১৭৯।২)। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় রাজার যথেচ্ছচারিতার কোন ক্ষমতা থাকিত না ; জনগণের ইচ্ছার দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হইত। জনগণ রাষ্ট্রীয়-সম্মেলনে তাহাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করিত। এই সম্মেলন তিন প্রকারের ছিল :—গ্রামের লোকদের সম্মেলনকে 'সভা' বলিত ; ইহা দ্বারা গ্রামের যে-গৃহে সভা বসিত সেইটিকে সাধারণ গৃহ বুঝাইত।* এইস্থান আবার খেলাঘর রূপেও ব্যবহৃত হইত (১৩)। এই সভায় গ্রামানি (ব্রজপতি) সভাপতিত্ব করিতেন। কিন্তু এই সভায় কি বিষয়ের

১২। Zimmer—p. 171. ১২ ক। Zimmmer p. 171.

* গ্রাম্য-সভা ভারতের একটি প্রাচীন সাধারণ প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ-ভারতে চোল-যুগের খোদিত লিপি সমূহে ইহার উল্লেখ আছে।

১৩। গ্রীক ও জার্ম্মানদের গ্রাম্য সভাগৃহও এই প্রকারে ব্যবহৃত হইত।

আলোচনা হইত সে সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে গ্রামবাসিগণের ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কিত সকল বিষয় বিবেচিত ও আলোচিত হইয়া মীমাংসা হইত। এই কারণে অতঃপর 'সভা' অর্থে আদালতও (১৪) বুঝাইত। সভার কার্য্য শেষ হইলে সেখানে 'পাশা'-খেলা হইত। এই প্রতিষ্ঠানের উপরে ছিল 'বিশ'। কিন্তু এই সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণীরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সর্ব্বশেষে আসে সমস্ত কৌম বা জনগণের সম্মেলন। ইহাকে 'সমিতি' বলা হইত। রাজাও ইহাতে যোগদান করিতেন।

এই দুই প্রকার রাষ্ট্র-পদ্ধতি ব্যতীত আরও এক প্রকারের রাষ্ট্র-পদ্ধতি ছিল বলিয়া সিমার অনুমান করেন। এই পদ্ধতির রাষ্ট্রে শান্তির সময়ে কৌমের শীর্ষোপরি একজন রাজা থাকিত না; বরং রাজবংশের অনেক সভ্যই রাজশক্তি পরিচালনা করিত। 'রাজন্' শব্দের অর্থ হইতেছে, 'শাসক'। সমিতি একত্রিত হইলে কৌমের রাজার (রাজা জনস্য) পরিবর্ত্তে অভিজাতেরা (রাজন্য) সভাপতিত্ব করিত (অথর্ব্ববেদ ১৯,৫৭,২ ; ১,৯ ; ৩,৪ ; ৪,২২) (১৫)।

উপরোক্ত রীতি-পদ্ধতির বিবরণ পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, রাষ্ট্রে জনসাধারণ স্বাধীন ছিল। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অধিকার বুঝিত এবং সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিল; কারণ, আইন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ও জ্ঞান অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ছিল। 'স্তি' বা 'উপস্তি' নামীয় শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ বা বিবরণ পাওয়া যায় না। সমাজে তাহাদের আইনসঙ্গত অধিকারাদি সম্বন্ধেও অতি অল্প সংবাদই

১৪। মহিধর—V. S. 20, 17

১৫। পরবর্ত্তী যুগে লিচ্ছবীদের মধ্যে এই প্রথা কতক কতক ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ কৌমের প্রত্যেক সর্দ্দার রাজা ছিল। টাসিটুস জার্ম্মানদের মধ্যে উক্ত প্রকারের পদ্ধতি দেখিয়াছেন।

পাওয়া যায়। ইহারা অর্থনীতিক কারণবশতঃ সামাজিকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল কিনা, এই বিষয়ে পরিষ্কাররূপে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। তাহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি ঋকে এইরূপ বর্ণিত আছে: আমাদের 'স্তি' এবং সম্পত্তি ভাগ করিয়া দাও (৭,১৯,১১), স্তুতিগায়ক ও 'স্তি'কে রক্ষা কর (৮০।১৪৮।৪)। 'স্তি'র (স্তিপ) রক্ষা কর্ত্তা হও (১০,৬৯,৪)। 'স্তি' ও 'উপস্তি' শব্দদ্বয় এই বিষয় সম্পর্কিত ঋকগুলিতে যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সিমার (১৬) অনুমান করেন যে, ইহা দ্বারা কেবল 'তাঁবেদার' বা Client অর্থই বুঝায়। তিনি ইহাও মনে করেন যে, ইহারাও 'আর্য্য'জাতীয় ছিল। হয়ত প্রাচীন গ্রীক্, রোমান ও জার্ম্মানদের অর্দ্ধ-গোলামদিগের (Serf) ন্যায় ইহারাও দাসত্বে পরিণত আর্য্য-কৌমসকলের লোক ছিল। ইহারা অর্দ্ধ-স্বাধীনভাবে আপন জমিতে বাস করিত। ইহাও হইতে পারে যে, একজন পাশাক্রীড়ায় শুধু নিজ বাড়ীই হারায় নাই, অধিকন্তু নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে মহাভারতে পাণ্ডবগণের দ্যৌত্য-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দাসত্ব-বন্ধনের দৃষ্টান্ত ইহার সহিত মিলিয়া যায়। বেদে একটি ঋকে এই প্রকারের অবস্থাও বর্ণিত আছে: "অন্য লোকে তাহার 'স্ত্রী'কে আলিঙ্গন করিয়াছে, সেই সময়ে পাশা খেলায় তার ধন-দৌলত হারাইয়াছে। তার পিতামাতা ও ভ্রাতা বলে, 'আমরা তাকে চিনি না। ইহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাও" (১০,৩৪,৪)। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই প্রকারের হতভাগ্যেরা কি উপস্তিরূপে পরিচিত হইত?

রাষ্ট্রে আরও এক প্রকারের লোক ছিল। ইহারা কৌমের বিপক্ষে কোন দুষ্কর্ম্মের ফলে কৌমের লোকদের দ্বারা জাতিচ্যুত, অর্থাৎ সমাজ

১৬। Zimmer—p. 184—185.

হইতে বিতাড়িত হইত। তাহারা দক্ষিণাপথে (Deccan) পলায়ন করিত (১০,৬১,৮; ১।১২৬)। ইহাদিগকে 'পরাবৃজ' বলিত।*

আর্য্য-কৌমসমূহের রাষ্ট্র-প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া এক্ষণে তাহাদের পারিবারিক জীবনের বিষয় অনুসন্ধান করা যাউক। ইণ্ডো-ইউরোপীয় অপরাপর জাতিগুলির ন্যায় বৈদিক কৌম-গুলির নিজ বংশ, আত্মীয়কুটুম্বদিগকে লইয়া পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ হইত। এই পরিবার রাষ্ট্র ও পল্লীর ভিত্তি ছিল। পরিবারের শীর্ষদেশে পরিবারের পিতা গৃহস্বামী (গৃহপতি, 'বিশ'পতি) রূপে বিরাজ করিত। পুরুষই নূতন পরিবার প্রতিষ্ঠা করিত। কন্যাগণ অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করিত। অনেক কন্যা উপযুক্ত বর না পাওয়া গেলে 'চিরকুমারী' থাকিয়া পিতৃগৃহে বাস করিত (১,১১৭,৭ ; ২।১৭।৭)।†

যে পরিবারে যে'গৃহপতি' হইত, সেখানে তাহার স্ত্রী 'গৃহপত্নী' হইত (অথর্ব্ব ১৪,১,৪৩)। এই স্ত্রীকে 'জায়া' বলা হইত ; কারণ তাহার দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হইবে। সেইজন্য পুত্রসন্তানই সবিশেষ কাম্য ছিল (১,৯২,১৩ ; ১০,৮৫,৪৫)। পুত্রদ্বারাই পিতার বংশ বৃদ্ধি হইত (১,৯১,২০)। পরিবারের বংশ বৃদ্ধি হইলে গো-পাল বৃদ্ধির প্রার্থনার সহিত ভূমি বৃদ্ধির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং পুত্রগণের বীরত্বের কথাও জড়িত থাকিত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহা মোটেই সন্তোষ ও আনন্দের কারণ হইত না (অথর্ব্ব ২,১৪,২)।

নব-বিবাহিত বধূকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া বলা হইত—শ্বশুরের উপর কর্ত্রী হও, শাশুড়ীর উপর কর্ত্রী হও, আমার ভগিনীর (ননদ) উপর

---

* সায়ণ এই অর্থে একজন রাজার নাম বুঝিয়াছেন। এই অর্থ বিষয়ে সিস্ক পৃঃ ৩৫৫ ff দ্রষ্টব্য।

† সম্ভবতঃ এই কন্যা পিতৃসম্পত্তির একাংশ পাইত ; কারণ ২।১৭ সূক্তের ৭ ঋকে তাহাই পাওয়া যাইতেছে। সায়ণও এই ব্যাখ্যা করেন : "পতিং অলভমানা সতী দুহিতাঃ যথা ভাগং যাচতে"।

কর্ত্রী হও (১০,৮৫,৪৬)। আবার ইহাও দেখা যায় যে, পুরিবারিরূপ ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে পুরুষকর্ত্তার অসীম প্রতাপ ও প্রভাব ছিল। দাস ও সন্তান সন্ততিগণ কেবল তাহাকে মানিয়া চলিলে পর্য্যাপ্ত হইত না—তাহাদের উপর তাহার আরও ক্ষমতা ও অধিকার ছিল। পিতা পুত্রের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিতে পারিত (১,১১৬,১৬); পিতার বাধ্য হওয়া পুত্রের পক্ষে আনন্দজনক কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত (১,৬৮,৫)। স্ত্রীকেও কর্ত্তার ইচ্ছাধীন ও বাধ্য থাকিতে হইত। তথাপি পরবর্ত্তীযুগের ব্রাহ্মণ্য-প্রধান রাষ্ট্র অপেক্ষা বৈদিকযুগেই স্ত্রীলোক উচ্চ অধিকার পাইয়াছিল (শতপথ ব্রাহ্মণের রচয়িতা কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে ১,১,৪,১৩)। এইযুগে স্ত্রীলোকের অধিক সম্মানের কারণ এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক যজ্ঞ কার্য্যে সে প্রত্যহ স্বামীর সহিত যোগদান করিতে পারিত। এই কারণে স্ত্রীও গৃহপত্নী ছিল (অথর্ব্ব ১৪,১,৫১)।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, বিবাহ কাহাদের মধ্যে সম্পন্ন হইত? হিন্দু সাধারণতঃ রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকদের মধ্যে বিবাহ করে না। এই প্রকার সামাজিক আইন ও নিয়মটি একদিনে অথবা অল্প সময়ের মধ্যে বিবর্ত্তিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, এক সময়ে সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে যম ও যমীর কথোপকথনের ঋকটি (১০,১০) উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য উক্ত ঋকটি দ্বারা সহোদর ও সহোদরার মধ্যে এইরূপ বিবাহ-প্রথার প্রচলন যে ছিল তাহা প্রমাণ করা যায় না। যম যমীকে (যে ভ্রাতার আলিঙ্গনপ্রার্থী) বলিতেছে, আমি তোমাকে কখনও বিবাহ করিব না। সহোদরাকে বিবাহ করিলে পাপ-বিদ্ধ হইতে হইবে এবং বরুণদেবের নিকট ইহা কখনও অজ্ঞাত থাকিবে না। এই সূক্তে যমীও স্বীকার করিতেছে, "মানুষের পক্ষে এবম্প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ" (১০।১০।৩)। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, এই প্রকারের বিবাহ এক সময়ে সমাজে অনুষ্ঠিত হইত।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রথা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইজন্যই যম সহোদরাকে এই প্রকার বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিতেছে। আবার ইহাও হইতে পারে যে, এই প্রকারের বিবাহের নজীর একসময়ে না থাকিলে কিভাবে যমী ঐ প্রকারের বিবাহের প্রস্তাব সহোদরের নিকট উপস্থিত করিবে (১৭)? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আদিমকালে ভারতীয় আর্য্যভাষীরাও এবম্প্রকারের বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ গোষ্ঠীর বাহিরে হইত (exogamy), কিন্তু বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল (১,১১৬.১০)। সপত্নীরও উল্লেখ পাওয়া যায় (১০।৩৩২ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য একপত্নিত্ব (দম্পতি সমনসা) সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। অতঃপর প্রশ্ন উঠে, বহুস্বামিত্ব (Polyandry) বৈদিকযুগে

১৭। সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহের প্রথা পৃথিবীর প্রাচীন যুগে অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, জনসাধারণ হইতে পৃথক থাকিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। প্রাচীন ইরাণ ও মিশরের রাজবংশ, এমন কি দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ পেরু প্রদেশে ইঙ্কাদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আলেকজাণ্ডারের পারস্য, মিশর বিজয়ের পর যখন তাঁহার সেনাপতি টলেমি এবং সেলিউকুস পারস্য ও মিশরের রাজা হওয়ার পর সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহ-প্রথা নিজেদের বংশে প্রচলিত করিলেন, তখন তাঁহারা নিজেদের অধীন প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে উক্ত প্রথার প্রচলনের নজীর দেখান। প্রাচীন ভারতের যম ও যমীর গল্প যে-ভাবেই গৃহীত হউক না কেন (জাপানদের গল্পাদিতেও এই প্রকার বিবাহের প্রচলনের কথা উল্লেখ আছে; Zimmer—P. 323) বৌদ্ধ জনশ্রুতিতে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে (Weber, Ind. Stud. 5, 427; 1, 204)। আবার ব্রাহ্মণ্যীয় পুরাণাদিতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, নহুষ ও বিষমহৎ, পুরুকুৎস এবং সম্ভবতঃ শুক্র ও শুকের এই প্রকারের বিবাহ হইয়াছিল। পুরাণাদিতে এই প্রকার বিবাহের কথা অনেকস্থলে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, কোন একস্থলে বিবাহিত সহোদরাকে পিতার পোষ্যকন্যা বলা হইয়াছে। ভরদ্বাজ ঋষির ঔরসে এবং তদীয় সহোদরার গর্ভজাত পিপ্পলাদ ঋষির জন্ম বৃত্তান্ত স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ড ও নাগরখণ্ডে যুক্তি অলৌকিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুনঃ, বৌদ্ধ "দশরথ-জাতক" গল্পে উল্লেখ আছে, রাম (রাম পণ্ডিত) লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী এক মাতার গর্ভজাত। রাম রাজা হইলে সীতাকে বিবাহ করেন। পুনঃ, বুদ্ধের যুগে কোলীয় নামধারী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সহোদরার বিবাহের কথা বৌদ্ধ পুস্তকে উল্লিখিত আছে।

প্রচলিত ছিল কিনা ? এই বিষয়ে আধুনিক অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, ইহা যথার্থভাবে ছিল কি ? জিমার বলেন, যে-সময়ে স্ত্রীলোক বিবাহ-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে একটি গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, এবং কুমারীর কৌমার্য নাশও তদ্রূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, সেই সময় আইন দ্বারা বহু-স্বামিত্ব প্রচলন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারিত ? ১০,৮৫,৩৭ ঋকে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে কেহ কেহ বহু-স্বামিত্বের প্রমাণ পাইয়া থাকেন।১৮ কিন্তু জিমার বলেন, উক্ত ঋকে 'মনুষ্যা, ন, প্রহরাম' প্রভৃতি বহুব্রীহি প্রয়োগকে plural majestatis বলা যাইতে পারে (Weber, Ind. Studien. 51, 191)। 'স্ত্রী', 'বধূ' প্রভৃতি শব্দকে collective sense-এ গ্রহণ করিলে বহুস্বামিত্বের কোন অর্থ পাওয়া যাইবে না। এই সূক্তে আমরা বহু স্বামীত্বের কোন প্রমাণই পাই না। পুনঃ অথর্ব্ববেদে (৫, ১৭, ৮) উক্ত আছে, "যখন কোন স্ত্রীলোকের দশজন অব্রাহ্মণ স্বামী থাকে, পরে যদি একজন ব্রাহ্মণ সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করে, তবে শেষোক্ত ব্রাহ্মণই একমাত্র স্বামী বলিয়া গণ্য হইবে"। এই উক্তি দ্বারা বহুস্বামিত্ব প্রমাণিত হয় না। এতদ্বারা ইহাই বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে বিবাহের জন্য স্ত্রী-নির্ব্বাচন করিবার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিল না। বরঞ্চ ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণের অপরাপর জাতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর বড়াই করা হইতেছে। মনে হয়, যখন ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে ঘোরতর শ্রেণী-সংগ্রাম চলিতেছিল তখন এই দাবী উদ্ভূত হইয়াছিল (১৯)।

১৮। ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই অর্থ পাননা। সূর্য্যদুহিতা সূর্য্যা (১০।৮৫।৬) নামক ঋষি বিবাহ বিষয়ক ১০।৮৫ সূক্তের রচয়িতা। তিনি পূষাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন : 'যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে...' (ঋক ৩৭)। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে (৩৬) বলা হইতেছে—আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থার উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি। এতদ্বারা সাধারণভাবে নারীর সহিত স্বামীর যৌন সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯। Zimmer—P. 325-326.

[illegible] বৃদ্ধদের কি পদ থাকিত তাহা সঠিক জানা সহজ নয়। বোধ হয় বৃদ্ধেরা যুবকদি[illegible] 'গৃহপতি'র পদ ছাড়িয়া দিত। যুবক স্বামী তাহার নব-পরিণীতা পত্নীকে বাড়ী আনয়ন করিবার পর [illegible]— "শ্বশুরের উপর কর্ত্রী (সম্রাজ্ঞী) হও, শাশুড়ীর উপর ব[illegible] ইত্যাদি ([illegible]০, ৮৫; ৪৬)। এই উক্তি হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, সে নিজে যেমন 'গৃহপতি' আছে, তদ্রূপ তাহার স্ত্রীকেও 'গৃহপত্নী' করিতেছে। অনুমান হয়, বৈদিক কৌমগুলির গৃহপতিরা প্রাচীন রোমান Pater Familiasএর ন্যায় ছিল না; অতটা ক্ষমতা বৈদিক গৃহপতির ছিল না। গৃহপতির মৃত্যুর পর তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর সেই পরিবারের সমুদয় অধিকার ও কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিবার ভার পড়িত। পরিবারে বিধবাদিগের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, বিধবাদের জীবন্ত দগ্ধ করা অথবা 'সতীদাহ' প্রথা তৎকালে অপ্রচলিত ছিল। কেবল ঋক্বেদের ১০,১৮, [illegible] একটি নির্লজ্জ জাল করিয়াই এই প্রথা বর্তমানকালে প্রচলন করা সম্ভবপর হইয়াছিল (২০)। ইহাতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের কথাই প্রমাণিত হয়। ঋক ১০, ৪০, ২-তে দেবরের সহিত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর বিবাহের কথা উল্লিখিত আছে: "কোথায় অশ্বিনী সন্ধ্যাকালে থাকে, কোথায় সকালে...কে তোমাকে বিছানায় আনয়ন করে, যেমন বিধবাকে তাহার দেবরের বিছানায়" ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদে ৯, ৫, ২৭ বিধবার পুনর্ব্বিবাহের উল্লেখ আছে: কোন স্ত্রীলোক তাহার পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিলে, অজ পঞ্চৌদন দান করিলেও তাহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারিবে না।

২০। H. H. Wilson—I. R. A. S. 16, 20, 2. Roth—Z. D. M. G. 468. M. Mueller—Z. D. M. G. 9, P. VI, XXV, Essays 2, 30.

কিন্তু 'সতীদাহ' যে পরবর্ত্তীকালের ভারতীয়দের নিকট অজ্ঞাত ছিল বলা যায় না।* রাজা শূদ্রকের সময় মৃচ্ছকটিক নাটক পুস্তকে সতীদাহ বিরুদ্ধে এক বিস্তৃত বক্তৃতার উল্লেখ আছে। বোধহয় সম্ভ্রান্ত অবস্থায় এই প্রথা দৃষ্ট হইত। মুসলমানযুগে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। একটি স্বয়ং ইহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই যুগেই বাংলায় রঘুনন্দন কর্ত্তৃক ইহা ধর্ম্মানুশাসনরূপে পরিণত হয়। শেষে একদল শিক্ষিত হিন্দুর সহায়তায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এক নিষেধাত্মক আইন দ্বারা ইহা বন্ধ করিয়া দেন। অনেক ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল (২১)। তাহাদের মধ্যে পুরুষের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী, ভৃত্য, ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্রাদিও মৃত ব্যক্তির সহিত পোড়ান হইত; কারণ মৃতের এই সকল ব্যক্তিগত জিনিষপত্র পরলোকে তাহার কাজে লাগিবে। এই সতীদাহ পরে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতে ধর্ম আইনরূপে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের দোহাই দিয়া এই প্রথার অর্থ করা অথবা শ্লোক, মূল করায় এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বলার বিশেষ অর্থ নাই। তুলনামূলক ইতিহাস পাঠ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন জার্ম্মান, নর্স, থ্রেকীয়, শক, হেলেনিক ও শ্লাভদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সিমার অনুমান করেন, প্রাচীন ইণ্ডো-ইউরোপীয় প্রথার ধারায় হয়ত এই প্রাচীন প্রথাটি কয়েকটি বৈদিক কৌমের মধ্যে কিয়দংশে প্রচলিত ছিল কিন্তু বেদে উহার কোন প্রমাণ নাই। অতঃপর সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে উহার প্রচারের দ্বারা এই প্রথাকেও পবিত্র প্রথা বলিয়া প্রচলিত কর হয়। কিন্তু সীমারের এই শেষোক্ত অভিমত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

* গুপ্তযুগের লেখমালায় (খৃঃ, ৫১০-১১) দৃষ্ট হয়, গোপরাজ নামক একজন সম্ভ্রান্ত সামন্ত যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার স্ত্রী সতীদাহ হয়। Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III. No 20.

২১। Herodotus—5, 5; 4, 71; Zimmer—329-330; Grimm—Geschichte der d. Spracte. p. 98; Weinhold—Altnordisches Leben, p. 276.

কোন একটি প্রথার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে থাকে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা। [illegible] দেখাইতে পারেন নাই। প্রথমত বিধবা [illegible] বধূকে তাহার দেবরের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত ([illegible] বৃদ্ধির জন্যই নিশ্চয় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল), [illegible] অথবা আত্মীয় দ্বারাই বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। ঐ সময়ে [illegible]-প্রথা ভাঙ্গিয়া বড় বড় জাতি সংগঠিত হইয়াছে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে পশুপালন ও কৃষিজীবীর অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয়েরা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে; কাজেই বিধবার বিষয়ের অংশটা কাড়িয়া লইবার লোকও তখন যথেষ্ট ছিল। সেইজন্যই এই জঘন্য প্রথার উপর জোর দেওয়া হয় এবং ধর্ম্মানুশাসন দ্বারা ইহাকে সর্ব্বত্র প্রচলিত করা হয়।

এক্ষণে বৈদিক কৌমগুলির অর্থনীতিক অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাউক। বৈদিক আর্য্যদিগের রোজগারের প্রধান উপায় ছিল 'গরুর পাল'। গরু ও অশ্ব পাওয়া ছিল যজ্ঞকারীর মনোগত ভাব ও ইচ্ছা (১, ৮৩, ৬)। দেবতাদের নিকট প্রার্থনাতে প্রথমে গরু ও ঘোড়ার উল্লেখ আছে, পরে মানুষের উল্লেখ রহিয়াছে। "তাহারা এই গ্রামে ষাঁড়, ঘোড়া, মানুষ এবং গরু বাঁচাইবে (অথর্ব্ববেদ, ৮।৭।১১)।" এই যুগে গাভী, মেষ, ছাগল, ঘোড়া, গাধা এবং কুকুর গৃহপালিত পশু ছিল। ইহাদের মধ্যে গরুই পশুপালনের প্রধান জন্তু ছিল। যে-সব ষাঁড় প্রজননের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইত না, সেই সব ষাঁড় দ্বারা লাঙ্গল ও ভারবাহী গাড়ী টানান হইত। পক্ষান্তরে, দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট প্রকারের ষাঁড় ও মহিষ বলি দেওয়া হইত (৫, ২৯, ৭ : ৫, ২৭, ৫); বিবাহ ও পার্ব্বন উপলক্ষে গো-হত্যা করা হইত (১০, ৮৫, ১৩) গো-পালনের পর ছিল মেষপালন কার্য্য। মেষাদি দেবতাদিগের নিকট বলি দেওয়া হইত। এই পশুর লোম দ্বারা আবার বস্ত্র বয়ন করা হইত

১৭, ২৬, ৬)। ভেড়ার লোম-দ্বারা মানুষের কাপড় এবং প্রাণীদির জন্য কম্বল প্রস্তুত করা হইত।

পশুগুলির নিকট ঘোড়াও একটি অতি আদরের জন্তু ছিল। এই পশু যুদ্ধের সময় রথ টানান হইত, এবং ঘোড়-দৌড়ের বাজী জেতা হইত (২২)। গাধাকেও ভার বহনের কার্য্যে লাগান হইত। "ঘোড়ার চাইতে গাধা (অশ্বতর, পাপিয়ান) ছোট (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫,১,২,১-২)।" এতদ্দ্বারা ইহার ঘোড়া অপেক্ষা কম কার্য্যকারিতারই প্রমাণ হয়। সর্ব্বশেষে আছে কুক্কুর (শ্বেন)। এই জন্তুটি পশুপালকদের যথার্থ বন্ধু। কুক্কুর পশুপালকদের গরু খুঁজিয়া আনিত, মৃগয়াতেও ইহাকে ব্যবহার করা হইত, তস্করাদি তাড়াইবার জন্যও নিযুক্ত থাকিত, উৎসবাদি উপলক্ষে মাংসের হাড়-গোড় খাইতে পাইত (৬,৩৭,৩)।

এই সব পশু বৈদিক আর্য্যদিগের আর্থিক উন্নতির উপকরণ ছিল। ইহার মধ্যে গো-উৎপাদন ছিল সর্ব্বপ্রধান আর্থিক উপায়। তারপর কৃষি-কর্ম্ম (২৩)। যে জমিতে মানুষ পাকা বাসস্থল নির্ম্মাণ ও স্থাপন করিয়াছে সেইরূপ জমিকে 'ক্ষেত্র' বলা হইত এবং কৃষিকার্যোপযোগী জমিকে 'উর্ব্বরা' বলিত। কৃষির জমি সম্বন্ধে বিশেষ আইন এবং ব্যক্তিগত অধিকারের ব্যবস্থাও ছিল। "কৃষকের ন্যায় মাপকাঠি লইয়া তাহারা (স্বর্গীয় রিভূগণ) জমিমাপিতেছে। (১,১১০,৫)।" এই ঋকবচন দ্বারা প্রত্যেক চাষীর টুকরা (খণ্ড) জমি ব্যবহার ব্যবস্থার ইঙ্গিত সূচিত হইতেছে। দুইটি চাষের জমির মধ্যে যে জমিখণ্ডে চাষ দেওয়া হইত না (খিল), উহা খালি রাখা হইত, এবং এই স্থানকে রাস্তারূপে ব্যবহার করা হইত। চাষের জন্য 'লাঙ্গল' ব্যবহৃত হইত ; উহা ধাতুদ্বারা মণ্ডিত হইত (পভিরভস্তু)। শস্যের মধ্যে যবের চাষ হইত। 'চাউলে'র উল্লেখ বেদের প্রথমযুগে

২২। Zimmer—p. 430

২৩। Zimmer—p. 235.

কুত্রাপি পাওয়া যায় না (২৪)। বাজসনেয় সংহিতাতে 'গম' (গোধূম) উল্লিখিত হইতে দেখা যায় (১৮,১২,১৯,৮৯)। এই কৃষিকর্ম বৎসরে দুইবার হইত।

কৃষিকর্ম ব্যতীত বিভিন্ন পেশা অবলম্বিত হইত, যথা—বাটার কার্য্য (সূত্রধর), রথকার, ধাতুর কার্য্য (কর্ম্মকার ও ধাতু দ্রব্য অশ্বমেধ বিভিন্ন কর্ম) চামড়া পরিষ্কার করা প্রভৃতি জীবিকার্জ্জনের বৃত্তি অবলম্বিত হইত। এইসব ব্যতীত তাঁত বয়নের কার্য্যও ছিল।

ইহার পর ছিল ব্যবসায়। বৈদিক লোকেরা সমুদ্রতীরস্থ বিদেশে গিয়া ব্যবসা করিত (৪ ৫৫।৬) কিন্তু সেই বিষয়ে বিতর্ক উঠিয়াছে। উইল্‌সন বলেন, তাহারা সমুদ্রপারে যাইত। কিন্তু সিমার বলেন, বেদে ইহার কোন প্রমাণ নাই। বেদে সমুদ্রগমনের অর্থ সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত (২৫)। কিন্তু বেদে নৌকা দ্বারা সমুদ্রগমনের কথার অনেক উল্লেখ আছে (৭।৮৮।৩ ; ১।১,৬।৩-৪১) সেই সময়ে ব্যবসায় 'বিনিময়' (barter) পদ্ধতি দ্বারাই সম্পাদিত হইত ; টাকার বদলে 'গরু' সেই অভাব পূরণ করিত। গরুর সমেই ভেড়া, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ব্বরাবস্থায় 'বিনিময়' প্রথা ছিল। বেদে উল্লিখিত অবস্থার পর 'টাকা' বিবর্ত্তনের চেষ্টা চলে। 'নিষ্ক' যাহা গলায় বা বুকে পরিবার গহনা ছিল (৭,৫৬,১৩) তাহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। নিষ্ক ও ঘোড়া দানের সামগ্রী স্বরূপ হয়। "একশত নিষ্ক আমি (স্তুতিগায়ক কক্ষিবন্ত বলিতেছে) অভাবগ্রস্ত রাজার নিকট হইতে পাই, একবার আমায় একশত ঘোড়া দান করা হইয়াছিল (১,১২৬,২)।"

২৪। Zimmer—P. 239 ; Robourgh বলেন 'চাউল' ছিল দক্ষিণ-ভারতের শস্য।

২৫। Zimmer—P. 256.

এই সময়ে "মণ" (২৬) ওজনটির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল ("শচা মনা হিরণ্যয়া) হিরণায়া" ৮,৭৮,২)।

... অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই সমাজ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এই আর্থিক অবস্থানুযায়ী আহারাদিও সম্পাদিত হইত। গরুর পাল ও কৃষিদ্বারা একটি পরিবার তাহাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল দুগ্ধ (পায়স, ক্ষীর)। এইজন্যই দুগ্ধবতী গাভীর (ধেনু) এত যত্ন করা হইত। এইসঙ্গে ভাজা (ভর্জ্জ), ধান্য (যব কণা), ফল, গোধূম, চাউল, শস্যচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত 'পুরোডাস্' (ইহা প্রধানতঃ দেবতাদের ভোগে দেওয়া হইত) খাদ্য ছিল (২৭)। তবে, খাদ্যের মধ্যে আজকালকার রুটীর পরিবর্ত্তে (পুরোডাস্ ব্যতীত) জলের সহিত সিদ্ধ বা দুগ্ধের সহিত প্রস্তুত ধান্যচূর্ণ বা কখন ঘৃতপ্রস্তুত পায়স বা "চরু" জাতীয় খাদ্যই প্রস্তুত করা হইত। বিবাহ (১০, ৮৫, ১৩) এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষে মাংস দেবতাদের নিকট উৎসর্গ করিয়া খাওয়া হইত। মাংসের মধ্যে গরু জাতীয় উক্ষ, মহিষ, বৃষ দেবতাদের নিকট উৎসর্গ করা হইত। লোকে সাধারণতঃ তাহাই খাইত। যজ্ঞে অশ্ব অতি অল্প ব্যবহার হইত বলিয়া উহার মাংসও খুব কমই খাওয়া হইত। তবে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হইয়া লোকে কিছুই খাইতে আপত্তি করিত না। বামদেব ঋষি বলিতেছেন, "প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আমি একটা কুকুরের নাড়িভুঁড়ি

(২৬) 'মণ' শব্দটি বোধ হয় ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। অতি প্রাচীন হেটিটেরা এই 'মণ' শব্দটি ব্যবহার করিত। ফার্সী ভাষায় 'মণ'; লাটিন—'mina'; গ্রীক 'মণ' ও সংস্কৃত ভাষার 'মণ'এর উৎপত্তি এক বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন; ইহার নাকি উৎপত্তি হইতেছে বাবিলনীয়-ফিনিসীয় ভাষা হইতে।

২৭। বোধ হয় 'পুরোডাস' হইতে 'পরোটা' বা 'পরেঠা'—পরে "রুটি" "রোটি" শব্দ বিবর্ত্তিত হয়। প্রাচীন গ্রীসেও প্রথমতঃ লোকে রুটী প্রস্তুত করিতে জানিত না। তাহারা ময়দা জলে গুলিয়া কাই তৈরী করিয়া খাইত। প্রাচীন রোমের ঐতিহাসিক যুগে কৃষকেরা হাতে প্রস্তুত 'চাপাটি' খাইত। বোধ হয় yeast দ্বারা ফাঁপান (খাম্বিরে করা) ময়দার তুন্দুরে প্রস্তুত করা রুটী পশ্চিম-এসিয়া হইতে ইউরোপে আমদানী করা হয়। প্রাচীন ইহুদিরা এই প্রকারের রুটী প্রস্তুত করিত।

যাই" (৪,১৮,১৩)। কথিত আছে, মৎস্য আহার প্রথমে প্রচলিত ছিল না (২৮)। কিন্তু ঋকবেদের কতকগুলি ঋকে মৎস্যের উল্লেখ আছে, (১০,৬৮,৮ ; ৮৬৭)।

যজুর্ব্বেদেও ইহা উল্লিখিত হইতে দেখা যায় ("মৎস্যপ্রিয়—বাজসনেয় সংহিতা ১৬ : তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪,৫,১-১১ এবং অশ্বমেধ গণ্ড—বাজসনেয়") ৩০।

এই সব খাদ্যের পাত্রও সাদাসিদা ছিল, "পাত্র" ও "আসেচনা" ব্যবহৃত হইত। প্রথমোক্তটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইত বলিয়া অনুমিত হয়.(১,১৭৫,৩, ৯,৬২,৬) পান করিবার জন্য গ্লাসও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইত ; প্রস্তরের পাত্রও ব্যবহৃত হইত (৯,৬৫,৬ ; ১০,১০১,১০)। অথর্ব্ববেদে পুড়ান এবং অ-পুড়ান দ্রব্যে প্রস্তুত পাত্রও উল্লিখিত আছে (৪,১৭,৮)। যজ্ঞের জন্য এবং ঘরে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত 'আয়স'-নির্ম্মিত (আয়সময়) পাত্র "ঘর্ম্ম" তৈয়ারী হইত। আগুনে চাপাইয়া রাঁধিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত (প্র-বর্জ ৫,৩০,১৫)। মৃত্তিকা দ্বারা (মৃন্ময়ী) 'উখা' (বাজসনেয় ২১,৫৯) এবং "স্থালী" —বর্ত্তমানের 'থালী বা থালা প্রস্তুত হইত (বাজসনেয় ১৯,২৭,৮৬)।

২৮। Orientalist-দের মতে ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে প্রথমাবস্থায় মৎস্য খাওয়া প্রচলিত ছিল না। এই নজীর ধরিয়া তাহারা বলেন যে ইহারা নিশ্চই পশুপালক ; এবং সমুদ্র উপকূল হইতে দূর দেশে বাস করিত। এইজন্যই বোধ হয় তাহারা সেমিটিক (semitic) জাতিগুলির ন্যায় সমুদ্র-গমনকারী (maritime) জাতি ছিল না। প্রাচীন রোমান, পারসিক জাতিগুলির দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ। মনুতে মৎস্য ভক্ষণে ও হিন্দুর সমুদ্র-গমনে নিষেধ-বিধি বোধ হয় এই সকল ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলির সুদূর অতীতের প্রথাগুলির প্রতিধ্বনি মাত্র। বৈদিক যুগের পর ভারতীয়দের সমুদ্র-যাত্রা প্রথার সহিত প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য (Indo-Aryan) জাতির সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। মনুর মৎস্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ-বিধি সত্ত্বেও বাঙ্গালী হিন্দুর মৎস্য-প্রিয়তার সম্পর্কটিও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

২৯। I. I. S. Taraporewala—Selection from Avesta and Old Persia. Part,I. p 14.

৩০। ফার্সী 'হ' এস্থলেও সংস্কৃত 'স' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈদিক আর্য্যদের ক্ষুধার চাইতে তৃষ্ণা অধিক কষ্ট দিত। বেদে পানীয় সম্বন্ধে অনেক লম্বা চওড়া তালিকা ও উহার প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আছে। বৈদিক কৌমগুলি "রাজাসোমের" গুণগানে মুখরিত হইত। এই রাজাসোমই আবেস্তায় 'হোম ক্ষত্রিয়' (২৯) বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সুরা' (পুরাতন বক্ট্রীয়—Bactrian 'হুরা'), 'কিলাল' পরিস্রুত (ইহা সোমও নয় সুরাও নয়—শতপথ ব্রাহ্মণ ৫, ১,২১,১৪) প্রভৃতি মদ উত্তপ্ত (গ্রীষ্মপ্রধান) দেশের অহরহঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিত (৩০)।

খেলার মধ্যে পাশাখেলা একটা বড় ব্যসন ছিল। এই খেলায় অনেক জুয়াচুরীও হইত (৫,৮৫,৮; ৭,১০৪,১৪)। আর একটি খেলা ছিল রথের দৌড়(Chariot Race)(৩১)। ইহা যুদ্ধক্রীড়া শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে(কার্ম ১।১১৬।১৭)বাজী রাখিয়া রথ সমূহ দৌড়াইত (৯,৩৬,১; ৯,৭৪,৮; ১,১১৬,১৭)। অথর্ব্ববেদের মতে, একটি সোজা রাস্তা (কাষ্ঠা) দিয়া দৌড়াইয়া রথ নির্দ্দিষ্ট স্থানে (কার্ষমান) পৌঁছাইত; পরে যেস্থান হইতে দৌড় আরম্ভ হইয়াছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়া আসিত (অথর্ব্ব ২,১৪,৬)। এইরূপ অনুমিত হয় যে, পরে পুরোহিত-বর্গের প্রচেষ্টায় এবং লোকের সামরিক প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসার ফলে এই খেলা বন্ধ হইয়া যায়। হয়ত ভারতে এই ঘোড়ার

৩১। এশিয়া-মাইনরের (Asia Minor) প্রাচীন হেটিট (Hettite) এবং বোধ হয় মিটানী (Mitanni) জাতিদ্বয়ের মধ্যে রথের দৌড় (Chariot Race) খেলা হইত। ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে এই মিটানীদের ভাষা সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ ছিল; এবং তাহাদের দেবতাদের নামও বৈদিক দেবতার ন্যায় ছিল (Vide Dr. B. N. Datta.—"Ancient Near East and India; Cultural Relations," pp. 266—272, Calcutta Review, September 1937). এতদ্বারা অনুমিত হয়, প্রাচীন কতকগুলি আর্য্যভাষীদের মধ্যে রথদৌড় খেলা একটি সখের ব্যাপার ছিল। এইস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পণ্ডিতগণ এই মিটানীজাতির সহিত বৈদিক আর্যদের জাতিগত সম্বন্ধ টানেন।

অভাবের দরুণ [ঘোড়া সিন্ধুদেশ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১,৫৫,১২) এবং বেবুলীস্থান হইতে তৎকালে আমদানী বন্ধ হওয়ায়] এই খেলা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়।

বৈদিক কৌমগুলি প্রতিনিয়ত পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত। কতকগুলি কৌমের পুরুষদের কার্য্যই ছিল যুদ্ধ—"যুদ্ধেই ইন্দ্র তাহার প্রধান বন্ধু খুঁজিত" (৮,২১,১৩) ; "হে ইন্দ্র আমরা ঘরে বসিয়া বৃদ্ধ হইতে চাই না..."(৮,২১,১৫)। তখন উত্তর-ভারতে আর্য্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে ; কৌম এক জায়গায় বসতি স্থাপন করিয়া চাষ ও কৃষিকর্ম্মাদি করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছে। অপর একটি কৌম তাহাদের বলপূর্ব্বক সেখান হইতে অপসারিত করিতে চায়। কাজেই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বাধিত। গরুর পাল লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে এবং "ব্রজ" (গোচারণ মাঠ বা গোপাট) বলপূর্ব্বক কাড়িয়া নিবার উদ্দেশ্যেও লড়াই বাধিত। আবার 'দস্যুদের' সহিত বহু যুদ্ধের বর্ণনাও আছে (৩,৩৪,৯)। ইন্দ্র তাহার ভক্তদের দাস ও আর্য্য শত্রুদের (দাসা বৃত্রাণ্য আর্য্যা স) হস্ত হইতে রক্ষা করিত (৬,৩৩,৩)। এই যুদ্ধ বেশীরভাগ রথে চড়িয়াই হইত। আবার পদাতিকের যুদ্ধও (মুষ্টি হত্যা) হইত। যোদ্ধারা শরীরের বিভিন্ন স্থান বর্ম্মাবৃত করিয়া সংগ্রাম করিত। যুদ্ধে অস্ত্রের মধ্যে 'যুরণি' বা 'ইউরণি' (Yurni') নামক অস্ত্রটি মনোযোগ আকর্ষণের বস্তু। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রথের মতে ইহা আগ্নেয়াস্ত্র (৩২)। মরুৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সৌখীন ছিলেন তাঁহার যুদ্ধকালীন সাজ-সজ্জার বিবরণ পাঠে তাহা অবগত হইতে পারা যায় এবং তৎকালীন সৌখীন ও বিলাসী যোদ্ধার কতকটা সংবাদ জানা যায়। (৫, ৫৪, ১১) ; "তোমার স্কন্ধদেশে বর্শা (ঋষ্টি) বহন করিতেছ, পায়ে মল, (খাদি), বুকে সোনার অলঙ্কার রুক্মা, রথেও গহনা, হাতে আগুন-চমকান অস্ত্র (বিদ্যুৎ), মস্তকে

৩২। Zimmer—p. 80

সোনার শিরস্ত্রাণ (helmet)।" নামজাদা গৃহস্থদের (গৃহস্পতি) সমর-সজ্জা ছিল মাথায় পাগড়ী, বর্শা, ধনুক, রথ, গায়ে কাল কোর্ত্তা, দুইটা কাল ও সাদা চামড়ার ঢাল (চর্ম্ম), গলায় রূপার গহনা, (রজতো নিষ্কা)।

এইস্থলে বৈদিক জাতিগুলির পোষাক-পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিতে চাই। বেদের স্তুতিগায়কেরা অর্থাৎ ঋষিগণ সাধারণ বসনাদির বিবরণ খুবই কম দিয়াছেন। পরিচ্ছদের সাধারণ নাম ছিল 'বাসস বস্ত্র'। ইহা ভেড়ার লোমে বয়ন করা হইত (বাজসনেয়, ১৯,৮০)। পরিচ্ছদটি নানা রঙ্গে রঞ্জিত করা হইত। ইহাকে 'পেশাস' বলা হইত; "অগ্নি রঙ্গীন পোষাক পরিধান করিয়া আছে (১০. ১, ৬,)" "উষাকালের আকাশ নর্ত্তকীর ন্যায় রঙ্গীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে" (১, ৯২, ৪)। এই সকল ঋক হইতে একটি রঙ্গীন গাত্রাচ্ছাদনের তথ্য অবগত হওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা নানাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিত। এইজন্য তাহাদিগকে 'সুবাসাস' বলা হইত। পোষাকগুলি নানাবিধ চক্‌চকে রঙ্গে (৩৩) রঞ্জিত হইত। গাত্রবস্ত্রের সাধারণ নাম ছিল—"আতকা"—পুরাতন বক্রীয় 'আধকা' (কেহ কেহ আবার 'আতকা' শব্দের অর্থ 'অস্ত্র'ও বলেন); ইহা বয়ন করা হইত (১, ১২২,২)। মরুতের এই 'আতকা' সোনার দ্বারা অলঙ্কৃত হইত (৫; ৫৫.৬)। বোধ হয়, গায়ে ব্যবহার করিবার প্রথম বস্ত্রকে 'বাসাস' বলা হইত (অথর্ব্ব, ৮,২,১৬)। ইহার উপর

৩৩। পৃথিবীর, সর্ব্বত্রই বর্ব্বর অবস্থায় বা সভ্যতার প্রথম অবস্থায় উজ্জ্বল বর্ণের পরিচ্ছদ পরিহিত হইত। ইহা মধ্যে শুষ্ক গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের অধিবাসিগণ রঙ্গীন বস্ত্রাদি পরিধান করিত বলিয়া অনুমিত হয়, এবং আর্দ্র দেশের লোকেরা উহা ব্যবহার করিত না বলিয়াই মনে হয়। তবে ইউরোপে সর্ব্বত্রই যাহাকে পুরাতন জাতীয় পোষাক (Volk's Clothing) বলা হয় তাহা গ্রামের কৃষকেরা আজও ব্যবহার করিয়া থাকে; এই পোষাক নানা রঙ্গীন বস্ত্রেই নির্ম্মিত হয়।

একটা বড় আলখাল্লা বা কোটের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিহিত হইত। ইহার নাম ছিল—'অধিবাস' (১,১৪০,৯)। ইহার নীচে (তস্থাগ্রে) পুরুষ বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা পেটে 'নিভি' জড়াইয়া বাঁধিত (অথর্ব্ব ১৪,২,৫০)। 'আচ্ছদে'র অপর একটি নাম ছিল "দ্রাপি"। চামড়া অথবা লোমযুক্ত (fur) পোষাক কতটা ব্যবহৃত হইত তাহা নির্ণয় করা যায় না। মরুৎ হরিণের চামড়া স্কন্ধে বহন করিত (১,১৬৬,১০)। এতদ্বারা ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, চামড়ার লোমের গাত্রাবরণ বড় মূল্যবান পরিচ্ছদ ছিল ; কারণ মরুৎ খুব দামী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। রাত্রিতে লোকে সার্টের ন্যায় এক প্রকার পশমী জামা (সামূল্য) পরিধান করিত (১০,৮৫,২৯)।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিতে পারা গেল না। যাহাকে "কাটা কাপড়" বলে তাহা আদৌ ব্যবহৃত হইত কিনা এতদ্বারা উহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তৎকালীন 'ইণ্ডো-ইরাণী' আর্য্য ভাষী জাতিসমূহ 'কাট্টা কাপড়' প্রস্তুত করিবার প্রথা আদৌ উদ্ভূত করিয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। আর 'ইজারের' সন্ধানও বৈদিক সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না (৩৪)। যাঁহারা বলেন, বৈদিক আর্য্য গণ হিম-প্রধান উত্তর হইতে আগত তাহারা বেদে 'ইজার' এবং উচ্চ বুট জুতার প্রচলনের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন নাই ; অথচ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে এবং মধ্য-এশিয়ার কৌমগুলির মধ্যে তাহার প্রচলন আজ পর্য্যন্তও রহিয়াছে।

৩৪। সংস্কৃত 'চালানস' (Chalans) ভারতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন। ইহার অর্থ 'ইজার'। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে যোদ্ধ্‌গণ ও সর্দ্দারগণ কর্তৃক ইহা এখনও ব্যবহৃত হয় (Hasting's Encyclopaedia of Religion and Ethics" Vol. 5 ; p, 47. দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই বস্ত্র কোন্ যুগে ব্যবহৃত হইত তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। সমুদ্রগুপ্তের টাকায় 'ইজারে'র চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয়। হয়ত শকদের অনুকরণ করিয়া প্রাচীন ভারতীয়েরা 'ইজার' এবং 'চাপকান' পরিধান করিতে

এইরূপ সাজসজ্জায় পরিপাটি সৌখীন পুরুষগণের অপর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (institution) ছিল —যাহা শুনিলে হয়ত আজকালকার হিন্দুগণ চমকিয়া উঠিবেন, তাহা হইতেছে নৃত্য। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের আমোদ-প্রমোদের একটা প্রধান অঙ্গই ছিল "নৃত্য"। এই নৃত্য যে আধুনিক যুগের ন্যায় সুসজ্জিত নৃত্যশালায় অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে। সোম নিষ্পীড়নকারী প্রস্তরদের ঘর্ষণের শব্দের সহিত নৃত্যের তুলনা করা হইয়াছে। (১০,৯৪,৪,৫) যখন চাষের জমি ও মাঠসকল সবুজ রং ধারণ করিত, তখন হয় পূজাপার্ব্বন উপলক্ষে অথবা অন্য প্রকার ছুটির সময় সুসজ্জিতা কুমারী (১,৯২, ৪ ; ১,১২৩, ১১) ও তরুণগণ সুসজ্জিত হইয়া 'সুপলাশ' বৃক্ষের ছায়াতলে নৃত্য করিত। তখন বাদ্যসহকারে কুমারী ও যুবকগণ পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া (সমরাভ) চারিদিকে নৃত্য করিত। নৃত্যকারীদের গোলমালে, বাজনার সুরে, লোকের হা-হা রবে (অথর্ব্ববেদ ১২. ১. ৪১) মাটি কাঁপিত, এবং যতক্ষণ না ঘন

শিখিয়াছিলেন। আরবেরা এবং আলবেরুনী ভারতীয়দের অতি ঢিলা ইজার পরিধান করিতে দেখিয়াছেন। অধ্যাপক জয়চন্দ্র নারঙ্গের মতে কনিষ্কের জামা আজ পর্য্যন্ত হিন্দুরা পরিধান করিতেছেন [(ইতিহাস প্রবেশ) হিন্দি দ্রষ্টব্য]। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে যখন পারশিকেরা সাম্রাজ্য স্থাপন করে, সেই সময়ের বেহিস্থানের প্রস্তর চিত্রে প্রথম দারায়ুস যে সব আখামেনীয় ইরাণী ও শকদের প্রস্তর চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে উক্ত 'কাটা কাপড়ের' চিহ্ন নাই। আবার দারায়ুস 'শক জাতি'র ইতিহাসে বলিয়াছেন—"তাহারা চামড়ার জামা যাহার লোম সকল ভিতরের দিকে থাকে তাহা ব্যবহার করে। এই প্রকার কোট পাঠানেরা এখনও ব্যবহার করে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণও কাটা কাপড়ের ব্যবহার করিত না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাসানীদ রাজত্ব কালে যে পারশ্যে ইজার ব্যবহৃত হইত তাহার নিদর্শন বেশ সুস্পষ্টরূপে প্রস্তর চিত্রে দেখা যায়। কাটা কাপড়ের প্রথা মধ্যযুগে ক্রুসেডারদের দ্বারা ইউরোপে প্রথম প্রচলিত হয়। তাহারা পশ্চিম-এশিয়ার লোকদের পোষাক নকল করিতে আরম্ভ করে (Von Sybel—"History of the Crusades" দ্রষ্টব্য)।

ধূলায় লোকেদের আচ্ছাদিত করিত, ততক্ষণ লোকে ক্ষান্ত হইত না। বিবাহের সময় আবার নৃত্যের সুযোগ উপস্থিত হইত। এইসব নৃত্যে যে একটু বীভৎসতা, অশ্লীলতা বা তথাকথিত কেলেঙ্কারী হইত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কতকগুলি শ্লোকে ইহাকে পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "যখন এই সকল লোক সুন্দর কেশ-বিন্যাস পূর্ব্বক এই গৃহে নৃত্য করে এবং তাহাদিগকে বাহবা দানে পাপ করে......যখন ভগ্নীরা ও স্ত্রীবন্ধুরা এই গৃহে নৃত্য করে এবং তাহাদিগকে বাহবা দানে পাপ করে তখন অগ্নি ও সবিতৃ তোমাকে এই ঋণ হইতে মুক্ত করে (অথর্ব্ব—১৪ ১২ ৫৯-৬১)। এই নৃত্যই বৈদিক আর্য্যগণের "folk dance"।

বৈদিক আর্য্যদিগের জাতিতত্ত্ব (Ethnology) সম্পর্কে আলোচনা ইন্দ্রের রূপ বর্ণনা দ্বারা সমাপ্ত করিব—"যবা না বার্হি ভ্রুবি কেশরাণি, আত্মান্নুপস্থে না বৃকাস্য লোমা, মুখে শ্মশ্রুণি না ব্যাঘ্রলোমা, কেশা না শির্সান্যাসাসে শ্রিয়াই শিখা সিংহস্য লোমা ত্বিসিরিন্দ্রিয়াণি" (তার ভ্রূতে যব ও ঘাসের গোছার ন্যায় লোম, মুখে বাঘের লোমের ন্যায় দাড়ি, মাথার চুল আঁচড়ান, চুল অলঙ্কৃত, সিংহ কেশরের ন্যায় দৃশ্য এবং শক্তিমান চেহারা (বাজসনেয়ী সংহিতা ১৯,৯২)।

ইন্দ্রের এইরূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া প্যান-জার্ম্মানিষ্ট পণ্ডিতেরা বৈদিক দেবতারা blond, অতএব টিউটন জাতির দেবতা Odin-এর জাতি ভ্রাতা, তজ্জন্য বৈদিকজাতি Nordic জাতির অন্তর্গত ছিল বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। কিন্তু ইহা যে একটা রূপক কল্পনা মাত্র, (allegorical epithetaroruantia) তাহা বুঝিবার বাকি থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন-তুর্কীস্থান হইতে ইউচি জাতির অঙ্কিত যে সকল চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের grey চক্ষুর তারকা এবং লাল দাড়ি অঙ্কিত রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট

লোক ভারতের উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তে আজও দেখা যায়। ইন্দ্রের নেকড়ে বাঘের ন্যায় শরীরের চুল ও মুখে বাঘের লোমের ন্যায় দাড়ি ও মাথার চুল সিংহ কেশরের ন্যায় বর্ণনা পাঠ করিয়া একটা কবি কল্পনার রূপক পাওয়া যায় মাত্র; ইহাতে Nordic, অর্থাৎ উত্তর-ইউরোপীয় লোকের সহিত কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের অনেক স্বজাতীয় পণ্ডিত এই সুরেই সুর মিলান।

বেদে সমাজতত্ত্ব

এইবার বৈদিক আর্য্যদিগের সমাজতত্ত্ব (Sociology) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানে প্রয়াস পাওয়া যাক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে 'বর্ণ' বা 'জাতিভেদ' একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এই ধর্ম্মের নৈষ্ঠিকেরা বলিতে চাহেন, বেদে চাতুর্বর্ণের উল্লেখ আছে, এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে 'বর্ণাশ্রম' একটি চিরন্তন প্রথা। উক্ত প্রথা চিরন্তন সত্য কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ ভারতীয় ইতিহাস এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

বেদের সময়ে জাতিভেদ (caste system) প্রথা ছিল কিনা এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত মহলে খুব বাক-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অধিকাংশই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা যাহা পরে বিবর্ত্তিত হয়, তাহা বৈদিক কৌমগুলির নিকট অজ্ঞাত ছিল। যাঁহারা উক্ত মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তাঁহারা বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর (পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকে বেদের রচনকাল খৃঃ পূঃ ২০০০—৬০০ বৎসর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন) মধ্যে চারি জাতি বৈদিকসমাজে অভিব্যক্ত

হইয়াছিল। এস্থলে সিমার একটি সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, (১) যদি বেদোক্ত সরস্বতী নদীর অপর পারে 'সপ্ত-সিন্ধব' জনপদে অবস্থিত বৈদিক আর্য্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদানুযায়ী জাতিভেদ এবং তৎসহ বিশিষ্ট পুরোহিতশ্রেণী থাকিত তাহা হইলে যে-সকল আর্য্যকৌম এইস্থানে বাস করিত তাহারা মহাকাব্যগুলি (Epics) রচনার সময়ে মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী লোকদের দ্বারা কেন 'অৰ্দ্ধ-বর্ব্বর' বলিয়া বিবেচিত হইত? কেন 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' (১৭,১,১৪) যাহা একটা প্রাচীন ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হয় ও অভিহিত হয় — উহাতে ইহাদের সম্বন্ধে উক্ত আছে, "ন হি ব্রহ্মচর্য্যম্ করন্তি," "অদীক্ষিতম্ দীক্ষিত ভাষাম্ বদন্তি"। এই কৌমগুলি কি তখন পৈতৃক জাতিভেদ মানিয়া চলিত, না উহা ত্যাগ করিয়াছিল যেজন্য পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে তাহারা নিন্দা ও তিরস্কারভাজন হইয়াছিল (২)?

১। Zimmer, p. 189.

২। সিমারের এই প্রশ্নের মধ্যে ভারতের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট তথ্য লুকায়িত আছে। কেন মহাভারতের শল্যকে গালি দিয়া কর্ণ বলিতেছিল, মদ্রক, গান্ধারক, পঞ্চনদজন, সিন্ধু সৌবির দেশ, ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তথায় স্ত্রী পুরুষেরা এক সঙ্গে মদ্যপান করিয়া নৃত্য করে (উপরোক্ত বৈদিক কৌমগুলির নৃত্য সম্পর্কীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য), তাহারা আচার-বৰ্জ্জিত, ইত্যাদি। কর্ণের এই গালাগালির পাত্র জনপদগুলিই আজ মুসলমান-প্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। আর ভারতে তাহার পূর্ব্বের দেশগুলি (পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত) আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ আঁকড়াইয়া আছে। এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াই মুসলমান উর্দ্দ কবি হালী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, উহদীনে হজাজীকা বেবাক বেড়া…উহ ডুবা দহানেমে গঙ্গাকে আকর" (মুসদ্দসে হালী); "মর্‌রক্কো হইতে সাহারাণপুর সিধা লাইন" আর অগ্রসর হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যবাদ যেমন গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উপরোক্ত দেশসমূহে প্রচলিত বা বদ্ধমূল হইতে পারে নাই বলিয়াই কি ব্রাহ্মণদের দ্বারা অভিশপ্ত হইত এবং পরে সীমান্তবর্ত্তী দেশের কৌমগুলিকে "পৈশাচিক প্রাকৃতভাষী, ব্রাত্যক্ষত্রিয়" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ব্রাহ্মণ্যবাদ তাহাদিগকে নিজের গণ্ডীর

এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তথাকথিত চাতুর্বর্ণ ও পুরোহিত-বাদ বেদের প্রাচীনাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল না; বরং বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজাদের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার কথা (শতপথব্রাহ্মণ ৪, ১; ৫, ২) উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি তাহার কন্যা রোমসাকে ক্ষত্রিয় রাজা স্বনয় ভবয়ভ্যের সহিত বিবাহ দিয়াছেন (১, ১২৬, ৬-৭); ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা বেদের অনেকগুলি শ্লোক রচিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এমন কি বৈশ্যের দ্বারাও বৈদিক গান রচিত হইয়াছে; অনেক ক্ষত্রিয়-রাজার নিকটও ব্রাহ্মণগণ "ব্রহ্মবিদ্যা" শিক্ষার জন্য গমন করিতেন। "শতপথ ব্রাহ্মণে" উক্ত আছে যে, রাজা জনক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (৩)।

এই সকল প্রাচীন জনশ্রুতি ব্যতীত এই বিষয়ে ঋকবেদই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী বলিয়া মনে হয়। ঋকবেদের সাক্ষ্য বিষয়ে মুইর (৩ক) বলেন, (i) পুরুষ সূক্ত (১০, ৯০) ব্যতীত কোন ঋকে চাতুর্বর্ণের কোন প্রকার স্পষ্ট

বাহিরের লোক বলিয়া বিবেচনা করিত বলিয়াই কি হিন্দু-আচার ও জনশ্রুতি-বিহীন হইয়া শেষে তাহারা শীঘ্রই মুসলমান হইয়া "অভারতীয়" মনোবৃত্তি গ্রহণ করিতে, অর্থাৎ ভারতীয় tradition হারাইতে সক্ষম হইয়াছে? বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, হেলেনিষ্টিক গ্রীক, শক, কুষাণ, হুন, পারদ প্রভৃতির আক্রমণ ও শাসনের ফলে পূর্ব্ব-ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সর্ব্বশেষে গজনীর মুসলমান-তুর্কীদের শাসনাধীনে থাকা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত এই সব জনপদের লোকেরা বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্ম বা "ছুঁৎমার্গী ব্রাহ্মণ্যবাদ" যাহা পৌরাণিক যুগে মধ্যদেশে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা কখনও গ্রহণ করে নাই বলিয়াই তাহারা এত শীঘ্র মুসলমান ও 'অভারতীয়' হইতে পারিয়াছে। মুসলমান উর্দ্দু কবি হালীর 'আক্ষেপের' মূলে সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৩। Max Mueller,—*Chips from a German Workshop*, pp. 2, 333

৩ক। Muir—S I. I (2), 12,258.

উল্লেখ নাই (৪); (ii) একস্থানে যে আর্য্যবর্ণ বা জাতির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে সেখানে এক সংজ্ঞাতেই ভারতীয় সমাজের সকল উচ্চশ্রেণীকে বুঝাইয়াছে; পরে ক্ষত্রির, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ সকলেই আর্য্য (৫) বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; (iii) ব্রাহ্মণ শব্দটি পুরুষসূক্ত ভিন্ন কেবল ঋক-বেদের আটটি গানে পাওয়া যায়, কিন্তু 'ব্রহ্মণ' শব্দটি ছয়চল্লিশ বার পাওয়া যায়। তাহা হইলে যখন অধিকাংশ ঋকসমূহ রচিত হয়, সেই সময় প্রথমোক্ত শব্দটি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'রাজন্য' শব্দটি কেবল পুরুষসূক্তে পাওয়া যায় এবং দুই-এক জায়গায় (১০, ১০৯, ৩) ক্ষত্রিয় অর্থে রাজবংশীয় লোক, অভিজাত বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' শব্দ শুধু পুরুষসূক্তেই পাওয়া যায়, যদিচ বেদে 'বিশ' অর্থে জনসমূহ (people) বুঝাইয়াছে; (iv) প্রথমে "ব্রাহ্মণ শব্দটির অর্থ ছিল, জ্ঞানী (sage), কবি, 'পুরোহিত'; অবশেষে বিশিষ্ট প্রকারের পুরোহিত; (v) কতগুলি ঋকে (১,১০৮,৭; ৪,৫০,৮; ৮, ৭, ২০; ৮,৪৫,৩৯ প্রভৃতি) 'ব্রহ্মণ' অর্থে পেশাদার পুরোহিত বুঝায় বলিয়া অনুমিত হয়; (vi) কতকস্থানে ইহার অর্থে কোনও ব্যক্তির কোন বিশিষ্টগুণকে বুঝাইতেছে বলিয়া বোধ হয় (১০, ১০৭,৬); (vii) ব্রাহ্মণ অর্থে 'ব্রহ্মপুত্র' — ব্রাহ্মণের ছেলে (২,৪৩,২) বুঝায় মনে হয়, এই অর্থ প্রচলিত হইবার সময় পৌরহিত্য কার্য্য একটি পেশা হইয়াছে।

এতদ্দারা বুঝা যায় যে, বেদের প্রথমযুগে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না, ইহা পরে উদ্ভূত হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে সিমারের তর্কসূত্র অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত একমত হইয়া অনুমান করেন যে,

৪। ঋকবেদের 'পুরুষ সূক্ত' ব্রাহ্মণ্যবাদের সৃষ্টির পর বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া আজকাল বিবেচিত হইতেছে।

৫। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে শূদ্রকেও 'আর্য্য' বলা হইয়াছে। মুইরের গবেষণা এই পুস্তক আবিষ্কারের পূর্ব্বে হইয়াছিল।

যেমন প্রাচীন জার্ম্মান কৌমগুলি বৈদেশিক অভিযানের ফলে ধর্ম্মমণ্ডলীর (Church) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া রাজতন্ত্র বিবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ বৈদিক কৌমগুলিও অভিব্যক্ত হয়। প্রথমত বৈদিক সমাজে জাতিভেদ-পদ্ধতি পাওয়া যায় না। বোধ হয় পরে অবস্থাধীনে বাধ্য হইয়া শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল। বেদেই দেখা যায় যে পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে বিভিন্ন আর্য্য কৌম দক্ষিণে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। 'দশ রাজার যুদ্ধ' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পক্ত (৬) ভলানা, অলিনা, ভিসানিন, শিব প্রভৃতি পঞ্চ কৌম, 'যদু, অনু, দ্রুহ্যু, তুর্ভাসা, পুরু' প্রভৃতি আরও পঞ্চ কৌমের সহিত সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অভিযান করিলে ত্রৎসু-ভারত কৌম তাহার রাজা সুদাসের অধীনে এই সম্মিলিত অভিযানকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপরোক্ত যুদ্ধে পরাজিত করে (৭।১৮)। এই সম্মিলিত দশ রাজাদের মধ্যে অনেকে পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমের পর্ব্বত-মালার পরপার হইত আসিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এ যুদ্ধেই 'পক্ত' জাতির সম্বন্ধে প্রথম সংবাদ পাওয়া যায়। হেরোডোটাস্ ইহাকে (এই 'পক্ত' জাতিকে) 'পক্তু' বলিয়াছেন; ইহারা আজও নিজদিগকে 'পক্তুন' বা 'আফগান' বলিয়া অভিহিত করে। ভারতীয়গণ ইহাদিগকে পাঠান বলে। গজনীর মাহমুদের দরবারী ঐতিহাসিক আলবেরুণী বলেন, অনুমান দেড়

৬। হেরোডোটাস সিন্ধুনদের উত্তর-পশ্চিমভাগে 'Paktues' নামক জাতি ও তাহাদের দেশকে 'Paktues Ge' বা 'Paktyika' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেরোডোটাসের মতে পক্তুদের একাংশের নাম ছিল 'গান্দারী'; অপর একাংশের নাম 'আপ্রিদি'। পণ্ডিতদের অনুমান, ইহারাই বর্ত্তমান পূর্ব্ব-আফগান কৌম 'পক্তুন'; ভারতীয়েরা এদের পাঠান বলিয়া থাকেন। ভালানারাও সীমান্তবর্ত্তী কৌম ছিল। হয়ত বর্ত্তমান "বোলান খাড়ি" (Bolan pass) ইহাদের নামটিকে আজও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। হুয়েঙ্‌সাঙ্ 'আলিনি' রাজ্যের নাম উল্লেখ করেন। বোধ হয়, কাফিরি-স্থানের নিকট এই আলিনারা বাস করিত। ভিসানিনদের সনাক্ত করা যায় না। 'শিব' জাতি বোধ হয় পরে 'শিবি' নামে মহাকাব্যে উল্লিখিত হয়।

হাজার কিম্বা দুই হাজার বৎসর পর গজনীর মাহমুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করে তখন সোলেমান পর্ব্বত এবং সিন্ধু-উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী দেশের অধিবাসীরা নিজেদের 'আফগান' বলিত। ইহারা মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয় ও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

এই দশরাজার যুদ্ধে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পারোমামিশুস (বর্ত্তমান হিন্দুকুশ) পর্ব্বতের দিক থেকে দলে দলে বিভিন্ন কৌম যুগযুগান্ত ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আসিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই পর্ব্বত-মালার কৌমগুলির লক্ষ্য হইতেছে সিন্ধু ও গঙ্গা উপত্যকার উর্ব্বরা ভূমিতে বাসস্থান ও উপনিবেশ স্থাপন করা। দশরাজার যুদ্ধের অন্যতম নেতা "পক্ত"রাজার প্রচেষ্টাও প্রায় তিন হাজার বৎসর পরে তাহার বংশধর আহমেদশা আবদালীর চেষ্টা উভয়ই একই গতির (tendency) পরিচায়ক। দক্ষিণস্থ উর্ব্বরা ভূমির অধীশ্বর হইবার জন্যই এই সব অভিযান। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই পঞ্চনদে ও যমুনা বা গঙ্গার কূলে উপনিবেশ স্থাপনকারী আর্য্য কৌমগুলি নূতন অভিযানকারীদের বাধা প্রদান করিত। এই সব ব্যাপার ইউরোপের অন্ধকার যুগের Voelkerwanderung"র (কৌমদের পরিভ্রমণ) ন্যায় ছিল। বিভিন্ন কৌমসমূহ একত্রিত হইয়া নূতন দেশ দখলের জন্য সদা সচেষ্ট থাকিত। উত্তর-পশ্চিমের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে কত অভিযান হইয়াছে তাহার খবর কে রাখে? কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদের মতে পশ্চিম পঞ্জাবের লাঢনা (Ladhna) উপভাষা ও কাশ্মিরী ভাষায় (৭) 'খো' ভাষায় নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ভাষাকে (খো) প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ "পৈশাচিক প্রাকৃত ভাষা" (৮) বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার অর্থ

৭। Imperial Gazetteer—Punjab দ্রষ্টব্য।

৮। Grierson—The Paichacha Prakrit Language.

খাঁটি সংস্কৃতভাষীদের বাহিরের জাতিগুলি এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। এ-সব ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই ভারতের অভ্যন্তরস্থিত কৌমগুলি সমাজের নূতন অভিব্যক্তি করিয়া সভ্যতায় পশ্চাদবস্থিত অনুন্নত জাতি কৌমগুলিকে "পৈশাচিক ব্রাত্য এবং ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত," পরে "যবন" ও "ম্লেচ্ছ" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া 'পর' করিয়াছে। বহুপরে যখন গজনীর সুলতানবংশ ও ঘোরবংশের শাসন সময়ে সভ্যতায় পশ্চাদবস্থিত অনগ্রসর এই সকল কৌম মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে তখন ভারতীয়দের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহারা বৈদেশিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এজন্যই আজ "পাঠান, দরদ, গিল্‌গিট্‌, চিত্রালি" প্রভৃতি জাতিগুলি হিন্দুদের নিকট বৈদেশিক ও ভিন্ন-জাতীয় বলিয়া গণ্য হয় যদিচ অনুসন্ধান করিলে তাহাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার এবং জনশ্রুতির মধ্যে 'হিন্দুর' সংবাদ এখনও মিলে! বোধ হয়, ইহাদেরই উল্লেখ করিয়া আল-বেরুণী বলিয়াছেন, ভারতের সর্ব্ব-পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী লোকেরা অতি বর্ব্বর, ইহারা ভারতীয় বা তাহাদের সম্পর্কিত জাতি।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, রাজনীতিক সংঘর্ষের ফলে যেমন খৃষ্টীয়-জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল, ভারতেও সে কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্র বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন কি-প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে বিদেশ (পররাজ্য) জয়কারী ও জয়েচ্ছু লোকদের যুদ্ধের জন্য রাজার প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রত্যেক যুদ্ধকারী আর্য্য-কৌমগুলির একজন করিয়া 'রাজা' বা 'নেতা' বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যখন আর্য্য-কৌমগুলি পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতের অভ্যন্তরে আসিতে থাকে তখন তাহারা স্থানীয় আর্য্য বা আদিম অধিবাসীদের দ্বারা ক্রমাগত বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই বাধা

* Al-beruni—Prologemena to India.

জয় করবার জন্য বহুসংখ্যক লোকের দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হইত। ইহার মধ্যে সর্ব্বাধিক ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন রাজাই সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে পারিত। এতদ্দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। যে-সকল কৌম পরাজিত হইত তাহাদের লোকদের আংশিকভাবে দলভুক্ত করিয়া নেওয়া হইত। ফলে, ঐ সকল পরাজিত কৌমের রাজারা স্বীয় স্বাধীনতা হারাইতেন: এইরূপ অনেক চেষ্টা ও কষ্টের পর আদিম অধিবাসীদিগকে পর্ব্বতে ও বনে তাড়াইয়া আর্য্যেরা যমুনা ও গঙ্গা তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ দখল করে। যেসকল আদিম অধিবাসী হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে পলায়ন করিল না, তাহারা আক্রমণকারীদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং তাহাদের আজ্ঞাধীন হইয়া নানা দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও গ্রামেই বাস করিতে লাগিল। বিজেতাগণ বিজিতদের জমি ভাগ করিয়া নূতন দেশের চারদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বসবাস করিতে লাগিল; পঞ্জাবে অবস্থানকালে যেমন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অতি অল্প-সময়ে সশস্ত্র ও একত্রিত হইতে পারিত, এই সুবিস্তৃত দেশে তাহা সম্ভব হইত না। এইজন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ থামাইবার জন্য সম্রাটকে একদল যোদ্ধা নিজের পার্শ্বে রাখিতে হইত। এই সময়ে ছোট ছোট কৌমের রাজারা এই সম্রাটের বর্দ্ধিত ক্ষমতা দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহার দলে মিশিয়া যাইত, নতুবা সেই শক্তিদ্বারা তাহার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইত। ফলে, সে তাহার কৌমের গোষ্ঠী ও সদলবলে সম্রাজের যোদ্ধৃ অভিজাতদের মধ্যে মিশিয়া যাইত।

এই প্রকারে 'বিশ' হইতে বিভিন্ন একজন রাজা উদ্ভূত হইত। এই অবস্থায় যোদ্ধৃ-অভিজাতবর্গ ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং এই ব্যবসায় তাহাদের পুত্রদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রদান করিত। প্রয়োজন হইলে, 'বিশ'গুলিও (people) যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইত। বিশগুলিও যে যুদ্ধ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিত তাহারও প্রমাণ আছে। বেদে যুদ্ধ ব্যাপারে "বিশম্ বিশম্" (১০,৮৪, ৩) শব্দের প্রয়োগ আছে। সিমারের

মতে এই শব্দটির অর্থ, সৈন্যদলের একটি অংশ, অর্থাৎ পল্টনদের একটি অংশকে এই নামে অভিহিত করা হইত; কিন্তু বিশেরা যে যুদ্ধকালে যোগদান করিত তাহা কিথ্ ও ম্যাকডোনেল (Vedic Index, vol. ii., pp. 248-256) স্বীকার করেন। পুরাকালে যুদ্ধের সময় সৈন্যরা কুল ও কৌম (জন-৯,৫৩,১২) অনুসারে নিজের কুলপতি ও কৌমপতির নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। মধ্যযুগেও উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গ্রীক ইতিহাসে গ্রীস-আক্রমণকারী পারস্য-বাহিনীর বিষয়ে হিরোডোটাসের এবম্প্রকারের বর্ণনা রহিয়াছে; তথায় গান্ধারীদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভারতীয়-দের যুদ্ধ করিবার বিষয় উল্লিখিত আছে। মুসলমানযুগের ভারতীয় সৈন্যদলেরও এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। এইজন্যই অনুমিত হয় যে 'বিশম্ বিশম্' অর্থ কৌমগত 'বিশ' নামক রাষ্ট্রীয় অংশ। সৈন্যদলে 'বিশ' অপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশকে রাষ্ট্রীয় বিভাগ অনুসারে 'গ্রাম' বলা হইয়াছে। বেদোক্ত উদাহরণসমূহ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একটি কৌমের যোদ্ধা সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত হইত; যথা, বিশ, গ্রাম বা ব্রজ, কুল।

"বিশ" প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য, পশুপালন এবং বাণিজ্যাদিতে লিপ্ত থাকিত। কিন্তু রাষ্ট্রীয়কার্য্য সম্পর্কে "বিশ" সভা-সমিতি এবং সেনার সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়া ইহাকে 'বল' বা 'শক্তি'র (Power) প্রতিনিধি বলিয়া অথর্ব্ববেদের শেষভাগে (অথর্ব্ব ৩, ১৯.১; ৯, ৭, ৯) জন-সাধারণকে বলের সহিত একশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এই সময় রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণী উদ্ভূত হয়; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বল (বিশ) (অথর্ব্ব ৯, ৭, ৯; ৩১৯, ১)। বোধ হয়, জীবিকার বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরিয়া এই তিনটি শ্রেণী ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হয়। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিশ ও বলকে এক বলিয়া সনাক্ত করায় বুঝা যায় যে, তখনও রাষ্ট্রশক্তি সাধারণের হাতে ছিল। রাজা তখনও ভগবানের প্রতিনিধি বা স্বেচ্ছাচারীরূপে বিবর্ত্তিত হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্তুতি-গায়কদের অবস্থানের (position) বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের কবি-প্রতিভাকে ধর্ম্মের কাজে লাগাইয়া রাজা ও ধনীর প্রাণের ইচ্ছা দেবতার নিকট নিবেদন করিত। এজন্য তাহারা মোটা রকমের পারিশ্রমিক ও বক্‌শিশ্‌ পাইত। এভাবে তাহাদের খ্যাতি ও পদোন্নতি হইত এবং বিশেষভাবে দেবতাদের দ্বারা অনুগৃহীত বলিয়াও বিবেচিত হইত। বৈদিক-যুগের শেষে এই প্রথা হইয়াছিল যে, পূজা সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য, সমস্ত কৌমের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল এবং যাহা রাজা সম্পাদন করিতেন তাহা তিনি স্বয়ং না করিয়া একজন স্তুতিগায়কের উপর উহার কার্য্যভার ন্যস্ত করিতেন। এরূপ ভারপ্রাপ্ত একজনকে বলা হইত, 'পুরোহিত' (পুরএতা — ঋকবেদ, ৭, ৩৩. ৬); রাজা সুদাস ও তাঁহার কৌম ত্রৎসুর এরূপ একজন পুরোহিত ছিলেন 'বশিষ্ঠ' (৭, ৮৩, ৪)। এখানেই ভারতীয় পুরোহিতশ্রেণীর উদ্ভবের আরম্ভ (১)। এই প্রথার ফলে অভিজাতবর্গ জনসাধারণের নিকট থেকে যে-সুবিধা অর্জ্জন করে তাহা পূজক-শ্রেণীর সহিত ভাগ-বাটোয়ারা করিতে বাধ্য হয়। পূজকদের (priest) ক্ষমতা তাহাদের পৌরহিত্যের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজা আপন জন ও জনসাধারণের তরফ থেকে যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি করিতে পারিত। এই সময় অভিজাতবর্গও যে পুরোহিত হইতে পারিত তাহা দেবাপি আরতি সেনার (ঋক্ ১০।৯৮; যাস্ক নিরুক্ত ।১০, এই ব্যাখ্যা দিতেছে) ব্যাপারে দৃষ্ট হয়। যখন একটি বিশিষ্ট শ্রেণী উদ্ভূত হইল, যাহা রাষ্ট্রীয় জনসমূহ ও দেবতাদের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতা করিতে লাগিল তখন পুরোহিতশ্রেণী কায়েম হইয়া রাষ্ট্রে আবার একটা নূতন সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি করে। এই প্রকারে রাজার স্তুতিগায়ক বা ভাট

। Roth—Zur Litteratur und Geschischte ; p. 117 ;
Zimmer—altindisches Leben : p. 195 ; Vedic Index—vol. II. pp. 249—251.

পরে দেবতাগণের অনুগৃহীত পুরোহিত এবং তৎপর ব্রাহ্মণদেবতারূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

এই প্রকারে পুরোহিতশ্রেণী (Sacredos Civitatis) সৃষ্ট হইয়া একটা প্রথায় পরিণত হইলেও পুরোহিত দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করা কোন রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক রীতি ছিল না (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।২৭) এ বিষয়ের সাক্ষ্য সুদামানের পুত্র রাজা বিশ্বম্ভর কোন পুরোহিতকে না নিয়াই স্বয়ং যজ্ঞ করিতেছে (১০)। কিন্তু স্তুতিগায়কেরা পুরোহিত পদটি নিজেদের মধ্যে একচেটিয়া করিয়া রাখিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে ; রাজাকে স্বয়ং পূজা থেকে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করে (৪,৫০, ৭ ; ৭, ৩৩,৬) আবার বলে, যে-রাজার পুরোহিত নাই, দেবতারা তাহার পূজার বলি গ্রহণ করে না ; এজন্য যে রাজা পূজা করিতে চায়, সে যেন একজন ব্রাহ্মণকে খাড়া করে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।২৪)। এই প্রকারে, কালের গতির সহিত, পুরোহিত স্তুতিগায়কদের দাবীও বাড়ে (১০।১০৫।৮ ; ৭।২৬।১,২ ; ৮।৬৯।১৪)। এবং দেবতা ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এই স্তুতিগায়কেরা মধ্যবর্ত্তী লোকরূপে খাড়া হইতে লাগিল ; ধর্ম্মেও নানা আচার-অনুষ্ঠান সৃষ্টি হইতে লাগিল ; যজ্ঞের ফল ইহাদের নৈষ্ঠিক কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। আবার এই স্তুতিগায়কগণ নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের গানগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া তাহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়াইতে লাগিল (১১) যখন গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি বিজিত হইতে থাকে তখন সেই সকল স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার এই সকল চালাকও

১০। Roth—Zur Litteratur und Geschischte, p. 118

১১। এই উপায়ে এই বর্ব্বর আর্য্য কৌমদের রাজা ও তাহাদের স্তুতিগায়কদের গানগুলি, যাহা সাদা "চাষার গান" মাত্র, তাহা আজ পর্য্যন্ত "আপৌরুষের" বেদবাক্য বলিয়া হিন্দুর চোখে ধাঁধা দিতেছে।

জনশ্রুতির সহিত পরিচিত এবং শিক্ষিত লোক ব্যতীত কাহারা গ্রহণ করিবে? যখন এই শ্রেণী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে নিজেদের অধীন করিতে চেষ্টা করে তখন তাহাদের শক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমন সময়ে এই স্তুতি-গায়কশ্রেণী নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া এই শ্রেণীর সভ্যশ্রেণী হওয়ার ব্যাপারটিকে জন্মাধীন করে, তখন অন্যান্য শ্রেণী হইতে পৃথকীকৃত একটি গণ্ডীবদ্ধ পুরোহিত শ্রেণী সৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিনা আপত্তিতে রাজা ও অভিজাতবর্গ ব্রাহ্মণদের এই দাবী গ্রহণ করে নাই। এই সময়ে যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া হইতে পারে নাই তাহা বেন রাজার ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ করিতে নিষেধ করায়, পুরুরবা দ্বারা তাহাদের অলঙ্কারাদি অপহরণ, এক হাজার ব্রাহ্মণ দ্বারা নহুষের রথ বা পাল্কী টানান প্রভৃতি উপাখ্যান হইতে বোঝা যায়। তৎপর অনেক ভীষণ শ্রেণী-সংঘর্ষ * রক্তপাত ও অত্যাচারের পর পুরোহিত দল নিজেদের দাবী গ্রাহ্য করাইয়া নিয়াছে এবং নিজেদের সুবিধানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। রামায়ণ মহাকাব্যে পরশুরামের ক্ষত্রিয়সংহার (১১ক)

* ওয়েবার ও সিমার দ্রষ্টব্য।

১১ক। এই যুদ্ধের ব্যাখ্যা পার্জিটার কিন্তু অন্যভাবে করিয়াছেন। তিনি মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া (১, ১৭৮, ৬৮০, ২-১৫) বলিতেছেন, এই যুদ্ধটি হৈহয়বংশীয় কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রদের সহিত তাহাদের পুরোহিত বংশীয় ভার্গবদের মধ্যে আরম্ভ হয়। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন ভার্গবদের অনেক ধন প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ ভার্গবদের উহা প্রত্যর্পণ করিতে বলে; তাহারা প্রত্যর্পণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে হৈহয় রাজপুত্রেরা বলপূর্ব্বক ঐ ধন কাড়িয়া নেয়। ইহাতে ভার্গবেরা অন্য দেশে পালাইয়া যায়, এবং উত্তরে ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। ইহাদের বংশে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অযোধ্যার রাজবংশে বিবাহ করেন। ইহারই পুত্র পরশুরাম। অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্য তাহার দিগ্বিজয়ের সময় জমদগ্নিকে উত্যক্ত করে। ইহাতে বিবাদ বাধে এবং অর্জ্জুনের পুত্রগণ জমদগ্নিকে মারিয়া ফেলে। পরশুরাম প্রতিহিংসায় অর্জ্জুনকে ও অনেক হৈহয়কে নিহত করে। তত্রাচ হৈহয়রা বহুকাল পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া উত্তর-ভারত ছারখার করিয়া ফেলিত। অবশেষে অযোধ্যার রাজা সাগর তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া হৈহয়শক্তি ধ্বংস করে। পার্জি-টারের মতে এই গল্পই ব্রাহ্মণেরা উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে দিয়া পরশুরাম কর্তৃক একুশ

উল্লিখিত আছে (১২)। এই শ্রেণী সংগ্রামের সময় অনেক স্তুতি বা গান রচিত হইয়া অথর্ব্ব বেদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল রচিত গানে সংগ্রামের তীব্রতা ব্যক্ত হইয়াছে (অথর্ব্ব, ৫।১৭-১৯)।

এই শ্রেণী-সংগ্রামে ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য শ্রেণীর উপর ক্রোধের ঝাঁঝটা অথর্ব্ববেদের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে : "যখন কোন স্ত্রীলোকের দশজন অ-ব্রাহ্মণ স্বামী বর্ত্তমান থাকাকালে অপর একজন ব্রাহ্মণ তাহার পাণিগ্রহণ করে তখন সেই ব্রাহ্মণ একাই তাহার স্বামী (অথর্ব্ব ৫,১৭,৮), একজন ব্রাহ্মণই একা তাহার স্বামী—একজন রাজন্য নয়, একজন বৈশ্য নয়। ইহা সূর্য্য তাহার স্থান হইতে পঞ্চজনকে (পঞ্চকৌম) ঘোষণা করিয়াছে" (অথর্ব্ব ৫,১৭, ৮)। পুনঃ বলা হইতেছে :

বার নিক্ষত্রিয়করণে খাড়া করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জনশ্রুতি এবং রাম ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরামের পরাজয়ের কথা বলিয়া ক্ষত্রিয়দের সম্মান বাঁচাইয়াছে (Pargiter——"Ancient Indian Historical Tradition" : pp. 199—200)। এই শব্দ সম্বন্ধে ওয়েবার ও সিমার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত পার্জিটারের ব্যাখ্যা মিলে না। যদি বহুবর্ষব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধ দুইটী বংশের ব্যক্তিগত ঝগড়ার সহিত দুইটি ক্ষত্রিয় রাজবংশের আধিপত্যের কলহে মিলিত হওয়াতে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা কেন রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত পরশুরামের পরাজয়ের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হবে? বহুপরে "মহাবীর-চরিত" গ্রন্থে ভবভূতিও ক্ষত্রিয়কে শাসক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরশুরামের পরাভব ঘটাইয়াছেন। মূলতঃ ইহা শ্রেণী সংগ্রামেরই পরিচায়ক। আর শতরুদ্রিয়ের শ্লোকে (যজুর্ব্বেদ ১৬, ১, ২১) "তস্করাণাং পতয়ে নমঃ" প্রভৃতি এবং অথর্ব্ব বেদের রাজন্যদের দ্বারা ব্রাহ্মণের স্ত্রী লুণ্ঠন ও গরু মারিয়া খাওয়ার কাতরোক্তি কেন উল্লিখিত হইবে? আবার পার্জিটার ভুলিতেছেন তিনি রামায়ণের গল্প বাদ দিয়াছেন, মহাভারতের এই গল্পও ব্রাহ্মণের দ্বারা রচিত, তাহাতে শ্রেণী সংগ্রাম লুকাইত করা হইলেও পরশুরামের পরাজয় স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়দের শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে। আবার সিমার ও লাসেন মহাকাব্যসমূহ মধ্যে এই শ্রেণী সংগ্রামের স্মৃতি স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতে দেখেন। (Lassen—1² 705 ff ; Zimmer.—p. 197.

অন্যপক্ষে জৈন পুস্তকে বর্ণিত আছে যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র সুভৌম একুশবার পৃথিবীকে অব্রাহ্মণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণদের জনশ্রুতির ইহা পাল্টা জবাব।

১২। Lassen : 705 ; Shamasastry : Evolution of Indian Polity pp. 43-74.

"তাহারা দেবতা এবং মানুষদের প্রত্যর্পণ করে, যখন রাজারা ন্যায় বিচার করিয়া ব্রাহ্মণদের স্ত্রী প্রত্যর্পণ করে" (অথর্ব ৫, ১৭, ১০) "যখন তাহারা ব্রাহ্মণদের স্ত্রী প্রত্যর্পণ করে এবং (তদ্দ্বারা) দেবতাদের নিকট নিজেদের পাপের শোধ-বোধ করে, তখন পুণ্যের পরিবর্ত্তে পৃথিবীতে আরও অধিক রাজত্ব পায়" (অথর্ব্ব ৫,১৭,১১)। আবার বলা হইতেছে "হে নৃপতি, তুমি দেবতাদের এই গরু খাইতে দিও না; হে রাজাদিগের বংশধর, তুমি ব্রাহ্মণদের গরু মারিও না, যাহা তোমার খাওয়া উচিত নয়" (অথর্ব্ব ৫।১৮।১)। আবার "যে ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, যে তাহার কাছে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়, যে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া তাহার সম্পত্তি চায়—দেবতাদের ঐ উৎপীড়কের হৃদয়ে ইন্দ্র আগুন জ্বালায়, যে এমন করে তাহাকে উভয় জগত ঘৃণা করে" (অথর্ব্ব ৫।১৮।৫।) আবার "অগ্নির প্রিয় তনুর ন্যায় একজন ব্রাহ্মণ অবধ্য; সোম হইতেছে আত্মীয়, ইন্দ্র অকল্যাণ হইতে তাহার রক্ষাকর্ত্তা (অথর্ব্ব ৫।১৮।৬)।

এই সকল শ্লোকে ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে তাহাদের উপর রাজন্যবর্গের অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া শেষোক্তদের অভিসম্পাত করিতেছে। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে উভয়শ্রেণীই অন্যায় ও অবিচার করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বৈদিকসাহিত্যে এই শ্রেণী-সংগ্রামের উল্লেখ অনেকস্থলেই আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা রাজন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। (২,৫,১০,১ ইত্যাদি) আবার মৈত্রিয়াণী সংহিতা (৪,৩,৮), বাজসনেয় সংহিতা (২১।২১) প্রভৃতিতে ক্ষত্রিয়ের উপর ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। কখনো ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের যুদ্ধ হইয়াছে (কাথক সংহিতা ১।৮।৫); যজ্ঞ করিবার ক্ষমতা (অধিকার) পাইয়া ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় ক্ষত্রিয়কে জনসাধারণের সহিত কলহে প্রবৃত্ত করিয়াছে (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২,২,১১,২ ; মৈত্রিয়াণী সংহিতা ২,৬,৫ ; ২,১,৯ প্রভৃতি ; কাথক

সংহিতা ১৯।৮ প্রভৃতি) বা অন্য ক্ষত্রিয়দের সহিত কলহ বাঁধাইয়া দিয়াছে (মৈত্রিয়াণী ১১,৩,৩, ১০)। আবার কোন কোন স্থানে জনসাধারণ ও অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে (তৈত্তিরীয় ২,২,১১,২ ; মৈত্রিয়াণী ১,১,৫ ; ২,১,৯, কাথক ২৯।৮ প্রভৃতি)।

এই শ্রেণী-সংগ্রামের সময় যখন রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণের দাবীতে অশ্ব ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তখন অভিজাতশ্রেণীর নামে অনেক অত্যাচারের কাহিনী অথর্ববেদে লিপিবদ্ধ আছে (অথর্ব্ব ৮-১২)। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ওয়েবারের মত, এই সময়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যজুর্ব্বেদের "শতরুদ্রিয়" রচিত হয় (বাজসনেয় ১৬=তৈত্তিরীয় ৪,৫, ১-১১=কাথ ১৭, ১১-১৬)। তিনি বলেন, সাধারণতঃ এই সময়ের ভারতীয় জীবনের চিত্র বড় সুবিধাজনক নয়। অনেক প্রকার চৌর্য্যবৃত্তি, ডাকাতি, খুন, জুয়াচুরি, রাহাজানি (বাজ ২০-২২) প্রভৃতিতে সেই সময় বড় বিপজ্জনক বলিয়াই মনে হয়। এই সময়ের অনেক বর্ণসঙ্কর জাতিরও উল্লেখ আছে (বাজ ২৬, ২৭)। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, এই জাতিগুলি বিনা প্রতিবাদে সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া যায় নাই। তাহারা প্রকাশ্যে বা গুপ্তভাবে তাহাদের অত্যাচারীদের উপর প্রতিশোধ নিয়াছে। এই সময়ে যে-দেবতার (রুদ্র) আরাধনা হইত, সেও অত্যাচার ও ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। এজন্য মনে হয়, 'শতরুদ্রিয়' স্তোত্র মহাকাব্যের সময়ের পূর্ব্বে এবং একটা মধ্যবর্ত্তী-যুগে রচিত হয় (১৩)।

১৩। Weber—"Ind. Stud,", 2, 32. সংস্কৃত ভাষায় 'শতরুদ্রিয়' স্তোত্রে গিরিশ, 'শিব', পিনাকং" 'ত্রিশূলাদিবৎ.' 'নীলগ্রীবা', 'পশুপতয়', 'কপর্দ্দিনে' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা রুদ্রকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বৈদিক রুদ্রকে পৌরাণিক ত্রিশূলধারী 'শিবে' পরিণত করা হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানটি কখন হয় তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ইহা নিশ্চয়ই বৈদিক যুগের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। যখন পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি রচিত হয় তখনই ত্রিশূলধারী নীলকণ্ঠ শিবের সৃষ্টি হয়। আবার মহেন্জোদাড়োতে ত্রিশূল, লিঙ্গপূজা, যোনীপূজা, ধ্যানী যোগীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কখন বৈদিক রুদ্র ও সিন্ধু উপত্যকার

ওয়েবার বলেন, আশ্চর্য্যের কথা এই যে পুরোহিতশ্রেণী দৃঢ়তা সহকারে নিজেদের দাবী আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল এবং উহা বৃথা যায় নাই। অবশেষে তাহাদের চারিটি দাবী গ্রাহ্য হয় (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১, ৫, ৭, ১): (ক) 'অর্ঘা'—অর্থাৎ প্রত্যেকে পুরোহিতকে সম্মান করিবে; (খ) 'দান'—প্রত্যেকে তাহাকে উপঢৌকন দিবে; (গ) 'অজেয়তা'—তাহাকে কেহ অত্যাচার বা অবনমিত করিতে পারিবে না; (ঘ) 'অবধ্যতা'—কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় এবং উহাও স্বার্থ-দুষ্ট। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যজুর্ব্বেদের সময় চারিটি শ্রেণী উদ্ভূত হয়। বেদের ব্রাহ্মণকাণ্ডে যেমন ক্রিয়াকলাপ, যাগ-যজ্ঞের বহরের বর্ণনা আছে তেমন যজুর্ব্বেদের সময় চারিশ্রেণী বা চাতুর্ব্বর্ণ্য বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু ইহা পরবর্ত্তীকালের মত কড়া ছিল না। এই সময় থেকে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার গরিমাও বড় বাড়াবাড়ি করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ক্ষমতা যেমন রাজা ও যোদ্ধা রাজন্যদের হস্তে ছিল, এই সময় থেকে ব্রাহ্মণদের (পুরোহিতদের) ক্ষমতার দাবী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই যুগেই ক্ষত্রিয়দের দ্বারা ব্রাহ্মণদের দাবী গ্রাহ্য করাইয়া নেওয়ায় কথা পাওয়া যায় কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণদের তরফের কথা। রামায়ণে আবার ইহা ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে (১৩ক)। সামশাস্ত্রীর মতে, এই শ্রেণীসংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণই জয়লাভ করে। পরশুরাম ইক্ষাকুবংশীয় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথে

লিঙ্গোপাসনা (ইহাই কি বেদে ঘৃণিত 'শিশ্নোদেবা' পূজা ছিল?) মিলিয়া ত্রিশূলধারী পিনাকী, নীলকণ্ঠ হিন্দুর শিব বা মহাদেবের কল্পিত হইল তাহা অনুসন্ধানের বস্তু। শতরুদ্রিয়ের এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যদ্বারা ইহাকে পরে লিখিত হইয়া বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ওয়েবার বলেন, বৌদ্ধদিগের মতে এই স্তোত্র তাহাদের বিরুদ্ধে রচিত হইয়া পরে বেদে সংযোজিত করা হইয়াছে।

১৩ ক। জৈন ধর্ম্ম-পুস্তকসমূহে বলা হইয়াছে যে, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র সুভৌম একুশবার ক্ষিতি নিব্রাহ্মণ করিয়াছিল—জৈন 'হরিবংশ পুরাণ', 'সুভৌম চরিত' দ্রষ্টব্য।

গিয়া বাস করেন। মালাবারের নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের জনশ্রুতি এই যে তাঁহারা পরশুরামের স্থাপিত ঔপনিবেশিকদের বংশধর। ইহা সামশাস্ত্রীর মতে সম্ভবপর ; কারণ, তাঁহার মতে এই প্রথা (১৪) সেখানে পরশুরাম কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিনের ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের ব্যাপারে ঠিক 'ব্রহ্মগাভী' ও 'ব্রহ্মজায়া' প্রথা পাওয়া যায় না ; সামশাস্ত্রীর মতে, 'ব্রহ্মজায়া' ও 'ব্রহ্মগাভী' নিয়া ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ উপস্থিত হইত এবং ক্ষত্রিয়েরা তাহাদেরই সন্ততি। প্রধান পুরোহিত ও প্রথমা ব্রহ্মজায়াই রাজশক্তি হাতে পাইত। অন্য পুরোহিত ও ব্রহ্মজায়াদের সন্তানেরা Militia-র ন্যায় একটি সৈন্যদল গঠিত করিত। রাজা ও তাহার সৈন্যগণ বিবাহ করিতে পাইত না। কতকগুলি রাষ্ট্রের রাজা উক্ত প্রথার প্রতিবাদ করিয়া নিজেরা ব্রহ্মজায়াদের বিবাহ করে। 'ব্রহ্মগাভী' স্তোত্রপাঠে বুঝা যায় যে, গরু নিয়া মধ্যে মধ্যে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত। সামশাস্ত্রীর মতে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, পরশুরাম ও কার্ত্তবীর্য্যের সহিত কলহ "ব্রহ্মজায়া"ও "ব্রহ্মগাভী"নিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি যে ব্যাপার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণাধিপত্যের পরে সমাজে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বে নয়। তাঁহার ব্যাখ্যা-প্রসূত অনুষ্ঠানাদি ব্রাহ্মণ্য-পৌরহিত্য-বাদের বুজরুকি বা বাহাদুরীর গল্প বলিয়া মনে হয়। অপরাপর সংস্কৃত-বিশারদেরা এই শ্লোকগুলির এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বোধ হয়, সুদূর দক্ষিণ-ভারতে নায়ার জাতির প্রতি নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের অত্যাচারের চিত্র সামশাস্ত্রী মহাশয় বেদেও দেখিতে চান! সেইজন্যই এই অদ্ভুত গল্প বেদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে! অবশ্য ঋকবেদে রাজন্য-কন্যাদের সহিত ঋষিগণের বিবাহের কথা উল্লিখিত আছে, আবার সেখানে ঋষি-কন্যাদেরও রাজন্যবর্গের সহিত বিবাহের সংবাদ

১৪। R. Shama Sastry : op. cit. P 43,73—74.

পাওয়া যায়। ঋকবেদে ৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে রাজা রথবীতি তাহার কন্যাকে শ্যাবাশ্বের সহিত বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই মণ্ডলের অপর একটি শ্লোকে (১৮) উল্লিখিত আছে, "সাম যোগ সম্পন্ন হইলে তুমি আমার হইয়া রথবীতিকে ইহা নিবেদন করিও যে তাঁহার কন্যার (প্রতি) আমার প্রণয় কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই।" এই থেকে একটি রাজকন্যার সহিত জনৈক ব্রাহ্মণের বিবাহের সংবাদ জানা যায়। অপরপক্ষে, ক্ষত্রিয় রাজার সহিত ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহের সংবাদও ঋকবেদে (১, ১২৬,৬-৭) ও পুরাণে (বৃহৎ দেবতা ৩,১৫৫-৪৩৩) পাওয়া যায়; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় কথিত ব্রহ্ম-জায়ার সন্ধান এই সকল শ্লোকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদে ৫, ১৭, ১০ উল্লিখিত আছে, (এবম্প্রকারে) "দেবতারা তাহাকে প্রত্যর্পণ করে, (এমতে) পুরুষেরা স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করে। রাজারা যাহারা তাহাদের সত্য রক্ষা করিয়াছিল তাহারা ব্রাহ্মণের বিবাহিত-স্ত্রী ফিরাইয়া দেয়।" অথর্ব্ববেদের অন্য এক শ্লোকে বলা হইয়াছে, "অন্য লোক যদি তাহার ঘরে (একজন ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে) আনয়ন করে সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী ভীতিপ্রদ বা ভীষণ হয়। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ পর্য্যন্ত সে অমঙ্গল আনয়ন করে (৫,১৭,৬)।"

অথর্ব্ববেদের (৫,১৮,১) "ব্রহ্মগাভী" স্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—"হে নৃপতি, দেবতারা এই গাভী তোমাকে আহার করিতে দেয় নাই, হে রাজন্ ব্রাহ্মণের গরু ভক্ষণ করিতে চাহিও না; উহা কেহ খাইতে পারে না।" অপর এক শ্লোকে (৫,১৮,৭) উক্ত হইয়াছে, "যে মূর্খ ব্রাহ্মণের খাদ্য খায় এবং মনে করে ইহার আস্বাদন ভাল, সে খায় বটে কিন্তু গরু হজম করিতে পারেনা। কারণ শত কাঁটা সংলগ্ন থাকে।" আবার আর একটি শ্লোকে (৫,১৮,১০) বলা হইয়াছে, "বৈতহব্যেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কারণ তাহারা জনৈক ব্রাহ্মণের গরু ভক্ষণ করিয়াছিল।"

এই সকল শ্লোক থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'রাজন্য'রা ব্রাহ্মণের

স্ত্রী কাড়িয়া নিত এবং তাহার গরুও কাটিয়া খাইয়া ফেলিত। এইজন্যই ব্রাহ্মণের এত কাতরোক্তি, এত অভিসম্পাত প্রদান! এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে ওয়েবার ও সিমার প্রভৃতি মনে করেন যে, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের সময় এইসব জোর-জুলুম 'রাজন্য'রা ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রয়োগ করে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যবস্থা উপরোক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না (১৫)। জগতের কোন দেশেই শাসক-শ্রেণী নিজেদের ঘরের মেয়েদের তাঁবেদার পুরোহিতদের ভোগের উদ্দেশ্যে একচেটিয়া করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করে নাই। ইহা মানবের মনস্তত্ত্ববিরুদ্ধও বটে। ভারতে স্বাধীন ক্ষত্রিয়কুলসমূহের মধ্যেও পৌরহিত্য-বাদ সত্ত্বেও উহা সম্ভব হয় নাই। ঈজিপ্ত এবং বাবিলনে পুরোহিতশ্রেণীও এই প্রকারের দাবী উপস্থিত করে নাই।

এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মিটমাটের পর থেকে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী শ্রেণীর কর্ম্ম জন্মগত হইতে লাগিল। ইহা রাজা ও অভিজাতশ্রেণী হইতে অধিকাংশ সভ্য নিয়া সংগঠিত হইত; এবং ইহা পূর্ব্ব হইতেই কৃষি ও ব্যবসায়জীবী স্বাধীন জনসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই প্রকারে যোদ্ধৃশ্রেণী বা **ক্ষত্রিয়শ্রেণী** সংগঠিত হইয়া আর্য্যজাতির মধ্যে আর একটি স্তর সৃষ্টি হয়। যে-সকল 'বিশ'-সংশ্লিষ্ট স্বাধীন জনসাধারণ ছিল তাহারা তৃতীয় বর্ণ, "**বৈশ্যশ্রেণী**তে পরিবর্ত্তিত হয়। এই বিশ জনসাধারণ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীদ্বয় উদ্ভূত হয় এবং তাহারা একত্রিত হইয়াই জনসাধারণকে (বিশ) শোষণ করিত। এই উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমস্বার্থের পরিচয় "পুরোহিতদের দৃঢ় কর, ক্ষত্রিয়দের দৃঢ় কর" (বাজসনেয়

১৫। রমেশচন্দ্র দত্ত, ওয়েবার, সিমার, গ্রিফিথ প্রভৃতি কেহই উপরোক্ত শ্লোকসমূহের শাস্ত্রিজী প্রদত্ত উক্ত অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেন নাই। শাস্ত্রিজী দক্ষিণাপথবাসী, তথাকার নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের নায়ার স্ত্রীলোকদের উপর জঘন্য ব্যবহার ঢাকিবার জন্য বেদের এই সব শ্লোকের ব্যাখ্যাকার বেদের দোহাই দিয়া নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের কর্ম্মের whitewash করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৫,২৭) শ্লোকে পাওয়া যায়। উপরোক্ত শ্রেণী দুটি সমস্বার্থ সম্পন্ন হইয়া 'বিশ'এর বংশধর বৈশ্যের নিকট থেকে সমস্ত অধিকার কাড়িয়া নিয়া উহাকে তৃতীয় শ্রেণী করিয়া নামাইয়া দেয়। এইসঙ্গে প্রাচীন "আর্য্য" নামটিরও অধঃপতন হয়। 'আর্য্য' অর্থে তৃতীয় শ্রেণী বা 'বৈশ্য' বুঝাইতে লাগিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪,৩,১০,৮) বলা হইয়াছে, অধম স্তরে "শূদ্রার্য্যাউ"র (Sudra-ryau) স্থান। এই শব্দের অর্থ শূদ্র ও বৈশ্য বুঝায়। ইহা 'শূদ্র' এবং 'আর্য্যাউ' শব্দদ্বয়ের সন্ধিযোগে সৃষ্ট হইয়াছে। মহীধরের মতে (বাজসনেয় ২৬,৭ টীকা) 'আর্য্য'ও 'বৈশ্য' শব্দের একই অর্থ। আর্য্যজাতির (race) একটি বিশিষ্ট অংশ হইতে বৈশ্য জাতির উৎপত্তি হয় নাই। পূর্ব্বে "বিশ" অর্থে জাতির সকলকে বুঝাইত (প্রাচীন 'বিশ্য'—অথর্ব্ব ৬,১৩,১ ; বাজসনেয় ১৮,৪৮)

যখন ভারতীয় ও ইরাণী আর্য্য কৌমগুলি একত্রীভূত ছিল বা একত্রে বাস করিত, তখন তাহারা নিজেদের 'আর্য্য' (পুরাতন বক্ত্রীয় 'আইরা', প্রাচীন ফার্সী 'আরিয়া') নামে পরিচয় দিত। এই কৌমসমূহের সভ্যেরা ও তাহাদের বংশধরেরা 'আর্য্য' অর্থাৎ 'বন্ধু' কৌমের লোক বলিয়া পরিচিত হইত। এই নাম গ্রহণ করিয়া বৈদিক কৌমগুলি ভারতীয় ইতিহাসে আবির্ভূত হয়। ব্রাহ্মণযুগে এই নামেই সমাজের উপরের স্তরের তিন শ্রেণী পরিচিত হইত। "আর্য্য এবো ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়ো বা বৈশ্যো বা (শতপথ ব্রাহ্মণ ৮,১৬,)"। ঋকবেদে প্রথমে 'আর্য্য' শব্দের বিশ্বাসী, দয়ালু বা ভাল প্রভৃতি অর্থ ছিল। যখন পুরোহিত ব্রাহ্মণের দল ও ভূম্যধিকারী ক্ষত্রিয়ের দল নিজদিগকে 'আর্য্য' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত তখন তাহাদের কথাতেই ধরা পড়ে যে তাহারা বৈশ্যশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বৈশ্যশ্রেণী ঐতিহাসিকযুগে পতিত হয়। বৈশ্যদের সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সংবাদ অবগত হওয়া যায় না'। তাহাদিগের উপরের দুই শ্রেণীকে কর বা বলি দিতে

হইত এবং তাহাদের দ্বারা খেয়ালমাফিক ব্যবহৃত (exploited) হইত (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭,২৯)।

কিন্তু এই সময় "গ্রামাণী" পদ প্রাপ্তি বৈশ্যের চরম উন্নতির পরিচায়ক হইয়াছিল (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২,৫,৪,৪)। এই প্রকারে তিন শ্রেণীর বিবর্ত্তন হইয়া শেষ ও চতুর্থ শ্রেণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার এই শ্রেণীর ছিল, যদিচ ইহারা পদদলিত হইত — ইহাদিগকে 'শূদ্র' বলা হইত। 'শূদ্র' শব্দের অর্থ অজ্ঞাত; যজুর্ব্বেদে প্রথমে এই শব্দটি পাওয়া যায়। শূদ্রকে দুঃখের (তাপ) দেবতার বংশে উৎপন্ন বলা হইয়াছে (বাজসনেয় ৩০,৫); তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইহাকে যজ্ঞ করিতে অনুপযুক্ত বা অপারগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৭,১,১,৬)। অনেকে অনুমান করেন, যেসব আদিম অধিবাসীরা পরাজিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ও রীতি গ্রহণ করে তাহারাই শূদ্র নামে পরিচিত হয়। কেহ কেহ বলেন, আদিম অধিবাসীদের একটি বড় কৌমের এই নাম ছিল। কারণ টলেমী তাঁহার ভারতীয় ভূগোলে (৬,২০) আজকালকার বেলুচিস্থানের যেখানে 'ব্রাহুয়ি' কৌম বাস করে সেখানে Sudroi * নামে একটি বড় জাতি বাস করিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'ব্রাহুয়ি'গণ দ্রাবিড়ভাষী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, ইহারা তখনও আর্য্যদের দ্বারা বিজিত হয় নাই। এই জাতির অন্যান্য লোকেরা বিজিতাবস্থায় আর্য্যীভূত হইয়া আর্য্যসমাজের 'শূদ্র' নামে নিম্নশ্রেণীর সৃষ্টি করে (Vedic Index দ্রষ্টব্য)।* কিন্তু টলেমীর বিবরণ আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর লিখিত হয়; তখন ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে; শূদ্র বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীটি তখন উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য, জাতির একাংশের একটা

* এই উক্তি ভুল; কারণ, ঐ নামটি সংস্কৃত 'ক্ষুদ্রক' শব্দোদ্ভূত। নানা ভাষী বিপর্য্যয়ে ইহার উচ্চারণের প্রভেদ হইয়া Vedic Index-এর রূপ ধারণ করিয়াছে।

লক্ষণ হইতে সমগ্রজাতির নামকরণ হওয়ার নজীরও ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন প্রাচীনকালে টিউটনজাতি পূর্ব্ব-ইউরোপের কৌমগুলির লোক ধরিয়া রোমানসাম্রাজ্যে দাসরূপে বিক্রয় করিত; সেই কারণে সমগ্র পূর্ব্ব-ইউরোপের অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্ত Slav ও Serv ব[illegible] পরিচিত হইতেছে। কিন্তু এই প্রকারে 'শূদ্র' নামটির উৎপত্তি হওয়ার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

গ্রীকদের রচিত গ্রন্থসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে এই যুক্তির অযৌক্তিকতা ধরা পড়ে। একদিকে মেগাস্থিনিস্ বলিতেছেন: "All the Indians are free, and not one of them is a slave...but the Indians do not use aliens as slaves and much less a countryman of their own" (McCrindle —Fragments XXVI. Ar. Ind. 10)। অর্থাৎ "প্রত্যেক ভারতবাসীই মুক্ত; তাহাদের মধ্যে একজনও গোলাম (দাস) নাই... ভারতীয়েরা বিদেশীদের গোলামের কার্য্যে লাগায় না, স্বদেশবাসীদের এই কার্য্যে কমই লাগায়।" তাহা হইলে ভারতীয়দের একটি অংশকে গোলাম করিয়া 'শূদ্র' করা অথবা গোলামদের বংশধরদিগকে অধিকার-বিহীন করিয়া নিম্নস্তরে রাখিবার কথা উঠিতে পারে না।

এই Sudroi সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ষ্ট্রাবো (Strabo) বলিয়া গিয়াছেন, পারশিকেরা ভারতীয় Hydrakai-দের ভাড়াটিয়া সৈন্যরূপে ব্যবহার করিত (Strabo—XV 106—8)। এই সম্বন্ধে ম্যাকক্রিণ্ডেল বলেন, হাইড্রাকাইদেরই (Hydrakai) Oxydrakai বলা হয়। ল্যাসেন তাহাদের সংস্কৃত "ক্ষুদ্রক" কৌমের সহিত এক বলিয়া মনে করেন। ইহাদিগকে Sydrakai, Syrakusai, Sabograe প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হইত (McCrindle BK IV; Fragments,

XLVI p. 109)। আরিয়ান তাঁহার Anabasis নামক পুস্তকে Malloi ও Oxydrakai জাতিদ্বয়ের আলেকজাণ্ডারের নিকট অধীনতা (বশ্যতা) স্বীকার করিবার কথাও বলেন (Anabasis—Ch. XIV)। ইনি পরে আবার বলিতেছেন, "আলেকজাণ্ডার Sogdoiদের রাজধানীতে গেলেন (Ch. XV)। ডিওডোরস্ সিকুলুস্ পরে বলিতেছেন, "তিনি (আলেকজাণ্ডার) Sodrai ও Massanoi-দের সহরে গেলেন (Ch.CII)"। ম্যাকক্রিণ্ডল বলেন, "Sogdoi ডিওডোরসের কাছে Sodrai আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পুনঃ তিনি Syrakousaiদের Oxydrakai বলিয়াছেন (P. 231.); অন্যপক্ষে Q. Curtius Rufus এই জাতিদের সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধবর্ণনাকালে বলেন: "In the meantime one hundred ambassadors came to the King from the two nations (Sudracae and Malli). They all rode in chariots and were men of uncommon stature and of a very dignified bearing. Their robes were of linen and embroidered with inwrought gold and purple. (Ch. VII Quoted in Mc-Crindle P. 248.) ইহার অর্থ, "ইতিমধ্যে 'সুদ্রকে' ও 'মল্লি' জাতিদিগের নিকট হইতে একশত রাজপ্রতিনিধি রাজার নিকট আসে। তাহারা সকলেই রথারোহণে আগমন করে, তাহারা অসাধারণ শারীরিক দীর্ঘতাযুক্ত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন চেহারার লোক, তাহাদের পোষাক linen ও পারপোল (purple) দ্বারা রচিত এবং উহা স্বর্ণখচিত ছিল।

হিন্দুর শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের জাতিতাত্ত্বিক যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় ইহাই তাহার ভিত্তি। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীকভাষায় লিখিত Oxydrakai, লাটিনে

Sudrai ও Sudracae পরিবর্ত্তিত হইয়া অধুনা টলেমীর লিখিত বানানে Sudroi হইয়াছে! আসলে পঞ্জাবের 'মালব' ও 'ক্ষুদ্রক' নামক দুইটি ক্ষত্রিয়জাতির কথা এখানে বিবেচিত হইতেছে। মহাভারতের রাজসূয়-পর্ব্বে ক্ষুদ্রক কৌমকে উত্তমক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। সংস্কৃত 'ক্ষুদ্রক' শব্দের Phonetic পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া Vedic Index পুস্তকে Sudroi শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে Sudroi নামক কোন কৌমের সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হয় নাই। রুফস্ Sudracae-দের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগকে পতিত শূদ্র বলিয়া ধারণা হয় কি? উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে দিয়া নিজেদের hypothesis প্রমাণ করিবার জন্য "ক্ষুদ্রক" শব্দের বর্ত্তমান রূপ Sudroi, অর্থাৎ ইংরেজী Sudras শব্দের উৎপত্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে!

ইদানীং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'শূদ্র' শব্দের একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন (The Indian Antiquary. Vol. LI. P. 922)। তিনি সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' (Kṣudra) হইতে 'শূদ্র' (Sudra) শব্দের উৎপত্তি বলিয়া অনুমান করেন। Phonetic বিজ্ঞান অনুযায়ী ইহার সত্যতা ভাষাতত্ত্ব-বিদগণই নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু সংস্কৃত "ক্ষ" যদি কালক্রমে "শূ"-তে পরিণত হয় তাহা হইলে 'ক্ষত্রিয়' বা 'ক্ষত্র' শব্দের 'ক্ষ' কেন সেইপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে না? কিন্তু পালিতে ইহার পরিবর্ত্তে 'ক্ষত্তিয়' এবং হিন্দিতে 'ছত্রি' শব্দ দৃষ্ট হয়। কোন কোন সংস্কৃতভাষাবিদ্ পণ্ডিতের মুখে লেখক শুনিয়াছেন যে, সংস্কৃত 'ক্ষ'-র উচ্চারণ হইতেছে ক্ষ=ক+ষ; সেইজন্য 'ক্ষুদ্র' শব্দ হইতে Sudra শব্দের উৎপত্তি হইলে উহার বানান হইবে "ষূদ্র"। এই পণ্ডিতেরা বলেন যে, "ক্ষ" হইতে "শ"-এর উৎপত্তি হইবার নজীর কোনও সংস্কৃত সাহিত্যে নাই; বরং "ক্ষ" হইতে পালি ও প্রাকৃতের মধ্য দিয়া "ছ"-এর উৎপত্তির প্রমাণ আছে: যথা 'ক্ষত্রিয়' হইতে হালের 'ছত্রি'। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বৈদিকভাষায় তিন

প্রকারের "S" এই একই প্রকারে উচ্চারিত হওয়ার নজীর আছে। এই বিষয়ে আরও স্ফোটতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। সংস্কৃত 'ক্ষ'=গ্রীক "X"; সেইজন্য 'ক্ষুদ্রক' শব্দ গ্রীক বহুবচনে Oxydrakai (আসলে Xudrokoi) হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু 'ক্ষুদ্র' অতএব 'শূদ্র' এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা রাষ্ট্রে ও সমাজে অধিকার বঞ্চিত শ্রেণীকে তাদের, শুচ্+ঽ শোচনার সন্তান—অতএব 'শূদ্র' এই ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। "ক্ষত্র" প্রভৃতি বর্ণের নাম যখন রূপক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বলা হয়, "শূদ্র" শব্দটিও তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব নয়। শূদ্রেরা যে আদিম অধিবাসীর বংশধর তাহার কোন প্রমাণ নাই (১৬)। ইহাদের মধ্যে অনেক আবার আর্য্যজাতীয় লোক ছিলেন। পুরাণ সমূহে উল্লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয় প্রসাধ্র তাঁহার গুরুর গো-হত্যার পাপের জন্য তাঁহার শাপে শূদ্র হইয়াছিলেন § (ব্রহ্মাণ্ড ৭,৪৯; হরিবংশ ১১,৬৫৯; মৎস্য ১২,২৫; অগ্নি ২৭২,১৪)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১,১,৪,৮) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাহাদের সহিত রথকারদের একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১,১,৯) ইহাদিগকে 'শূদ্র' বলা হইয়াছে। আবার বাজসনেয় সংহিতা (৩০,৬,৭) এবং শতপথ ব্রাহ্মণের (১৩, ৪,২,১৭) রথকার ও কর্ম্মকারদের সম্মানজনকভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বোধ হয়, শারীরিক শ্রম ঘৃণ্য বিবেচিত হওয়ায় এই জাতিদ্বয়কে সমাজের নিম্নস্তরে অবনমিত করা হয়। এতদ্বারা

---

১৬ নরতত্ত্ববিদ্‌দের তথাকথিত অনার্য্যের লক্ষণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যেও পাওয়া যায় এবং শূদ্রের মধ্যেও আর্য্যের লক্ষণ পাওয়া যায় (Vide B. N. Datta "Das Indische Kasten System" in Anthropos, 1925; Thurston "Tribes and Castes of South India"; also Vide B. N. Datta "Races of India," Calcutta University Publication; Risley "People of India" দ্রষ্টব্য)।

§ ইনি ঋকবেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় শ্রেণীবিভাগের আঁচ পাওয়া যায় (১৭)। এই প্রকারে 'তক্ষণ', 'চর্ম্মনী (tanner), তাঁতি এবং অন্যান্যগণ যাহাদিগকে ঋকবেদে সাময়িক বৃত্তির (পেশার) লোক ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা পরবর্ত্তীযুগে পালি পুস্তক সমূহে "শূদ্র" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১৮)।

রাষ্ট্রের বাহিরে শূদ্রেরও নীচে আরও কতকগুলি শ্রেণী সৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে ব্রাত্য ও শ্রেণীহীন বা জাতি-বিহীন লোক বলা হইত। ব্রাত্যেরাও আর্য্য ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি গ্রহণ করে নাই; সরস্বতীর পশ্চিম দিকের প্রায় সমস্ত কৌমই এই নামযুক্ত হয়। বাজসনেয় সংহিতাতে পুরুষমেধ যজ্ঞকালে ব্রাত্যদের গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার উৎপন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৩০,৮)। এতদ্বারা ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বা জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। এই প্রকারে মাগধজাতি (অথর্ব্ব ১৫, ২, ১; বাজসনেয় ৩০,৫), পৌল্কস (বাজসনেয় ৩০,১৭), চণ্ডাল (বাজসনেয় ৩০,২১), শতরুদ্রিয়ে উল্লিখিত সঙ্করজাতিগুলিকেও (বাজসনেয় ১৬,২৬,২৭) গণ্য করা হইয়াছে; পুনঃ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের বুধের শিষ্য—তজ্জন্য ব্রাত্য বলা হইয়াছে। (অথৈত ব্রাত্যস্তোমা, দিব্যাবৈ ব্রাত্যম্ অধ্যাভায়ান বুধেন স্থপতিনা; এতে ব্রাত্যা...১৪৬)

এইপ্রকারে ভারতীয় আর্য্য-রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ উদ্ভূত হয়। অবশ্য এই স্তরভেদ একদিনে হয় নাই। বেদ-রচনার কাল প্রায় দুই হাজার বা ততোধিক, প্রায় তিন হাজার বৎসর ব্যাপী ছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন। যজুর্ব্বেদে সমাজের যে স্তর-ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন কৌমাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দ্বি-সহস্র বা ততোধিক কালে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্য বিভিন্ন বেদসমূহে

১৭। Vedic Index—Vol. II. p, 266.

১৮। Fick—"Sociale Gliederung" pp. 160, 210,

বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। বেদে পশুপালক কৌমা-বস্থার কমুনিসমের (সাম্যবাদ) সংবাদ পাই না; বরং ইহাতে রাজা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ অনুষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। সিমার বলেন, (১৯) "বেদ-রচনার সময়ে বৈদিক কৌমগুলির যৌবনাবস্থা; কাজেই তাহাদের বাল্যাবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় না।" (২০শে.

আর্য্যদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তির (২১) একটা মোটামুটি সম্ভবপর বিবরণ প্রদান করিয়া সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আরও একটু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। পূর্ব্বে চারিশ্রেণীর উদ্ভবের আলোচনা প্রসঙ্গ হইতে এই তথ্য অবগত হওয়া যায় যে বৈদিক কৌম-গুলির রাজাদের স্তুতিগায়কেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত; পরে ইহারা বংশানুক্রমিকরূপে 'ব্রাহ্মণ' হয়। অবশেষে শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে প্রত্যেকের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া 'অজেয়' এবং 'অবধ্য' বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এই ভাটেরাই কালক্রমে "ঋষি" বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিল। শাসকশ্রেণীকে অর্থাৎ রাজবংশীয় এবং অভিজাত বংশের লোকদিগকে 'রাজন্য' বলিত।

রাষ্ট্রের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল রাজা। এই প্রথা সর্ব্বজনীন না হইলেও স্বাভাবিক ছিল। বৈদিকযুগে রাজপদ (Monarchy) মধ্যে

১৯। Zimmer—Altindisches Leben : Preface vii.

২০। Winternitz বলেন, বেদের প্রথম রচনার যুগ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর (History of Sanskrit Literature Vol. I. Winternitz); Jacobi বলেন, চার হাজার বৎসরের উপর।

২১। ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতে হিন্দুদের 'বর্ণ' শব্দের উৎপত্তি গাত্রবর্ণ হইতে আসে নাই। বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে এক একটি শ্রেণী এক একটি বিশিষ্ট বর্ণের কাপড় বা পোষাক পরিধান করিয়া অপর শ্রেণী হইতে পৃথকীকৃত হইত (ইউরোপের মধ্যযুগে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল); পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে ব্রাহ্মণের বস্ত্র শ্বেত বর্ণের হইবে আবার বিভিন্ন কুলও বিভিন্ন প্রকার বর্ণের কাপড় পরিধান করিত: যথা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কুলের বস্ত্রের বর্ণের মধ্যে পার্থক্য ছিল। মাথায় শিখার সংখ্যা (১—৫ পর্য্যন্ত!)

মধ্যে বংশানুক্রামক হইলেও (২২) কোন কোন স্থলে নির্ব্বাচিত হইত কিনা এই বিষয়ে কোন দৃঢ় নজীর নাই। কিন্তু রাজশক্তি সুনিশ্চিত ছিল না। রাজাদের নির্য্যাতন এবং রাজপদ পুনঃপ্রাপ্তির প্রচেষ্টার নজীরও বেদে আছে (২৩)। যুদ্ধে ও শান্তিরক্ষার জন্য জনগণ রাজার নিকট বৈশ্যতা স্বীকার করিত (২৪)। ইহার পরিবর্ত্তে রাজা বিচারকের (Judge) কর্ম্ম করিত (২৫)। রাজা তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করিত। স্থানীয় শাসন "গ্রামাণী" বা গ্রামের সর্দ্দারের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। তিনি হয়ত রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। রাজা সমস্ত জমির মালিক ছিল (২৬), যদিচ কোন ব্যক্তি অথবা একটি একান্নভুক্ত পরিবারও (Joint-Family) জমির মালিক থাকিত (২৭)। ঋক-বেদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথাও উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং সাধারণ ভাবে সম্পত্তির নাম ছিল— 'রেখনস' (২৮)।

প্রথমতঃ রাজা নিজের জন্য এবং জনগণের (প্রজার) জন্য দেবতার নিকট উপাসনা বা বলি প্রদান করিতে পারিত। কিন্তু পরে উক্ত ভার পুরোহিতদের হস্তে ন্যস্ত হয়, যদিচ দেবাপি আরতি সেনার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে প্রয়োজন হইলে রাজন্যবর্গ পুরোহিতের কার্য্যও করিত। পূর্ব্বে কৌমের সাধারণ লোক যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইত। ক্ষত্রিয় অর্থে প্রথমতঃ অভিজাতশ্রেণীর লোক, পরে এই শ্রেণীর মাহিয়ানাভুক্ত যোদ্ধাদেরও (retainers) বুঝাইত। এই শ্রেণীবিভাগ ইতিহাসের সংহিতার যুগে আরম্ভ হইয়া ব্রাহ্মণযুগে পাকাপাকি হয় বলিয়া বিবেচিত

দেখিয়া কুলের পরিচয় পাওয়া যাইত। স্পিগের মতে সংস্কৃত 'বর্ণ' শব্দের অর্থ—Class, caste নয়। কিকও এই মত পোষণ করেন। প্রাচীন ইরাণেও বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বর্ণের পরিধেয় কাপড় ছিল। Dr. Dhalla—Zoroastrian Civilization p. 365. দ্রষ্টব্য।

২২—২৮। Vedic Index. Vol. II. p. 211. 212, 213; 225; Hopkins "India, Old and New." p. 221; 225.

হয়। এইস্থলে প্রশ্ন উঠে, এই শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠানটি ভারতের জমিতেই উদ্ভূত হইয়াছিল কিম্বা আর্য্যেরা অন্য কোথাও হইতে উহা সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিত Senart বলেন (২৯), আর্য্যেরা উহা পারস্য দেশ অর্থাৎ যখন ভারতীয় আর্য্য ও ইরাণীরা একত্র বাস করিত সেই সময় ইরাণীদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ বর্ত্তমান ছিল, বৈদিক-আর্য্যেরা তাহাই ইরাণ হইতে ভারতে আনয়ন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, আবেস্তার পুরোহিতদের "অথরাবান" বা "অথর্ব্বান" বলা হইত; যোদ্ধশ্রেণীকে 'রথেষ্ট্র' বলা হইত; তৎপর 'বিশ' ব্যবসায়ী জাতি ছিল। সর্ব্বশেষ হিউটি (Huiti) নামে একটি 'দাস' জাতি ছিল। এই শ্রেণীভেদটী ভারতের শ্রেণীভেদের সহিত মিলে। অথর্ব্ব-বেদের পুরোহিতদের 'অথর্ব্বান' বলা হইত এবং যোদ্ধৃবৃন্দকে ক্ষত্রিয় বলা হইত (উক্ত শব্দও পারস্যে প্রচলিত ছিল; যেমন 'হোম ক্ষত্রিয়' দারায়ুসের পদবী—"ক্ষয়থিয়া ক্ষয়থিয়ানাম"), ব্যবসায়িগণ 'বিশ' বলিয়া পরিচিত ছিল; কেবল ভারতীয় দাসশ্রেণীর 'শূদ্র' বলিয়া নূতন নামকরণ হইয়াছে। এই সাদৃশ্যের জোরে Senart উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত মত গৃহীত হয় নাই। তবে বোধ হয়, এই মতের পশ্চাতে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে। পুরাকালে প্রাচ্যদেশসমূহের অনেকস্থলেই সমাজে চারিটি শ্রেণীবিভাগ ছিল। এমন কি, প্রাচীন এশিয়া মাইনরেও সমাজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল (৩০)। চীনেও এবম্প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল (৩১)। আবার উত্তর-ইউরোপের প্রাচীন টিউটন জাতির জনশ্রুতি বলে যে, স্বর্গদেবতা তিন

২৯। Senart—Caste in India.

৩০। Sir William Ramsay—Asianic Elements in Greek Culture.

৩১। Li ung Bing—"Outline of Chinese History" 1914.

রকমের মানুষ সৃষ্টি করেন ; তাহারাই তিনটি শ্রেণী উদ্ভূত করে (৩২) ; পার্শ্যদেশে তাহাই ছিল। ডিনকার্ড নামক জারতুষ্ট্রীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মতে বেদের পুরুষ সূক্তেরই ন্যায় বর্ণ-বিভাগ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। (৩৩) অবশ্য এই সকল দেশে জাতিবিভাগ (caste system) বিবর্ত্তিত হয় নাই, ভারতে জাতিবিভাগ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এইস্থলেই পণ্ডিতগণের Senartর মত গ্রহণে আপত্তি! তাঁহারা এই কথা বিবেচনা করিতেছেন না যে, বেদে সংহিতার যুগে জাতিবিভাগ ছিল না,—উহা ব্রাহ্মণযুগে আরম্ভ হয়। অধুনা ভারতীয় পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতে জাতি-বিভাগ হালের সৃষ্টি। সামশাস্ত্রী বলেন, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে জাতিভেদ প্রথা ছিল না, শ্রেণীভেদ ছিল। খোদিত লিপি পাঠে দৃষ্ট হয়, অসবর্ণ-বিবাহ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বন্ধ হইতে আরম্ভ হয়। "জাতিভেদ" সেই সময় হইতে আরম্ভ হয় বলিতে হইবে। যখন বিভিন্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিবাহ (connubium), আহারাদি (commensality) বন্ধ হইয়া যায় তখন ঐ শ্রেণীগুলি (class) জাতিতে (caste) পরিণত হয়। ভারতীয় সমাজে এই কুর্ম্মাবস্থা হালের সৃষ্টি। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগসমূহে বিভিন্নবর্ণের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সেইজন্য বলিতে হইবে যে বৈদিক যুগে এবম্প্রকারের জাতিভেদ ছিল না। বৈদিক আর্য্যরাও, সম্ভবতঃ, যেমন 'দস্যু' ও 'দাসের' connotation, ইণ্ডো-ইরাণীয় সময়ের 'দক্যু' ও 'দহ' হইতে পাইয়াছিল, ইহাও অসম্ভব নহে যে পুরোহিত (অর্থর্ব্বান), রথারোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধকারী 'ক্ষত্রিয়', (আভেস্তায় রথাষ্টৈ) 'বিশ' (আভেস্তায় বৈস্য) শব্দগুলিও ইরাণী প্রতিশব্দকে connote করে, কেবল

৩২। Macculloch—The Mythology of All Races ; Eddic. Vol. II. ; Bluntschli—The Theory of State দ্রষ্টব্য।

৩৩। Dinkard Vol I. P. 87 ; Dr. Dhalla—"Zoroastrian civilization" p 285.

ভারতে 'শূদ্র' শব্দ সৃষ্ট হয়। আসল কথা এই যে, শ্রেণীভেদের বীজ আর্যাদিগের আদিম অবস্থা হইতেই ছিল; ভারতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরে উহা জাতিভেদে পরিবর্ত্তিত হয়।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর আচরণ শূদ্রশ্রেণী হইতে বিভিন্ন ছিল। যে-গরুর দুগ্ধ অগ্নিহোত্র কর্ম্মে ব্যবহৃত হইবে, সেই গরুকে শূদ্র দোহন করিতে পারিবে না (কাথক সংহিতা ৩১,২)। আবার কতকগুলি শ্লোকে শূদ্রকে সোমযজ্ঞে স্থান দেওয়া হইতেছে (শতপথ ব্রাহ্মন ১,১,৪, ১২; ৫,৫,৪,৯,)। রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল 'বিশ'; কিন্তু রাষ্ট্রের যথার্থ শক্তি রাজা, সে তাহার অভিজাতশ্রেণীর সভাবৃন্দ ও তাহাদের তাবেদারদের হাতে ছিল; ইহারাই ক্ষত্রিয়শ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল। অভিজাতশ্রেণী জনসাধারণের নিকট হইতে খাজনাস্বরূপ মাল গ্রহণ (revenue in kind) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অভিজাতবর্গ নিজেদের জীবিকার্জ্জনের জন্য 'গ্রাম' পাইত, এই প্রকারে তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষই গ্রাস করিয়াছিল। এই জমিগুলি হয় প্রজা অথবা দাসদের দ্বারা চাষ করান হইত। এই সময়কার রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র ছিল। সাধারণ লোক কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; তাহাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজা ও অভিজাতবর্গকে নজর (tribute) দিত। যুদ্ধকালে জনসাধারণ অভিজাতদের সহিত সহযোগিতা করিত। প্রথমেই শ্রেণীসমূহের কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিভিন্ন হয় নাই। পরে ব্রাহ্মণযুগে উহা ক্রমশঃ পৃথক ও বিভিন্ন হইতে থাকে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্যবাদের গোড়া পত্তনের ব্যাখ্যা আছে)। এই সময় বৈশ্যগণ অপরের করদাতৃ ছিল; করগ্রহীতার খামখেয়াল অনুযায়ী তাহাদের প্রতি অত্যাচার চলিত। শূদ্রেরা অনেকেই হয়ত অপরের দাস ছিল। প্রভু স্বীয় খেয়াল ও মর্জ্জিমাফিক তাহাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারিত; এমন কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও পারিত (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭,২৯,৪)।

কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণকে আয়ত্তাধীন করিতে পারিত; বৈশ্য রাজার নীচে ছিল—তাহাকে রাজা বিনাকারণে অর্থাৎ কোন প্রকার সঙ্গত কারণ না দর্শাইয়াই তাহার (রাজার) জমি হইতে বিতাড়িত করিতে পারিত (৩৪)। কিন্তু বৈশ্যকে রাজা বিনাবিচারে মারিতে বা জখম করিতে পারিত না। অন্যপক্ষে শূদ্র রাজা বা অভিজাতশ্রেণীর নিকট হইতে জীবনের ও সম্পত্তির অধিকার পাইত না। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত শ্লোকটি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার বাহাদুরি বর্ণিত হইয়াছে (৩৫)।

এই সকল বর্ণনা ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত বলিয়া এগুলিকে পুরাপুরি দাম দিতে পারা যায় না। পুরোহিতেরা নিজেদের ক্ষমতার আদর্শ এবং মধ্যদেশে যে তাহারা কতকটা ক্ষমতা পাইয়াছিল তাহাই ধর্ম্মপুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন পুস্তকসমূহে সামাজিক অবস্থার ভিন্ন দিক প্রদর্শন করিয়া তাহাতে পুরোহিতদিগকে খুব ছোট করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার মহাকাব্যে ব্রাহ্মণদের কলমের কাট্‌কুট্ (censorship) থাকা সত্ত্বেও রাজন্যবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৩৬)।

বেদে "ছুৎমার্গের" কথা পাওয়া যায় না। নিম্নশ্রেণীর হাত হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দেয়, এমন দৃষ্টান্ত বেদে নাই। কিন্তু বহু পরে রচিত ছান্দোগ্য উপনিষদ মধ্যে উহার উল্লেখ আছে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ঋষিবংশ এবং বংশের

৩৪। Hopkins—"India, Old and New," pp. 222—223.

৩৫। Vedic Index—Vol. II. p. 256,

৩৬। Hopkins—Journal of American Oriental Society p, 13, 984. পুনঃ পার্জ্জিটারের মতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জনশ্রুতির (tradition) মধ্যে পার্থক্য আছে। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য জনশ্রুতিগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়বস্তু নিয়া সৃষ্ট হইয়াছে—রাজনীতিক ও জাগতিক ব্যাপারের জনশ্রুতি আলাদা ছিল। ক্ষত্রিয়দিগের জনশ্রুতি রাষ্ট্রীয় ও জাগতিক ব্যাপার নিয়াই সৃষ্ট হয়। একটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদল ছিল যাহারা

বিশুদ্ধতার উপর নজর রাখা হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সকলেই অতিরিক্ত বিশিষ্ট ছিল না। দাসীপুত্র কবস্ আইলুস্ ও উষিজ দাসীপুত্র কক্ষিবত এবং বৎস্ত ঋষি যাহাকে শূদ্রপুত্র বলিয়া অনুমান (সন্দেহ) করা হইয়াছিল (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৪,৬,৬)—তাহারাই এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। কণ্বঋষি সম্বন্ধেও উক্ত প্রকারের অপবাদ বা দুর্ণাম আছে (তিনি কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন); যে পণ্ডিত হইত সে-ই ব্রাহ্মণ হইত।* গোত্রবিহীন জবলানন্দন সত্যকাম ইহার দৃষ্টান্ত। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, শ্রেণীর বংশগত পদ্ধতি সম্পর্কে কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। যজুর্ব্বেদে আর্য্যপুরুষ ও শূদ্রকন্যার অবৈধ প্রেম-বন্ধন এবং উহার বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ শূদ্রপুরুষ ও আর্য্য কন্যার অবৈধ প্রণয়ও স্বীকৃত হইয়াছে (৩৭)। ইহা অসম্ভব নয় যে, যদি অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত বৈধ সম্বন্ধও হইত। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (১৪,১১,১৭) এবং ঋকবেদে (১,১২৫) দাসী উষিজের পুত্র কক্ষিবতের বিবাহ ব্যাপার বর্ণিত আছে। উপনিষদ পাঠে আরও এক সংবাদ অবগত হওয়া যায় যে উহাতে ক্ষত্রিয়গণের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদ্যা" যে রাজাদের মধ্যে ছিল তাহা উপনিষদে স্বীকৃত

এইগুলি পুরাণে লিপিবদ্ধ করে। এই দুই প্রকার জনশ্রুতির মধ্যে আবার রেষারেষিও বেশ বিদ্যমান ছিল। যে সকল রাজগণের কথা ঋকবেদে আছে—তাহারা ক্ষত্রিয় জনশ্রুতি মধ্যে অজ্ঞাত! পরশুরামের নিক্ষত্রিয় করণের কাহিনীটি পুরাণে ভিন্নভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। তাহাতে (পুরাণের বর্ণনায়) যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু নিক্ষত্রিয় করণের কোন কথাই নাই। ইনি বলেন, বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণদের ভাবানুযায়ী পুরাকালের সংবাদ রহিয়াছে। ক্ষত্রিয় জনশ্রুতিতে ক্ষত্রিয়ভাবানুযায়ী প্রাচীন ভারতের এবং উহার রাজনৈতিক অবস্থার সংবাদ আছে। ("Ancient Indian Historical Tradition", p. 59.)।

৩৭। বাজসনেয় সংহিতায় (২৩, ৩১) এই প্রকার ব্যাপার স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু শতপথ সংহিতাতে নিঃসন্দেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা অস্বীকার করা হইয়াছে (See Vedic Index Vol. I. on Sudra).

হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রাহ্মণের চাইতে ক্ষত্রিয়ের উৎকর্ষতা বর্ণিত হইয়াছে (১,৪,১১)। ডয়সেন, গার্বে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, "ব্রহ্মবিদ্যা" ক্ষত্রিয়দের (জনক, অজাতশত্রু, প্রবাহনজৈবালী, সিলক সাটাবত্য, শয়কিটায়নদালভ্য) দ্বারাই উদ্ভূত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শূদ্রদের মধ্যে আর্য্যজাতীয় লোক থাকা অসম্ভব নহে। শূদ্রের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা সঠিক বলা যায় না। সকল শূদ্রই যে দাস বা গোলাম ছিল তাহাও সম্ভব নয়; তবে ইহাদের একাংশ গ্রীক্ হেলট্ (Helot), একাংশ পেরিকয় (Perikoi) এবং একাংশ ইউরোপের মধ্যযুগের সার্ফ (Serf) শ্রেণীগুলির ন্যায় ছিল কি? ব্রাহ্মণদিগের লিখিত বর্ণনায় তাহারা নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়! কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের প্রথমযুগে ধনী শূদ্রদের কথা উল্লেখ দেখা যায় (মৈত্রায়নী সংহিতা ৪,২,৭,১০; পঞ্চবিংশ সংহিতা ৬,১,১)। কোন কোন রাজাদের মন্ত্রী শূদ্রও হইত (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫,৩,২২)। আইন সম্বন্ধীয় পুস্তকে শূদ্ররাজাদের কথা উল্লিখিত আছে (মনু ৪,৬১; বিষ্ণুসংহিতা ৭১,৬৪) (৩৮)। শূদ্র ও আর্য্যের বিরুদ্ধে পাপের কথা (কাথক সংহিতা ২৮,৫; তৈত্তিরীয় ১,৮,৩,১০ প্রভৃতি), শূদ্র এবং অন্যজাতিসমূহের গৌরবের জন্য প্রার্থনাও উল্লিখিত আছে (তৈত্তিরীয় ৫,৭,৬,৪; কাথক ৬০,১৩ প্রভৃতি)। আর্য্যের ন্যায় শূদ্রও ম্যাজিক (তুকতাকরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান) করিতে পারিত। শূদ্রের এবং আর্য্যের নিকট প্রিয় হইবার ইচ্ছাও বেদে প্রকাশ করা হইয়াছে (অথর্ব্ব ১৯,৩১,৮,৬২,১)। বেদে শূদ্র ও আয়োগব রাজার কথা উল্লেখ আছে (ছান্দোগ্যপনিষদে রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র, শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩,৫,৪,৬) (রাজা মরুত্ত অভিক্ষিতকে আয়োগব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে)। এই

৩৮। Die Koenigliche Gewalt—P. 8; Fick.—Die Sociale Gliderung P. 83.

সকল শ্লোক হইতে মনে হয় না যে তাহারা নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এইস্থলে আর একটি কথা উঠে—শূদ্র যদি 'দাস' ছিল, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'স্তি' এবং 'উপস্তি' কোথায় গেল? তাহারাও কি শূদ্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া যায়?

ঋকবেদের পুরুষসূক্ত (৩৯) প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গৃহীত হইলে, যজুর্ব্বেদে 'শূদ্র' শব্দটি প্রথম পাওয়া যায়। খৃষ্টীয়যুগের বহুপরে দক্ষিণাপথের পণ্ডিত বাদরায়ণ (৪০) ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"যে শোচনা করে সে শূদ্র"। ওয়েবার, লুড্‌ভিগ, ফিক্ প্রভৃতি বলেন, এই শব্দটি প্রথমতঃ আর্য্য অভিযানের বিপক্ষতাচরণকারী একটি বড় কৌমের নাম ছিল (৪১) পরাজিতেরা পরে এই নামে পরিচিত হয়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে 'শূদ্র' শব্দটীর অর্থ এখনও অনির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

এইস্থলে বক্তব্য যে এখানে 'আর্য্য' অর্থে সংস্কৃত ভাষাভাষী বৈদিক কৌমগুলিকে ধরা হইয়া থাকে। আদিম অধিবাসীগণ যে বিজিত হইয়া দাসত্ব (Serfdom) প্রাপ্ত হইয়া "শূদ্র" নাম ধারণ করিয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আবার আর্য্যনামধারী কৌমগুলি যে একটা অমিশ্রিত জাতি ছিল সে সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। মার্শাল বলিতেছেন, বিগত চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ বৈদিক যুগেরও বহু পূর্ব্ব হইতেই পঞ্জাবের অধিবাসীরা মিশ্রিত রক্তের লোক ছিল বলিয়া নরতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই মিশ্রণের

৩৯। Max Muller—Sanskrit Literature, p. 570. Muir—Sanskrit Texts, 12, 7-15. Weber—Indische Studien 9, 3. Colebrooks—"Essays", 1,309. Arnold—Vedic Metre, p. 16.

৪০। বেদান্তসূত্রে ১১৩, ৩৮ বাদরায়ণের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪১। Weber—Ind. Stud. 18,85, 255; Ludwig—Translation of the Rig-Veda—3,212. Fick—Die Sociale Gliederung, p. 201-202 দ্রষ্টব্য।

মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয়-মূলজাতীয় লোকের অস্তিত্ব আছে বলিয়া কোন কোন নরতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন। আইক্‌ষ্টেড্‌ট পঞ্জাবী-শিখদিগকেও ভূমধ্য-সাগরীয় 'গ্রুপের' অন্তর্গত বলেন। এই জাতি মলিন-শ্বেত বর্ণের, অথবা Brown বর্ণের লোক। কেহ কেহ তথাকথিত আরমেনীয়-ন্যায় (Armenoid) মূলজাতির লক্ষণবিশিষ্ট লোক পঞ্জাবে আছে বলিয়া অনুমান করেন। ইহারাও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট জাতি। প্যান-জার্ম্মানিষ্টদের মতে খাঁটি আর্য্যজাতি নর্ডিক মূলজাতীয় লোক; এই তথাকথিত জাতির কোন চিহ্ন মার্শাল সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন মধ্যে পান নাই। সেইজন্য তিনি বলেন, বৈদিকযুগে এই জাতি ভারতে আসিয়া পূর্ব্ব অধিবাসীদের জয় করিয়া তাহাদের (বিজিতদের) সভ্যতা ধ্বংস করে। যদি উজ্জ্বল-শ্বেত (blond) জাতীয় আর্য্যেরা আসিয়া মলিন-শ্বেত (dark white) বর্ণের লোকদের জয় করিয়া তাহাদিগকে দাসরূপে পরিণত করিয়া থাকে এবং পরে এই দাসেরাই 'শূদ্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে শূদ্রেরাও তথাকথিত ককেসীয় (Caucasian) মূলজাতীয় শ্বেতকায় জাতির লোক বলিয়া গণ্য হইবে। আর ইহারা যদি নর্ডিকজাতীয় লোকেদের নিকট হইতে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া 'দাস' বা "শূদ্রে" পরিণত হয় (যেমন গ্রীসের পেরিকয় ও হেলট বা জার্ম্মানীর সার্ফ) তাহা হইলে এই শ্বেতকায় অধীনস্থ জাতিদের কটাক্ষ করিয়া কি প্রকারে "দাসবর্ণ" কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বেদে আখ্যাত হয়? বেদের জনশ্রুতির সহিত এইস্থলে বিজ্ঞানের বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এইজন্যই বিভিন্নজাতির বর্ণকে পেশাজনিত রূপক বলিয়া অনুমান করা হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যেও এবম্বিধ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে চারিবর্ণ হিসাবে ব্লুমেনব্যাখের চারি মূলজাতি দেখা হয় নাই। হালে ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, হয়ত প্রত্যেক শ্রেণীর পরিধেয় বস্ত্রের রং-এর বিভিন্নতা হইতে

উদ্ভূত হইয়াছে (৪২)। যদি অনিশ্চিত নরতাত্ত্বিক তর্ক বাদ দিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের 'চারিবর্ণ'কে রূপক বলিয়াই গ্রহণ করা হয় (শুক্রনীতি ৪,৩১২-৩১৯) এবং সমাজে পেশা অনুযায়ী শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ধার্য্য করা হয়, তবে নিকৃষ্টপেশা অবলম্বনকারী লোকেরা শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইত এবং তাহারা উপরের স্তরের শ্রেণীসমূহ অপেক্ষা অনেক অধিক অধিকার ও সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইত।

আইনের বিচার

আইনের বিচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে গিয়া অথর্ববেদে (১-৬) অগ্নি-পরীক্ষার (Fire-ordeal) কথা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে যেমন 'Wer-geld' প্রথা ছিল, ভারতেও বৈদিকযুগে তাহা প্রচলিত ছিল। বেদের সংহিতার শেষকালে এবং ব্রাহ্মণকালে "বৈর" ও "বৈরদেয়" প্রথার উল্লেখ আছে। ঋকবেদে ইহার মূল্য একশত গাভী বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। কারণ বৈরী হত্যার সাজার মূল্য "শত" (শতদেয়); ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৬,৭১) শুনঃশেপের সময় একশত গাভী "বৈরদেয়" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদ সংহিতাতে আবার "শতদেয়" শব্দ পাওয়া যায়। একজন মানুষ খুন করার সাজার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বোধ হয় সাধারণ জনমত ও রাজশক্তি বৈদিকযুগে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই "শতদেয়" প্রথায় কিন্তু পরবর্ত্তীযুগের ন্যায় বিভিন্ন-শ্রেণীর বিভিন্ন "বৈরদেয়" আইপদ্ধতির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৪২। Vincent Smith—"Ancient and Hindu India," p. 36.

বৈদিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'বিশ' ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বরূপ এবং এই বিশই ছিল জনসাধারণ। প্রথমতঃ তাহাদিগকে আর্য্য বলা হইত (মহীধরের মতে আর্য্য, বৈশ্য, স্বামী এক অর্থ)। এই বিশগুলিকে একত্রিত করিয়া "জন" সংগঠিত হইত। একটি জনই একটি কৌম (tribe) ছিল। এই 'জন' মধ্যে সকলেই আর্য্য ছিল; অবশেষে 'আর্য্য' অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইত। আর্য্যদের বাহিরের লোকেরা—যেমন প্রাচীনকালের 'দস্যু' ও 'দাস' এবং ব্রাহ্মণযুগের 'শূদ্র', 'বর্ণ-সঙ্কর' ও 'ব্রাত্যে'রা আর্য্য সমাজে, তজ্জন্য আর্য্য-রাষ্ট্রে, কোন অধিকার ভোগ দখল করিতে পারিত না। এতদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে প্রথমে 'বিশ' বা 'বিশ্য'ই জনসাধারণ (Publicum) সংগঠন করে। এই জনসাধারণ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী উদ্ভূত হইয়া সমাজের উচ্চস্তরে আরূঢ় হয় এবং নিজেদের পূর্ব্বজ্ঞাতি বিশকে পদদলিত ও শোষণ করে। সহজ কথায় এই বলা যায় যে, একটি কৃষকদল হইতে শ্রেণীসংঘর্ষের দ্বারা দুইটি শ্রেণী উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যাহারা অর্থনীতিক কারণবশতঃ নিম্নে পড়িয়া রহিল তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে। অবশ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই প্রকার ব্যাপার ঘটিয়াছে। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় উচ্চস্তরের লোকেরা ভিন্ন মূলজাতির (race) লোক নহে—সকলেই এক জাতির লোক। বেদের উক্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, সকলেই এক জাতির লোক। এতদ্ব্যতীত বায়ুপুরাণে দ্বি-নবতিতম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে—

'পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।

*

এতস্য (শৌনকস্য) বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥" (৪-৫)

অর্থাৎ বৈদিক ঋষি গৃহৎসমদের পৌত্র শৌনকের পুত্রগণই কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র —এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল।

বায়ু পুরাণের চতুর্থ অংশে অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—'ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ, অতশ্চাতুর্ব্বণ্য প্রবৃত্তিঃ ইত্যেতে...'। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব নরপতি ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি; ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বণ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণেরই পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার বায়ুপুরাণের উত্তর খণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে—

'শ্রূয়ন্তেহি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তাঃ কেবলং গুণসম্পদা।' ১১১

শোনা যায়, তপসিদ্ধ ক্ষত্রোপেত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণত্ব) তাঁহারা গুণসম্পদ দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই পুরাণে সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ে আরও বলা হইয়াছে,

বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রাঃ ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্ততে॥ বায়ুপুরাণ, ৬০

অর্থাৎ ত্রেতাযুগেই ব্রাহ্মণ ঋষিগণ কর্ত্তৃক বর্ণচতুষ্টয়ের বিধান এবং সংহিতামন্ত্র প্রভৃতি প্রকীর্ত্তিত হইয়াছিল। এইসকল শ্লোক হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বর্ণভেদ মূলজাতিগত পার্থক্যের (Race Difference) উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কর্ম্মবিভেদের উপরই স্থাপিত এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের লোকেরা একই রক্তসম্ভূত।

এতদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্লোকটি ঋকবেদের পুরুষসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে খণ্ডন করিতেছে। পুরুষসূক্তের মতে বিরাট্‌পুরুষ তাঁর দেহ হইতে চারিবর্ণের লোক সৃষ্টি করেন অর্থাৎ মানব-সৃষ্টি সেই সময় হইতেই হইল। কিন্তু বায়ুপুরাণ বলে, ত্রেতাযুগেই ব্রাহ্মণ-

ঋষিরাই এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমাজ-বিধান প্রবর্ত্তন করেন। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, 'বর্ণ'-সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি নিছক কাল্পনিক মাত্র। যেমন প্রাচীন রোমে (Rome) কৃষক Patres বা Patricians-রা কেবল Publicum গঠন করিয়া রাষ্ট্রে অধিকারসমূহ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া দিত, তদ্রূপ বৈদিকভারতে প্রথমতঃ 'বিশ-আর্য্য'সম্ভূত না হইলে কেহ নাগরিক অধিকার পাইত না। যেমন রোমীয় Patrician Publicum গণ্ডীর বাহিরের Clients ও Plebs-রা রাজনীতিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া সমাজে হেয় ও একঘরে হইয়া থাকিত, সেইরূপ বৈদিক ভারতের 'স্তি', 'উপস্তি', 'শূদ্র', 'ব্রাত্য' প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রীয় অধিকারের অনেক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া একঘরে থাকিয়া সমাজে ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাদের রাজনীতিক অধিকার ছিল না; তজ্জন্য সমাজেও কোন ক্ষমতা ছিল না। এই কারণেই দাস এবং শূদ্রের দুরবস্থা হইয়াছিল। ইহা ব্রাহ্মণদের খাম-খেয়াল প্রসূত নয়। তাহাদের দুর্দ্দশার মূলে ছিল শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম। ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে—শূদ্র রাজা হইয়াছে, মন্ত্রীর পদও পাইয়াছে এবং ব্রাহ্মণের স্তুতিভাজনও হইয়াছে (৪৩)। রোমে যেমন একদল ধনী প্লেব (Plebs) ধনের জোরে Patrician সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য সমগ্র প্লেব-শ্রেণী সমানাধিকার পায় নাই এবং ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে যেমন একদল ধনী বুর্জ্জোয়া টাকার জোরে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ঢুকিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য সমগ্র বুর্জ্জোয়াশ্রেণী 'জাতি' পায় নাই, সেইরূপ প্রাচীন

(৪৩) ব্রাত্যদের পতন মূলজাতিগত পার্থক্য নহে—সমাজ-পদ্ধতির (Social Polity) পার্থক্য বশতঃ ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। আবার রথকার, কর্ম্মকার প্রভৃতির শূদ্রত্ব অর্থনীতিক কারণেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত শ্রেণী-স্বার্থের এবং তজ্জন্য শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিচয়ই প্রদান করে।

ভারতে ধনী শূদ্রেরা উপরের স্তরের লোকদের সহিত দহরম-মহরম করিত কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত শূদ্রশ্রেণী আর্য বা দ্বিজের অধিকার পায় নাই। বোধ হয়, 'সৎশূদ্র ও পতিত' বা 'অ-সৎ' শূদ্রশ্রেণীর প্রভেদ এইভাবে অর্থনীতিক তারতম্য অনুসারেই সৃষ্ট হইয়াছিল।

বেদে এই সকল দৃষ্টান্ত বৈদিক যুগের কোন্ শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আজ নিরূপণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। আর্যবর্ণের গণ্ডীর ভিতর দাসবর্ণের লোকদের প্রবেশলাভ নিশ্চয়ই একদিনে সংঘটিত হয় নাই। ইহার পশ্চাতে অনেক জাতিগত ও শ্রেণীগত সংগ্রাম নিশ্চয়ই ছিল। ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার নিয়মানুযায়ী ইহা সংসাধিত হইয়াছিল। এই সংগ্রামের ফলেই বেদে শূদ্র রাজা, মন্ত্রী ও ধনীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, আর শুনিতে পাওয়া যায় উভয়বর্ণের মধ্যে বিবাহ! কিন্তু রোমীয় সমাজে যে কারণে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, সেই প্রকার কারণ বেদে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। ভারতীয় সমাজে বিভিন্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা পরবর্ত্তী যুগে আসে।

আর্য্য-কৃষকদের রাষ্ট্রের নেতা থাকিত। 'রাজন' শব্দটির অর্থ প্রথমতঃ কতকটা গ্রীক Basileus, লাটিন Rex ও কেল্টিক Rix শব্দের ন্যায় ছিল। অভিজাতবংশীয়দের মধ্যে হইতেই একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইত। এইজন্য গ্রীক অভিজাতেরা সকলে যেমন নিজেদের Basileus বলিত, প্রত্যেক কেল্টিক কোমের সর্দ্দারগণ নিজদিগকে Rix বলিত, তদ্রূপ ভারতীয় অভিজাতবর্গ নিজদিগকে 'রাজন্য' বলিত। পরবর্ত্তী যুগের লিচ্ছবী কোমগুলির প্রত্যেক সর্দ্দার বা মাতব্বর নিজেকে 'রাজা' বলিয়া পরিচয় দিত। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে 'রাজশব্দোপজীবিনঃ সঙ্ঘ'-এর কথা বলিয়াছেন এবং কৌটিল্যও পরবর্ত্তী যুগে এই প্রকার অনেক রাষ্ট্রের কথা তাঁহার অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় কৌমগুলির রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সংবাদ বেদে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, তখন সকল কৌম বা 'জন' মিলিয়া একটা বড় জাতি (Nation) হয় নাই। তাহারা রাষ্ট্র-গঠনের সেই অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় জুলিউস সিজার গলের (France) কৌমগুলিকে দেখিয়াছিল। আর রোমীয় আক্রমণকে বাধা দিবার জন্য যেমন তাহারা একটি কৌমের সর্দ্দার ভের্সিঙ্গেটোরিক্সকে তাহাদের প্রধান সেনাপতির পদে বৃত করিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বৈদিক কৌমগুলিও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একটি কৌমের সর্দ্দারকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিয়া লইত। ইনি কিয়ৎ-কালের জন্য 'সম্রাজ' পদবী প্রাপ্ত হইতেন। পারশ্যের অধিপতি যেমন কুরাসের সময় হইতে 'ক্ষয়থিয়া ক্ষয়থিয়ানাং' (রাজার রাজা) উপাধি ধারণ করিয়া আসিয়াছে, তদ্রূপ 'সম্রাট' (Latin—Imperator = Emperor) পদ বেদে অভিব্যক্ত হয় নাই, যদিচ শতপথ ব্রাহ্মণে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে, 'সম্রাজ' রাজার চাইতে বড়। এতদ্বারা ইহা বোধগম্য হয় যে, বেদের কৌমগুলি সকলে মিলিত হইয়া একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে নাই, তাহাদের 'কৌম-রাষ্ট্র' পৃথক্ ছিল। এইজন্য বেদে দেবতাদের কোন সঙ্ঘ বা স্তরভেদ (hierarchy) উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অনুকরণে দেবতাদের মধ্যেও বর্ণভেদ ছিল। দেবতাদের মধ্যে অগ্নি, বৃহস্পতি প্রভৃতি 'ব্রাহ্মণ' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৫।৫—২।২।৯।১); ইন্দ্র, বরুণ, সোম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়; বসু, আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতি বৈশ্য, এবং পূষা প্রভৃতি শূদ্র (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৪।২,২৩-২৫)। কিন্তু এই যুগে রাষ্ট্রগুলি একীভূত হয় নাই বলিয়া দেবতারাও একীভূত ও এক কেন্দ্রাধীন হয় নাই।

বৈদিক রাজারা প্রথমে একাধারে রাজা, পুরোহিত ও আইনের বিচারক (Judge) ছিল। এই রীতি গ্রীস ও রোমের প্রথমাবস্থার

রাজাদের বেলায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, পরে শেষোক্ত দেশসমূহে যেমন এই তিন প্রকার কর্ম্ম (function) পৃথকীকৃত হয়, ভারতেও তদ্রূপ হয়।

ভারতের রাজন্যবর্গ (ক্ষত্রিয়গণ) ও ব্রাহ্মণেরা যে একই বংশসম্ভূত ছিল তাহার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট আছে। দেবাপী ও শান্তনুর দৃষ্টান্ত ব্যতীত বিস্তর প্রমাণ আছে যাহা এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। ভবিষ্যপুরাণে একই পৌরববংশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির কথা স্বীকৃত আছে। পুরুষসূক্তগুলি যতই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীর জন্ম বিভিন্ন উৎপত্তির কীর্ত্তন করুক না কেন, ইতিহাস উহার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করে। গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই অভিজাতবংশ হইতে Aristocrats ও Priests উদ্ভূত হইয়াছিল। অভিজাতবংশীয়েরাই পুরোহিতের পদটি একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতেও ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল, এবং ইহার কোন প্রকার অন্যথা বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই দেশেও সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরাই রাষ্ট্রের রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল এবং উভয় শ্রেণীই প্রথমে এক বংশোদ্ভব ছিল।

বেদে নর্ত্তকী ও বেশ্যার উল্লেখ আছে; এই শেষোক্তদের 'সাধারণী' (১,১৬৭,৪) এবং 'মহানগ্নী' (অথর্ব্ব ২০,১৩৬,৫) বলা হইত। আর 'নিয়োগ' প্রথা অর্থাৎ বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর দেবরের অথবা স্বামীর স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিদ্বারা পুত্রোৎপাদন প্রথা বৈদিকযুগে প্রচলিত ছিল (১০,৪০২)।

ভারতে বৈদিকযুগের সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয় যে, একটি পশুপালক জনসমূহ যাহা আদিমকালে সামাজিক স্তর-বিহীন ছিল, তাহা ক্রমশঃ শ্রেণীভেদ অভিব্যক্ত করে। এই জনসমূহের যাযাবর আদিম অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য অজ্ঞাত; যখন তাহাদের সংবাদ বেদে

উল্লিখিত দেখা যায় তখন তাহাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ যৌবনকাল। এই সময়ে তাহারা নানা সংঘর্ষের ভিতর দিয়া গিয়া শ্রেণীবিভেদ, রাজা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নাগরিকত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বিবর্তিত করিয়াছে। অবশ্য এই বিবর্তন হইতে অন্ততঃ দুই হাজার বা ততোধিক বৎসরেরও অধিককাল লাগিয়াছে। এক সময়ে এই রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ ছিল না—বংশ বা পেশা দ্বারা লোকের সামাজিক পদ নির্দ্ধারিত হইত না। ঋকবেদের এই বিখ্যাত শ্লোকটিই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে: 'আমি একজন চারণ বা স্তোত্ররচনাকারী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ; আমার পুত্র হইতেছে ভীষক, আমার কন্যা জাঁতা পিষে। বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিয়া, ধন কামনা করিয়া আমরা গরুর ন্যায় অপরের অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করি। সোম বহমান হও, ইন্দ্রের জন্য বহমান হও' (৯,১১২,৩)। বেদে অবশ্য কৌমপদ্ধতি বরাবরই দৃষ্ট হইতেছে; তবে সভ্যতার অগ্রগতির সহিত তাহাদিগকে আরও অগ্রসর ও উন্নীত হইতে দেখা যায়। তাহাদের একাংশ নানা প্রকার ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকায় একটি ব্যবসায়ী-শ্রেণী (বৈশ্য) উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। 'দস্যু' ও 'দাস' শত্রুদের পরিবর্তে 'শূদ্র' নামে একটি অধিকারবিহীন শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা তাপ নামক দেবতার পুত্র,—শোকতাপ করিবার জন্যই ইহাদের জন্ম। ইহারা এবং আরও কতকগুলি সমাজচ্যুত শ্রেণী লইয়া এই যুগের পতিতশ্রেণী সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল শ্রেণীর ক্রন্দনের রোল ভারতের ইতিহাসে আদিকাল হইতেই শোনা যাইতেছে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বলেন—আলেকজাণ্ডারের অভিযান পর্য্যন্ত ভারতের সভ্যতা প্রস্তর যুগের সভ্যতার স্তরেই অবস্থিত ছিল! ইহা যে সত্য নহে তাহা আজকালকার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, বৈদিকযুগের সভ্যতা কৃষ্টির কোন স্তরে অবস্থিত ছিল? বৈদিকযুগকেও প্রস্তর যুগ বলা

যায় না। কারণ 'অয়স' ধাতু সেই যুগের শেষভাগে ব্যবহৃত হইত। 'অয়স' অর্থ প্রথমে 'পিত্তল' বুঝাইত, পরে 'ধাতু'র প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইত। এতদ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, যদিচ বৈদিকযুগের সভ্যতা বেশী উচ্চদরের ছিল না, তত্রাচ উহা 'প্রস্তর যুগ' অতিক্রম করিয়া ইহার ও লৌহযুগের মধ্যবর্ত্তীযুগ যাহাকে Chalcolithic যুগ বলা হয়, সেই স্তরে বৈদিক আর্য্যেরা ঋকবেদের সময় উপনীত হইয়াছিলেন। ঋকবেদে প্রস্তর নির্ম্মিত তীরের ফলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৯।১১২।২); আবার ব্রোঞ্জ (Bronze) নির্ম্মিত জিনিষও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পরে যজুর্ব্বেদে কৃষ্ণায়স বা লৌহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋকবেদের এই যুগের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের সহিত মহেনজো-দাড়োর ক্যাল্‌কোলিথিক (Chalcolithic) যুগের সভ্যতার সহিত সমান স্তর-মিলন নিরীক্ষিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বেদ-পরবর্ত্তী যুগ

বেদের পরবর্ত্তী যুগ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণের যুগ। এই যুগের শেষভাগ একটি সঠিক ইতিহাসের অধ্যায়ে প্রবেশ করে। ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণকালে বেদের অভ্যুদয় স্থলে, অর্থাৎ পূর্ব্ব-আফগানীস্থান ও পঞ্জাবে বিভিন্ন কৌম বা জনের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই জনসমূহের কতকগুলির সহিত আমাদের বেদেই সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই ভারতে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা ভারতকে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করে। মৌর্য্যসাম্রাজ্য কৌমগত রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র-পদ্ধতি বিধ্বংস করিয়া সর্ব্বপ্রথম নিখিল-ভারতীয় একজাতীয়তা (Nationality) আনয়ন করে।

বৈদিকযুগের অবসান হইলে যেমন পুরোহিতবাদ প্রাধান্য লাভ করে, তেমনি উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নানাপ্রকার উদার বা চরমপন্থীয় মতবাদ ও ধর্ম্মপদ্ধতি উত্থিত হইয়া পুরোহিতবাদকে হটাইয়া দেয়। এই যুগেই একদিকে যেমন পুরোহিতবাদের চিহ্নস্বরূপ স্মৃতিসমূহ রচিত হইতে থাকে এবং তাহাতে তাহাদের গুণগরিমা ও প্রাধান্যের কথাই কীর্ত্তিত হয়, অন্যদিকে বৌদ্ধজাতকসমূহ, জৈনদিগের পুস্তক, চার্ব্বাক প্রভৃতির মত-সমূহে উহার বিপরীত দিক দেখা যায়। এইসব নূতন ধর্ম্মমতের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষ দৃষ্ট হয়। ইহাতে দেখা যায় যে 'রাজন্য'বর্গ ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতাচরণপূর্ব্বক নূতন ধর্ম্মসমূহ গ্রহণ করিতেছে; আর এইসকল ধর্ম্মের স্থাপয়িতাগণও রাজবংশীয়! এই যুগসন্ধিক্ষণেই যজুর্ব্বেদের 'শতরুদ্রিয়' স্তোত্রসমূহে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম নিরীক্ষিত

যা দৃষ্ট হইয়াছে, ধর্ম্মজীবনে এবং সমাজপদ্ধতিতেও উহার সমূর্ত্ততা পরিলক্ষিত হয়।

বোধ হয়, বৈদিক যুগের পরে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে যাস্ক জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বৈদিক শব্দের অর্থ তৎকৃত 'নির্ঘণ্টু ও নিরুক্ত' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তকে 'কিংতে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো' (৩।৫৩।১৪) নামক বৈদিক শ্লোকের অর্থ করিবার সময় তিনি বলিয়াছেন, 'কীকটা নাম দেশো অনার্য্য নিবাস' (১)। এই অনার্য্য শব্দের অর্থ কি? ইতিপূর্ব্বে 'অনার্য্য' শব্দটিকে 'কৃষ্টি'বাচক বলিয়া ধরা হইয়াছে। 'অনার্য্য' যে ভেদ্দা-পূর্ব্ব বা দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতীয় একমূলজাতির লোক তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নাই। কীকটেরা 'অনার্য্য'। কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন যে, তাহারা 'অদীক্ষিত' ও ব্রাহ্মণ্যবাদে আস্থাবান ছিল না, অথবা তাহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল বলিয়াই যাস্ক তাহাদিগের উপর ক্রোধভরে এই অপবাদ দিয়াছেন (২)।

এই সময়ের খুব নিকটবর্ত্তী কালেই বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া মগধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই মগধকেই প্রাচীনকালে 'কীকট' নামে অভিহিত করা হইত (৩)। হয় বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারের ফলে অথবা তাঁহার অগ্রগামী অন্যান্য প্রচারকদের ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের ফলে কীকটের লোকেরা ব্রাহ্মণদের পুরোহিতবাদ গ্রহণ করে নাই বলিয়া যাস্ক তাহাদের এই অপবাদ দিতেছেন, অথবা তখনও মগধ আর্য্যসভ্যতা বা আর্য্যভাষা গ্রহণ করে নাই বলিয়া কি তাহাদিগকে 'অ-নার্য্য' বলা হইয়াছে? কিন্তু বেদে মগধের উত্তরে 'বিদেহ'তে ক্ষত্রিয় রাজা জনকের নাম উল্লিখিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সময়ে বা ইহার কিছুকাল পরে, মগধে

১। যাস্ক—নিরুক্ত, ৬।৩২
২। Weber—Ind. Stud.—1. 186.
৩। এই বিষয়ে মতান্তরও আছে।

আর্য্যভাষা ও ক্ষত্রিয় রাজার শাসন দেখা যায়। যদি পঞ্চম শতাব্দীতে এই জনপদের লোকেরা আর্য্য ভাষায় কথা না কহিত, তাহা হইলে বুদ্ধ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারকেরা প্রাকৃত ও পালি ভাষায় কি প্রকারে গ্রামে গ্রামে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন? যাস্ক ও বুদ্ধের সময়ের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে, তাহার মধ্যে একটা জাতি আর একটা জাতির সভ্যতা বিশেষতঃ ভাষাকে এতটা সর্ব্বজনীনভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা হইলে ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে 'কীকট' (মগধ) দেশের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতবাদ অস্বীকার করিয়া তাহাদের ক্রিয়া-কর্ম্মপদ্ধতি মানিত না বলিয়া 'অনার্য্য' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে, ব্রাহ্মণদের পুরোহিতবাদ ও তাহার প্রতিপক্ষীয় মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণেরা যেমন পূর্ব্ব-ভারতকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা অপর পক্ষে মগধের রাজগৃহ, অঙ্গের চম্পা, বঙ্গের তাম্রলিপ্তের জনগণকে উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই যুগের সমাজপদ্ধতির অনুসন্ধানের পূর্ব্বে প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ (data) সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। এই যুগ হইতে সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া ভারতের অবস্থার বাস্তবিকতা অনুভব করা যায়। কিন্তু এই সময় হইতে কেবল ব্রাহ্মণদের রচিত পুস্তকের সংবাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; কারণ উহা শ্রেণীস্বার্থদুষ্ট। জৈন ও বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ, বিশেষতঃ পুরাণসমূহের মধ্যেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ এই সত্যই উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাস পাঠের এই দোষ এখনও ভালভাবে নিরাকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিবার সময় এতদিন কেবল খানকতক সহজলব্ধ ব্রাহ্মণদের রচিত ধর্ম্ম-

পুস্তকের উপরই নির্ভর করিয়া ভারতের ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, এবং সাধারণও তাহারই বদহজম করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাষার তথ্য আবিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক যুগের অনুষ্ঠান (phenomenon) ও প্রতিষ্ঠানগুলি (institution) কি, এবং কি প্রকারে তাহাদের উদ্ভব হইল সে সম্বন্ধে তাঁহারা অনুসন্ধান করেন নাই। এতাবৎকাল পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য হইয়াছে বলিয়াই ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর নরতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিক সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান হয় নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী লোকদের লিখিত বিবরণের তুলনামূলক পাঠদ্বারা ভারতের রাষ্ট্রিক তথ্য আবিষ্কার করা হয় নাই। বরং সংস্কৃত-সাহিত্যের 'আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত' অর্থাৎ বেদ বা আপস্তম্ভ, বৌধায়ন হইতে রঘুনন্দন অথবা তাহা হইতেও আধুনিক লেখকের পুস্তক হইতে শ্লোকসমূহ একত্রিত করিয়া তাহা হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া কতকগুলি 'ঐতিহাসিক তথ্য' আবিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া খুব বড়াই করা হয়। আর এইগুলিই ভারতের ইতিহাস বলিয়া সাধারণের নিকট আদৃত হইতেছে! কিন্তু ভারতে প্রাচীন ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠির পুনরুদ্ধার করিতে হইলে ভাষার Morphology অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক পুস্তকের বয়স, অর্থাৎ রচনাকাল নিরূপণ করিতে হইবে। কোন্ যুগের কোন্ শতাব্দীতে, কোন্ ঘটনাকালে, কি পুস্তকের মধ্যে, কি প্রকারের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রিক-পদ্ধতি পাওয়া যায় তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ইতিহাস লিখিতে হইবে। বৈদিক যুগের অনুসন্ধান কালে এই মুস্কিলের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে! পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন যে, বৈদিকযুগের বয়স দুই হাজার হইতে তিন হাজার (২০০০—৩০০০) অথবা ততোধিক বৎসর; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একটা জাতি তাহার ভাষা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার এবং জাতীয় লক্ষণ

সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ইতিহাস তাহার বহু সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সেইজন্য ঋক্‌বেদ হইতে একটি শ্লোক, তৎপর যজুর্ব্বেদ অথবা অথর্ব্ববেদ হইতে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কোনও একটা রাষ্ট্রিক পদ্ধতির বিবর্ত্তনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অথর্ব্ববেদকে বেদ বলিয়া স্বীকারই করিত না। আজকালকার পণ্ডিতেরা অনুমান করেন,— অথর্ব্ববেদে পারশ্যের জারতুস্ত্রীয় পুরোহিতদিগের (মাগী বা মোবেদ) প্রভাব আছে। আবেস্তার 'অথরাবাণ' বা 'অথর্ব্বান' নামক পুরোহিতদের নামানুসারে 'অথর্ব্ববেদ' নামকরণ হইয়াছে। (অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণেরাও 'অথর্ব্বান' বলিয়া অভিহিত হয়)। পূর্ব্বে ইহাকে 'অথর্ব্ব-অঙ্গীরস' বলা হইত, এবং 'ত্রয়ী বেদাঃ'ও বলা হইত। পরে অথর্ব্ববেদকে বেদেরই একাংশ বলিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া নেয়। এইজন্য অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত একটি রীতির (custom) বয়সের সহিত ঋকবেদের একটি রীতির বয়স এক সময়ের হইতে পারে না। অন্যপক্ষে, অথর্ব্ববেদে ম্যাজিক (magic) ও তুকৃতাকের মন্ত্রের আধিক্য দেখিয়া ইহাকে ঋকবেদ অপেক্ষাও অতি প্রাচীন যুগের পরিচয় প্রদান করে বলিয়া অনুমান হয়। আর ঋকবেদের 'দস্যু' যজুর্ব্বেদের 'শূদ্র'তে পরিবর্ত্তিত হইতে (যদি তাহাই হইয়া থাকে!) নিশ্চয়ই বহু শতাব্দী লাগিয়াছে। কিন্তু এই সকল মুস্কিলের কথা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মস্তকে আসে না। সেইজন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে এবং আধুনিক কালের যেখান-সেখান হইতে কতকগুলি শ্লোক দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ইতিহাস রচনা করিলে উহা ভ্রমপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হইবে। এই কথাটি সম্বন্ধে খুব ভালভাবেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বেদের পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে প্রথম সমকালীন (তৎকালীন) যে অর্থনীতিক অবস্থার উপর

সমাজ ও তাহার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন। বৈদিকযুগের সাদাসিধা অর্থনীতিক অবস্থার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; আর এও উল্লেখ করা হইয়াছে যে বৈশ্যেরা কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসায়াদি কার্য্যে নিজেদের নিযুক্ত করিত। এই যুগের ব্যবসায়ের অভিব্যক্তির সহিত ও প্রশ্ন উঠে যে, এই সঙ্গে 'শিল্প-শ্রম ব্যবসায় শ্রেণী বা সঙ্ঘ' (industrial combination) এবং 'কারিগরদের শ্রেণী' (craft guilds) উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা? এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গেল্ডনার ও রথ ব্রাহ্মণসমূহে ইহাদের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন; কিন্তু অপরাপর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহার বিপরীত বলিয়া থাকেন (৪)। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস বৈদিক পুস্তকসমূহে 'শ্রেষ্ঠীন' ও 'শ্রেষ্ঠত্ব' (অথর্ব্ব ১।৯।২) শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় মনে করেন যে ইহা দ্বারা 'গিল্ড' ও উহার কর্ত্তাকে বুঝায়, এবং এই প্রতিষ্ঠান দুইটি বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করেন। তিনি আরও মনে করেন যে,—শিল্প সূত্রানুযায়ী ক্রিয়াকর্ম্মের মিস্ত্রীরা সমাজে উচ্চপদ পাইত। আবার রামায়ণ পাঠে ইহা দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণ কোদাল, লাঙ্গল দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে (৫) এবং এই কর্ম্মদ্বারা তাহার কোন সামাজিক বদনামও হইতেছে না। অন্যদিকে কারুকার্য্য (arts) বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে। রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে বড় শিল্পীরা (craftsmen) বিশেষতঃ যাহারা শিল্পশাস্ত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত তাহারা সমাজে উচ্চপদ পাইত। এই প্রকারে যাহারা জলসেচকর্ম্মে (irrigation works) ও সরকারী গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, তাহারা উচ্চাধিকার ভোগ করিত। গিল্ডের (শ্রেণী) নাম (৬) রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। (৭)

৪। **Sontosh Kumar Das—"The Economic History of Ancient India." P. 63—65.**

৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৩। ৬। রামায়ণ—বালকাণ্ড, ৮।

৭। সংস্কৃত পুস্তক ও খোদিত-লিপিসমূহে Guildকে "শ্রেণী" বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে মহাভারতের সময় ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকর্ম্ম করা নিন্দনীয় ছিল (৮)। এই সময়ে শ্রেণীবিভেদ (বা বর্ণ-বিভেদ) আরও ভালভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারতেই উক্ত হইয়াছে,—'ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রিয় তাহার প্রজাদের রক্ষা করিবে, বৈশ্য ধনার্জ্জন করিবে, এবং শূদ্র পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা করিবে' (৯)। এতৎসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে—'উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের জাতিধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে' (১০)। এই বর্ণনা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, রামায়ণের সমাজ মহাভারতের সমাজ অপেক্ষা আরও প্রাচীন ছিল।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, রামায়ণের অনেক কাহিনী এবং মহাভারত কাব্যের ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি নায়কগণ বেদে উল্লিখিত আছে (১১)। রামায়ণের অনেক কাহিনী বৈদিক উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে। যেমন গ্রীক হোমারের মহাকাব্য হইতে নায়ক ও নায়িকাদের কাহিনী অবলম্বনে পরে কাব্যসমূহ লেখা হয়, সেইরূপ বৈদিক অনেক গল্প পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত

৮। মহাভারত—সভাপর্ব্ব : ১২।৯১।

৯। মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব : CXXXII. 30 ; শান্তিপর্ব্ব : XCI, 3, 2.

১০। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব : CXXXII, 30 ; শান্তিপর্ব্ব : XCI, 32.

১১। Ludwig বলেন যে তিনি ঋকবেদে একটি শ্লোক পাইয়াছেন যাহার অর্থ হইতেছে—ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কি শোচনীয় পরিণাম! (Abhandlung Bœhmische Gesellschaft, 1884 P. 5 দ্রষ্টব্য) কিন্তু আর কেহ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কদের উল্লেখ পান নাই। Hopkins বলেন যে বেদে ভরত এবং কুরুদের উল্লেখ আছে, কিন্তু পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোকের (৪।১৭।৯) প্রক্ষিপ্ত অংশটি বাদ দিলে কুরুদের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে, যথা:—যতো যতো আবর্ত্ততে তত্তদ্ গচ্ছতি মানবাঃ। কুরূন অশ্বাভি রক্ষতি......

(E. W. Hopkins—The Great Epic of India. p 387)

মহাকাব্যসমূহে সন্নিবিষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে। রামায়ণে এক-একটি ক্ষত্রিয়কুলের রাজত্বের বিষয় উল্লেখ দেখা যায়, যদিচ সর্ব্বপেশার লোক অর্থাৎ শ্রেণীবর্গের সহিত রাজাকেও পরামর্শ করিতে দেখা যায়।

পক্ষান্তরে মহাভারতে কুলগত বৈরীভাব (blood-feud), ও বর্ণ-বিভাগ, নিয়োগ-প্রথা প্রভৃতির উল্লেখ ব্যতীত দুইটি একটা বড় অনুষ্ঠানও চক্ষে পড়ে :—(ক) একজন রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে ধর্ম্মরাজ্য (Theocracy) সংস্থাপন, (খ) সামন্ততন্ত্র (Feudalism) প্রতিষ্ঠা। কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাভারতের বর্ত্তমান সঙ্কলন গুপ্তযুগে সংসাধিত হয়। এই যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হয়; কাজেই মহাভারতে সেই সময়কার রাজনীতিক ভাবসমূহ,—যথা—ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজার অধীনে ভারতে এক-জাতীয়তা আনয়ন করা, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন পরিকল্পনা,—ব্রাহ্মণ্য-পদ্ধতির উপর রাষ্ট্র ও সমাজকে সংস্থাপন করা, রাষ্ট্রে সার্ব্বভৌমিক সম্রাটের অধীনে স্তরভেদ করা প্রভৃতি ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। এইসঙ্গে সামন্ত-তান্ত্রিক যুগের বৈশিষ্ট্য—'noblesse oblige,' 'chivalry' প্রভৃতি মহাভারতে বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। মহাভারত যে বিভিন্ন সঙ্কলনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে (১২) তাহা একই পুস্তকে 'নিয়োগ প্রথা' (junior levirate) ও স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (chivalry) পাশাপাশি বর্ণিত হওয়ায় সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রামায়ণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে শ্রেণীসংগ্রামের ভীষণ যুদ্ধ বর্ণিত আছে এবং উহার জের রামায়ণের প্রধান নায়ক রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের স্ব-শ্রেণী প্রেমিকত্ব বিশেষভাবে প্রকীর্ত্তিত হইয়াও শ্রেণী-সংগ্রাম এই কাব্যের তথ্য নয়; বরং একটা বড় রাজনীতিক ভাব ইহার পশ্চাতে লুক্কাইত রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টাটি কি বৌদ্ধদের অশোকের ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া

১২। Vincent Smith—Early History of India.

রাষ্ট্র সংস্থাপনের চেষ্টারই অনুকরণ নয়? ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন,—হিন্দুরা কখন রাষ্ট্রে Theocracy (ধর্ম্মতন্ত্র বা দেবরাষ্ট্রিকতন্ত্র) আনয়ন করে নাই—অশোকের রাজত্বে উহার কাছাকাছি আসিয়াছিল; মহাভারতোক্ত ধর্ম্মরাজ্য—যেখানে সকল জাতি, সকল বর্ণ ও শ্রেণীর লোক এক রাষ্ট্রের অধীন থাকিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিবে তাহা কি উপরোক্ত একটা ধর্ম্মতন্ত্র সংস্থাপন চেষ্টার ন্যায় ছিল না? ইহা কি বৌদ্ধদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উদ্ভূত হয় নাই? এই রাষ্ট্রে কি ধর্ম্মের নামে ঘুম পাড়াইয়া শ্রেণীসমূহের 'শ্রেণীসহযোগিতা' (class-collaboration) লাভ করিবার চেষ্টা হয় নাই? মহাভারতের ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন পাশ্চাত্য রাজনীতি-বিজ্ঞানের খাঁটি Theocracy না হইতে পারে, তবে অনুমান হয় যে, এই ভাবের সহিত ইউরোপের মধ্যযুগের 'Holy Roman Empire' সংস্থাপনের উদ্দেশ্যের কতক সৌসাদৃশ্য আছে; এইজন্যই বর্ত্তমান মহাভারত যে-যুগেই সঙ্কলিত হউক না কেন, তাহাতে মধ্যযুগীয় প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না (১৩)।

আজকাল পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, পুরাণসমূহে অনেক ঐতিহাসিক

১৩। মহাভারতে মধ্যযুগীয় প্রভাবের অপর একটি নমুনা—অশ্বমেধ যজ্ঞে দ্রৌপদীর প্রতি ব্যবস্থা। সংস্কৃতজ্ঞেরা জানেন, যজুর্ব্বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজমহিষীকে নিয়া কি অদ্ভুত brutal কেলেঙ্কারীই না করা হইত। পুরোহিতবাদের চূড়ান্ত অত্যাচার এইস্থলে প্রদর্শিত হইত। রামায়ণে কৌশল্যাকেও মৃত অশ্বকে স্বামী ভাবিয়া একরাত্রি তাহার সহিত যাপন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদী মৃত অশ্বের পার্শ্বে একবার বসিয়াই খালাস পাইয়াছিল! শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত মহাশয় তাঁহার '[illegible]কবেদ' নামক পুস্তকে বলেন—নারীর প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের জন্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কি সামন্তযুগীয় Chivalry ভাবের জন্যই হয় নাই?

তথ্য রহিয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিত পার্জিটারের মতে (১৪) পুরাণসমূহে ক্ষত্রিয়দের তরফের ভারতীয় জনশ্রুতি যথার্থভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। সেইজন্য তন্মধ্যেও অনুসন্ধান প্রয়োজন। মৎস্য ও বায়ুপুরাণ দুইটীর মধ্যে মহাভারতোক্ত পৌরব রাজা জন্মেজয়ের সহিত বৈশম্পায়ন এবং অন্য ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়। যজ্ঞে গো-হত্যা প্রয়োজন কিনা এই নিয়া বাজসনেয় ব্রাহ্মণদের সহিত জন্মেজয়ের ঘোরতর বিতর্ক উপস্থিত হয়। রাজা পশুহত্যার বিরোধী ছিলেন। মৎস্য পুরাণের বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; তাহাতে বলা হইয়াছে—এই বিবাদে রাজা কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণদের বিপক্ষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে ব্রাহ্মণদের কথায় সায় দিয়া তাহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রীতি অনুযায়ী বনে গমন করেন (বনং যযৌ)। পরে বায়ুপুরাণে ব্রাহ্মণদের প্রতি বিপক্ষতাচরণে কৃতকার্য্য হওয়ার অসুবিধাজনক খবরটি চাপিয়া রাখিয়া বলা হইয়াছে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত (ক্ষয়ং যযৌ) হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা তাহাকে মারিয়া ফেলে এবং তাহার পুত্রকে সিংহাসনে বসায়। এই জুয়াচুরি কিস্যটি সম্পর্কে পার্জিটার বলেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদের দাবীর বিপক্ষতাচরণ করা ব্যাপারটি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তিত করা হয় (১৫)। এই সংবাদ দ্বারা অনুমান করিতে পারি যে, বৈদিক যুগের পরেও উভয়শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নানা প্রকারে চলিতেছে, এবং ক্ষত্রিয়েরা কখনও ব্রাহ্মণের দাবী শুনিতে রাজী হয় নাই।

এই সময়ে অর্থাৎ বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরে ক্ষত্রিয়দের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। রাজপদ অনেকস্থলে বংশগত হইলেও রাজা কখনও যথেচ্ছচারী হইতে পারিত না। তত্রাচ পঞ্চম

১৪। F. E. Pargiter—Ancient Indian Historical Tradition.

১৫। Pargiter—The Purana Text of the Dynasties of the Kali age p. 88

শতাব্দীতে একটা নূতন ধরণের রাষ্ট্র-পদ্ধতি বিবর্ত্তিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্য ইহাকে 'রাজশব্দোপজীবিনঃ'-রূপ বলিয়াছেন (১৬) বেদের ব্রাহ্মণাংশে মিথিলাতে রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ (১,৪৭ ; ২,১৭) ও পুরাণে (বায়ু ৮৬,১৬-২২ ; বিষ্ণু ১,১৮) মিথিলা রাজার দ্বারা শাসিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধের সময় বিদেহ (১৭) (মিথিলা) রাজবংশের পরিবর্ত্তে ভজ্জিদের সংঘ সেখানে সংস্থাপিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় (১৮) মল্লদের দেশ পূর্ব্বে একজন রাজার দ্বারা শাসিত হইত ; কিন্তু বিম্বিসারের সময়ের পূর্ব্বেই সেখানে সাধারণতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯)। পক্ষান্তরে পুরাণ (মৎস ৫।৭৮-৭৯) বলে যে, হস্তিনাপুর গঙ্গার জল দ্বারা মগ্ন হওয়ায় কুরু-বংশ কৌশাম্বিতে রাজধানী স্থাপন করিবার পর 'কুরু'দের দেশ ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয় ; পরে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সংঘ বা সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয় (২০)। এই প্রকারে অনুমান হয় যে পাঞ্চালেরাও সংঘরূপ রাষ্ট্র স্থাপন করে (২১)। মহাভারতে ক্যাম্বোজদের রাজকীয় রাষ্ট্রাধীন থাকিবার কথা উল্লিখিত আছে ; কিন্তু পরে তাহারাও সংঘরূপ রাষ্ট্র বিবর্ত্তন করে (২২) ; কৌটিল্য (২৩) তাহাদের 'বার্ত্তাশস্ত্রোপজীবনঃ' রাষ্ট্ররূপ বলিয়াছেন। এমন কি সুদূর উত্তরবঙ্গেও সেই সময়ে 'সাম-বঙ্গীয়' (Sam-vangias) নামে অভিহিত স্থানীয় লোকেরা ও লিচ্ছবী ও শাক্যদের ন্যায় সংযুক্ত সংঘরাষ্ট্র (Confederated Community) বিবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। জয়সওয়াল অনুমান করেন যে ইহারাও ব্রাহ্মণ্য-সম্পর্ক বিরহিত

১৬। Kautilya—Arthasastra : 1919 Edn. P. 378.

১৭। আজকাল কেহ কেহ বলেন 'বিদেহ' কোন বংশগত রাজার অধীনে ছিল না ; 'জনক' একটি উপাধি মাত্র।

১৮।২২। Dr. H. C. Roy Choudhuri—History of ancient India, PP. 84-106.

২৩। Kautilya—Arthasastra, P. 378. Ed. 1919.

ও লিচ্ছবীদের সম্পর্কীয় আর্য্য জনসংঘ (২৪)। এই সঙ্গে বুদ্ধের সময়ের সংবাদ মধ্যে আমরা শাক্যদেরও এই প্রকারে সংঘরাষ্ট্রাধীন থাকিবার কথা শ্রবণ করি। কিছুকাল পরে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সময়ে পঞ্জাবে আমরা এইরূপ কতকগুলি কৌমগত সংঘরাষ্ট্রের সংবাদ পাই। 'মুসিকানী' কৌমের বর্ণনকালে গ্রীক লেখকেরা বলিতেছেন যে নাগরিকেরা একসঙ্গে আহারাদি করিত। অথর্ব্ববেদেও এই প্রথার উল্লেখ আছে, যেমন:—"তোমাদের পানীয় (drink) এক হউক, তোমাদের খাদ্যের অংশও সাধারণ (common) হউক" (২৫)।

এই সকল সংবাদ ও তথ্য হইতে আমরা ভারতীয় রাষ্ট্র-পদ্ধতির মধ্যে বিবর্ত্তনের একটি নূতন ধাপ পর্য্যবেক্ষণ করি। পুরাতন কৌমগত রাজ-শক্তির পরিবর্ত্তে সংঘশক্তির শাসন-প্রথা অনেক কৌম-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এইগুলি আজকালকার রাজনীতিক ভাষায় যাহাকে Democracy (গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র) বলে তদ্রূপ গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী ছিল না। বরং এইগুলি অভিজাতীয় সাধারণতন্ত্র (Aristocratic oligarchy) ছিল। বোধ হয় এইগুলিকেই কৌটিল্য "রাজশব্দোপজীবিনঃ" প্রকারের রাষ্ট্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের রাষ্ট্রে অভিজাতদের দ্বারা সংগঠিত একটি সংঘ (committee) রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিত। সকল অভিজাতবর্গ 'রাজা' উপাধি ধারণ করিত (২৬) গ্রীসের ক্লাসিক্যাল যুগের রাজাকে বিতাড়িত করিয়া অভিজাত শ্রেণী দ্বারা রাষ্ট্রগঠন আমরা গ্রীসের ইতিহাসে বর্ণিত হইতে দেখিতে পাই এই গ্রীক অভিজাতেরা

২৪। Jayaswal—Presidential speech at the oriental Conference: 1934.

২৫। Bloomfield—S. B. E. (Sacred Book of the East.): P. 134.

২৬। Dr. B. C. Law—Kshatriya clans in Buddhist India-তে—লিচ্ছবীদের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেকেই Basileus (রাজা) উপাধি গ্রহণ করিত। রোমের রাজাকে বিতাড়িত করিয়া অভিজাতশ্রেণী (Patricians) সম্মিলিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট (শাসন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রকারের অভিব্যক্তি ভারতেও কৌমগত রাজ-পদ (Kingship) বিবর্ত্তনের পর, কৌমের অভিজাতদের সংঘবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থা (Government) সংগঠিত হইয়া রাজশক্তি সংঘগত হয়। কৌটিল্য অপর একটি সংঘপদ্ধতির নাম দিয়াছেন—'বার্ত্তা শস্ত্রোপ-জীবিনসংঘ।' যে-সকল ক্ষত্রিয়-সংঘ ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম ও সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিত, কৌটিল্য তাহাদিগকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন (২৭)।

পাণিনি বাহ্লিকদেশের সঙ্ঘগুলির বিষয়ে তদ্ধিত নিয়ম দিবার কালে আর এক প্রকারের সাধারণতন্ত্রের সংবাদ (৫,,৩,১১৪-১২৭) দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, এই নিয়মগুলির দ্বারা একটি সংঘের সভ্যদের নাম ডাকিলেই তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা অন্য বর্ণের লোক কিনা তাহা বুঝা যায়। (২৮) এই প্রকারের সংঘগুলি সকল বর্ণের লোক লইয়া সংগঠিত হইত; একটি বিশিষ্ট বর্ণ বা কৌমের হস্তে এই সংঘরাষ্ট্র গণ্ডীভূত থাকিত না (২৯)। এই রাষ্ট্রপদ্ধতিতে একটা যথার্থ সাধারণতন্ত্র (Res Publica) বিবর্ত্তিত হইবার চেষ্টা দেখা যায়। অপরপক্ষে এই যুগে মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি রাজাধীন রাষ্ট্রও বাড়িয়া উঠিতে দেখা যায় এবং তাহারা যে ক্ষুদ্র সংঘরাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাও বুদ্ধের

২৭। সুইডেনের Vikings গণ রুশ বিজয়কালে এই প্রকারের ব্যবসায়ী ও যোদ্ধ সংঘ গঠন করিয়া রুষ মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। (kluchevsky—History of Russia দ্রষ্টব্য)।

২৮। মনুতে লোকের পদবী হইতে [illegible]র বর্ণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। সনাতনপন্থী হিন্দুদের মধ্যে আজও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে।

K. P. Jayaswal. "Hindu Polity," Part 1. ; P. 35.

জীবনীতে পাঠ করা যায়। ইহাতে এই প্রতীত হয় যে কতগুলি 'জনে'র সংঘরাষ্ট্র ও আর কতকগুলি জনপদের একজাতীয়তাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। অবশ্য যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় এই রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়দের তরফ হইতে এইসব বিষয়ে কি সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। ক্ষত্রিয়দের তরফের বিবরণ কিছু কিছু জৈন ও বৌদ্ধপুস্তকসমূহে পাওয়া যায়। জয়ঘোষ নামক একজন জৈন সাধু বিজয়ঘোষ নামক একজন ব্রাহ্মণকে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ ক্ষত্রিয়ের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'একজনের কর্ম্মদ্বারা সে ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য অথবা শূদ্র হয় (উত্তরাধ্যায় যনসূত্র ২৫, ২৪, ৩৩)। বৌদ্ধ পুস্তক সমূহে দেখা যায় যদিচ চারিবর্ণের কথা (ক্ষত্তিয়, ব্রাহ্মণ, বেশ্‌শ এবং শুদ্দ) এই যুগে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির দোহাই দিয়া নিজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিত, তথাপি 'পিটক' সমূহে দেখা যায় যে 'রাজন্যেরা' এই দাবী স্বীকার করিত না। ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই বিভাগগুলি 'জাতি' (caste) ছিল না।

একই বর্ণের লোকেদের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি ক্রিয়া চলিত না। প্রত্যেক বর্ণকে পরিচালনা করিবার জন্য একটা সমিতিও (Governing Council) ছিল না। চতুর্থ বর্ণের সহিত অপর তিন বর্ণ পৃথক ছিল এবং শেষোক্তেরা সামাজিকপদ দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক ছিল। বাস্তব জীবনের সহিত এই বিভাগ মোটামুটি মিলিলেও চারিশ্রেণীর মধ্যে আবার সূক্ষ্ম স্তরসমূহ থাকিত। একটা শ্রেণী হইতে আর একটা শ্রেণী ধাপে ধাপে বিভক্ত হইত এবং এই স্তরগুলির

৩০। T. W, Rhys Davids—"Dialogues of the Buddha" in Sacred Books of the Budhists : vol. II. P. 100—101

গুলিও নানারকমের এবং অস্পষ্ট ছিল। এই শ্রেণীসমূহের বাহিরে আজকালকার নিম্নজাতিসমূহের ন্যায় কতকগুলি শ্রেণী ছিল। এই পিটকসমূহে তাহাদের উপরোক্ত চাতুর্ব্বর্ণের নিম্নস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তর গ্রন্থে (১,১৬২) ইহা বিবৃত হইয়াছে; অন্য পুরাতন পুস্তকসমূহে (অশ্বলায়ন মঝ্‌ঝিমা ৯৩; অঙ্গুত্তর ২,৮৫; সম্মুত্ত ১,৯৩; বিনয় ৪,৬—১০) এই নিম্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে আরও কয়েকটি নাম ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে: যথা—বেন, নিষাদ এবং রথকার। ইহারা সকলেই স্বাধীন শ্রেণীর লোক ছিল, ইহাদের ছাড়া গোলামও ছিল। ইহারা গৃহস্থের চাকর, অতি ধনীদের বাড়ীর উল্লেখ প্রসঙ্গে কখন কখন ইহাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত বৌদ্ধ পুস্তকসমূহের বিবরণ হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালে যখন বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ লিখিত হইয়াছিল, তখনও জাতিভেদ উদ্ভূত হয় নাই—শ্রেণীভেদ ছিল।

এই শ্রেণীবিভাগ মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের স্থান কোথায়, তাহা বৌদ্ধপুস্তক মধুরা সুত্তে (৩১), কঙ্কন ও মধুরার রাজার কথোপকথনের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের মত উক্ত হইয়াছে, 'ব্রাহ্মণেরা অতীতকে বিস্মৃত হইয়া তাহাদের দাবীসমূহ উপস্থাপিত করে। তাহাদের দাবীর বাস্তব কোন ভিত্তি নাই। ন্যায়পরায়ণতাই (ধর্ম্ম) মানুষে মানুষে আসল পার্থক্য উপস্থিত করে, শ্রেণীবিভেদ (বর্ণ) দ্বারা তাহা হয় না' (এই বিষয়ে 'মিলিন্দা পহ্ন' দ্রষ্টব্য)। রিস ডেভিড্‌স্ বলেন, গৌতমের এই উত্তর বৌদ্ধদের একরকম সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ের পুস্তক (Book of Genesis) বিশেষ। গৌতম স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—'তারপর, অশ্বথ, একজন লোক স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের তুলনা করুক, বা পুরুষের সাথে পুরুষের তুলনা

৩১। Rhys Davids—'Dialogues of the Buddha' in "Secred Book of The Buddhists". vol. II, P. 105—121.

করুক, ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ এবং ব্রাহ্মণেরা নিম্ন…অতএব ক্ষত্রিয়েরা অতি নিম্নে পতিত হইলেও ইহা ঠিক যে ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ এবং ব্রাহ্মণেরা নিম্ন (৩২)।

বৌদ্ধপুস্তকে শ্রেণীসমূহের আসন কি ছিল সে সম্বন্ধে রিস ডেভিডস বলিতেছেন, 'সমাজের শীর্ষোপরি ক্ষত্রিয়েরা, অভিজাতেরা ছিল; ইহারা গৌরবর্ণের এবং সুপুরুষ ছিল; তৎপর যাজ্ঞিক পুরোহিতদের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া ব্রাহ্মণেরা আসিত…ইহার নিম্নে ছিল কৃষককুল—সাধারণ লোক সমূহ (The people); ইহারা বেশ্য বা বেশ্‌শ ছিল। সর্ব্বশেষ আসিত শূদ্রেরা যাহারা মলিন বর্ণের ছিল। কিন্তু শূদ্রদের নীচেও 'ছোট জাতি' (হীন জাতিয়ো) এবং ছোট কারবারের লোক (হীন সিপ্পানি) ছিল। লোকেরা এই সব ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের পেশা পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতকে (৫,২৯০) উক্ত আছে সে একজন প্রেমাতুর ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ক্রমে কুম্ভকার, ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, বেতের কার্য্য, মালাকার এবং পাচক হইয়াছিল। এতদ্বারা তাহার কোন দুর্ণাম বা শাস্তি হয় নাই। পুনঃ অপর এক জাতকে (৬,৩৭২) উল্লেখ আছে যে একজন শেঠ দরজী ও কুম্ভকারের কার্য্য করে; এবং এতদ্বারা সে নিজের উচ্চবংশীয় আত্মীয়দের নিকট সম্মান হারায় নাই।

উপরোক্ত এই সব শ্রেণীর লোকেরা স্বাধীন ছিল, কিন্তু ইহা ব্যতীত গোলামও ছিল। যুদ্ধ অথবা লুঠতরাজে ধৃত এবং দাসত্বে নিপতিত ব্যক্তির (জাতক ৪,২২০) কিম্বা যাহারা আইন দ্বারা শাস্তি পাইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছে (জাতক ১,২০০) অথবা যাহারা নিজেই দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছে (বিনয় পুস্তক ১,১৯১) তাহারাই দাস অথবা গোলাম রূপে গণ্য হইত। এই দাসত্বের অবস্থাভোগীদের পুত্র-সন্তানাদি হইলে

৩২। R. Davids—P. 120—121.

তাহারাও দাস হিসাবে গণ্য হইত। এই গোলামদের খালাস (মুক্তি) দিবার কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু গ্রীস দেশের খনিতে রোমীয় জমিদারীতে (Latifundia) কিম্বা উত্তর-আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের খৃষ্টান মালিকের আবাদে (Plantation) গোলামদের প্রতি যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হইত, ইহাদের সম্বন্ধে সেই প্রকার কিছুই শোনা যায় না। ভারতের এই যুগের গোলামেরা অধিকাংশ বাড়ীর দাস থাকিত এবং তাহাদের প্রতি মন্দ ব্যবহারও করা হইত না। ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না (৩৩)। এই যুগে যে সামাজিক পদ (৩৪) খোলাখুলি পরিবর্ত্তন করিবার খুব সুবিধা ছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এই যুগে অবৈধ যৌন-সম্মিলনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই অবৈধ যৌন-সম্মিলনে উৎপন্ন সন্ততিরা রাজন্য ও ব্রাহ্মণের পদ পাইয়াছে (জাতক ৪,৩৪ ; ১৪৬, ৩০৫ ; ৬,৩৪৮,৪২১ (৩৫)। এই সময় আমরা কাহার সহিত খাওয়া-বসা (commensality) চলিতে পারে সে সম্বন্ধে বাছ-বিচারের প্রথম উল্লেখ হইতে দেখি। জাতকে (২,৩১৯—৩২০) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একসঙ্গে আহার-বিহারের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অন্নগ্রহণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হওয়ার কথাও (জাতক ২,৮২) উল্লিখিত আছে। কোশলের রাজা পশানেদির (প্রসেনজিৎ) এক শাক্য সর্দ্দারের শূদ্রা উপপত্নীর গর্ভজাত 'বাসব-ক্ষত্তিয়া' নাম্নী শাক্য কুমারীর বিবাহের পর যখন এই কুমারীর গর্ভ-প্রসূত সন্তান 'বিড়ুড়বের' সহিত তাহার মাতামহ গোষ্ঠীর কেহ আহার করে নাই। কারণ তাহার মাতা একজন দাসী-পুত্রী, সেইজন্য সেও পতিত—এই কথা ব্যক্ত হইলে

৩৩। **R. DAVIDS—Dialogues of the Buddha ; vol. I ; P 101**

৩৪। **J. R. A. S. 1901. P. 868 , Jatakas—11, 4, 2, 5** প্রভৃতি দ্রষ্টব্য
R. DAVIDS—Buddhist India. P. 57..

যে উভয় রাজকুলে গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহার এবং উপরোক্ত চণ্ডালের দৃষ্টান্তের মূলে দেখা যায় যে, সেই সময় সমাজে পতিতদের অপাংক্তেয় করা হইয়াছিল। অন্যদিকে জাতকে (৫,২৮০) একটা গল্প আছে, জনৈক ব্রাহ্মণ একজন ক্ষত্রিয়ের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে তাহার একমাত্র পত্নীরূপে গ্রহণ করে (৩৬) আবার এই সময়ে ব্রাহ্মণদের 'হীন-জাচ্চ' (হীন জাতি) বলিয়া ঘৃণা করাও হইত (জাতক ৫, ২৫৭)।

এই প্রকারে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সমূহে ব্রাহ্মণদিগকে অভিজাতদের (রাজন্য বা ক্ষত্রিয়) নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই সকল পুস্তকে ক্ষত্রিয়দের অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ এই সকল ধর্ম্মের স্থাপয়িতা ও প্রধান প্রচারকেরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ছিলেন। এই সব ধর্ম্মপুস্তকে উভয় শ্রেণীর মধ্যে যে সব সম্পর্ক বর্ণিত হইয়াছে তাহাই স্বাভাবিক; অন্যান্য দেশের ইতিহাসে আমরা তাহাই দেখি। যোদ্ধ-শ্রেণী শাসকরূপে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের অভিজাতশ্রেণী হয়; যাহারা রাষ্ট্র-শাসন করে তাহাদের অর্থনীতিক অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; এবং রাজশক্তি হাতে থাকে বলিয়া তাহারা সমাজের শীর্ষদেশে থাকে। পুরোহিতবর্গ তাহাদের আশ্রিত হইয়া থাকে, তাহাদের (ক্ষত্রিয়দের) তাঁবেদার শ্রেণীরূপে থাকে। ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম—প্রাচীন ভারতেও তাহাই ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়া এবং আজ-কালকার সামাজিক অবস্থা দেখিয়া প্রাচীনকালের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া লোকে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক তাহাই ভারতেও প্রথমে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঈজিপ্ত ও বাবিলনের মন্দিরের পুরোহিতেরা ধর্ম্মরূপ উপায় দ্বারা নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করিলেও দেশের রাজা তাহাদের উপরে ছিল; প্রথমোক্ত দেশে প্রথমে

৩৬। "এতদ্বারা কৌটিল্যবর্ণিত বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce) প্রথার সাক্ষ্য দিচ্ছে..."

প্রদেশের (nome) শাসনকর্ত্তা বা অভিজাত জমিদার সেই স্থানের পুরোহিতদের শীর্ষদেশে থাকিত।

এক্ষণে ব্রাহ্মণদের বিরচিত ধর্ম্মপুস্তক সমূহে কিরূপ সমাজ-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা হউক। ব্রাহ্মণদের লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যাহা 'স্মৃতি' বলিয়া কথিত হয়—তাহা 'অর্থশাস্ত্র' হইতে ভিন্ন। শেষোক্ত পুস্তকসমূহে রাজনীতির চর্চ্চা বিশেষভাবে রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতে রাজনীতিবিজ্ঞানের চিন্তার ধারা এই সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নাকি মন্ত্রী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার অর্থশাস্ত্র তৎকালীন মৌর্য্য সম্রাটদের অনুমোদিত ছিল (৩৭), অর্থাৎ ইহা 'গভর্ণমেণ্ট-আইন' ছিল! স্মৃতিসমূহ বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোনটি গভর্ণমেণ্ট-বিশেষ দ্বারা অনুমোদিত বা গৃহীত হইয়াছে; (৩৮) কোনটি সম্প্রদায় বিশেষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সমস্ত স্মৃতিগুলি ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত হইয়াছে—এইজন্য ব্রাহ্মণশ্রেণীর অভিমত ইহাতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে আপস্তম্ভ, গৌতম ও বৌধায়নসূত্র সর্ব্ব-পুরাতন বলিয়া অনুসন্ধানকারীরা অনুমান করেন। ইহাদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ছয়শত হইতে তিনশত শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয় (৩৯)। এতদ্বারা এরূপ মনে হয় যে, বেদ রচনার শেষকালে এবং তাহার পর এই ধর্ম্মসূত্রগুলি রচিত হয়। এইগুলির মধ্যে আপস্তম্ভকে সর্ব্ব-প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ তিনি যবনদের (৪০) উল্লেখ করেন নাই। তিনি

৩৭। Jayaswal—Age of Manu & Jagnavalka ৩৮। Jayaswal—Age of Manu & Jagnavalka; P. V. Kane—"History of Dharmasastra": Jolly—Recht und Sitte. ৩৯।. Kane—History of Dharmasastra, P.8.
৪০। Kane—History of Dharmasastra P. 45।

বাজসনেয়কদের মত উল্লেখ করিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন (৪১)। তিনি বলেন, শূদ্রেরা আর্য্যদের অর্থাৎ উচ্চবর্ণের তত্ত্বাবধানে তাহাদের উচ্চবর্ণের মনিবদের জন্য খাদ্য রন্ধন করিতে পারে (২-প্রশ্ন) (৪২); আবার ইহাও বলেন যে স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের মধ্যে জনশ্রুতি (Tradition) অনুযায়ী যে জ্ঞান আছে তাহাই হইতেছে বিদ্যার শেষ সীমা এবং ইহাই অথর্ব্ববেদের পরিশিষ্ট (Supplement) (৪৩)। পক্ষান্তরে তিনি বলেন, ব্রাহ্মণদের মারিয়া ফেলা অথবা আহত করা কিম্বা গোলাম করা যাইতে পারে না (২ প্রশ্ন)। আপস্তম্ভ বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিলেও নিয়োগ-প্রথা নিষেধ করেন। আপস্তম্ভ তাহার গৃহ্য সূত্রে (যজ্ঞ পরিভাষা-সূত্র) বলিয়াছেন (৪৪)—যজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। পুনঃ তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে অব্রাহ্মণ বংশীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিবার অনুমতি দিয়াছেন (২, ৫, ১১)।

অতঃপর গৌতমকে ধরিলে দেখা যায় যে গৌতম (৪৫) বলিয়াছেন, 'যবনেরা ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্রা রমণী কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে (৪,১৭)। এতৎসঙ্গে তিনি অনেক মিশ্র-জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র কর্তৃক শূদ্রা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান পরাশর, যবন, করণ এবং শূদ্র এই আখ্যাসমূহ প্রাপ্ত হইয়া যায়। উচ্চবর্ণের লোকদ্বারা তাহার ঠিক নিম্ন কিম্বা তাহারও পরের বর্ণের কন্যার দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পাঁচ ও সাত পুরুষ পর্য্যন্ত নিজের জাতের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে পারে। বিপরীত পক্ষে নিম্ন-বর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের গর্ভে পুত্রোৎপাদন

৪১। Kane—History of Dharmasastra, P. 45 ৪২। Kane—History of Dharmasastra, P.p. 8, 35 ৪৩। Kane—History of Dharmasastras P. 41. ৪৪। The Sacred Books of the East: Vol. XXX, Pp. 315-316 ৪৫। Gautama Samhita—ch. IV; VII.

করিলে সেই পুত্র কোন ধর্ম্ম-ক্রিয়াকাণ্ড (শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিতে অনুপযুক্ত। বিভিন্ন জাতীয় শূদ্রের মধ্যে বিবাহের সন্তান নিম্নগামী ও বড় অসৎ চরিত্রের হয়। বিভিন্ন জাতির জীবিকা সম্বন্ধে তিনি বলেন, অভাবে একজন ব্রাহ্মণ একজন অব্রাহ্মণের নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহার শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গুরুর সেবা করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পালন না করিয়া ক্ষত্রিয়ের জীবিকা (যুদ্ধ) গ্রহণ করিবে, তাহা না পাইলে বৈশ্য বৃত্তি (ব্যবসায়, কৃষি ও পশুপালন) অবলম্বন করিবে। শূদ্র ব্যতীত অন্যান্য জাতিগুলি নিজ পেশা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। যেখানে জীবন সংশয় সেখানে ব্রাহ্মণ অস্ত্রধারণ করিতে পারে এবং ক্ষত্রিয় ব্যবসায় করিতে পারে। আইনদ্বারা সম্পত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে গৌতম বলিতেছেন, শূদ্র শুধু সেবা দ্বারা সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে (৪৬)। কন্যা শূদ্র ব্রাহ্মণের নিকট ত্রুটি অথবা অন্যায় করিলে কিম্বা তাহাকে আঘাত করিলে, যে অঙ্গদ্বারা সে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, রাজা উহা ছেদন করিয়া দিবেন (৪৭)। কোন শূদ্র যদি জানিয়া শুনিয়া কোন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত সহবাস করে তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইবে (৪৮)। যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে ঠকাইয়াছে বা তাহার জিনিষ চুরি করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। যে শূদ্র বিছানায় অথবা আসনে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইতে চায় কিম্বা রাস্তায় ব্রাহ্মণকে সমকক্ষ ভাবিয়া তাহার (ব্রাহ্মণের) সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করে, তাহার একশত 'পণ' জরিমানা হইবে (৪৯)। একজন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাহ্মণের উপর দুর্ব্যবহার করিলে তাহারও উপরোক্ত পরিমাণ জরিমানা হইবে; আর ব্রাহ্মণ যদি প্রকৃত

[illegible]। গৌতম-সংহিতা—১০ম অধ্যায়। ৪৭। গৌতম-সংহিতা—১২শ অধ্যায়।
৪৮। গৌতম-সংহিতা—১২শ অধ্যায়। ৪৯। গৌতম-সংহিতা—১২শ অধ্যায়।

হয়—তাহা হইলে জরিমানা দ্বিগুণ হইবে। অপরপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ যদি কোন ক্ষত্রিয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ পণ 'জরিমানা' শাস্তি হইবে; এবং বৈশ্যের প্রতি উক্তরূপ ব্যবহারের জন্য তদর্দ্ধ জরিমানা এবং কোন শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ দুর্ব্যবহার করিলে সেইজন্য তাহার কোন শাস্তি হইবে না। কিন্তু কোন ক্ষত্রিয় শূদ্রের প্রতি এবম্প্রকার ব্যবহার করিলে তাহার শাস্তি হইবে। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে গৌতম বলেন (৫০) একজন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সুসন্তান তাহার ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সহিত সমান বখরা (ভাগ বা অংশ) পাইবে; ক্ষত্রিয়-জাত পুত্র যদি পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে সে প্রথম পুত্রের অধিকার পাইবে না। ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভোৎপন্ন সন্তানেরা তদনুযায়ী অংশ পাইবে। একজন ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তাহার অন্য কোন পুত্র না থাকিলে শিষ্যের ন্যায় তাহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

বৌধায়ন প্রথমেই বলেন—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রীতি বিভিন্ন (১ প্রশ্ন) তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন (১,৮,২; ১৮,৮); চাতুর্ব্বর্ণ ও মিশ্রিত জাতির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সময় ও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে যদি এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বিশিষ্ট স্মৃতি হয়, তাহা হইলে ইহাতে ব্রাহ্মণের দাবী বিশেষভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। এই তিন শাস্ত্রকারদের মধ্যে আপস্তম্ভকে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয় কারণ তিনি গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই এবং ব্রাহ্মণের দাবী বজায় রাখিয়া, শূদ্রদের উপর বেশী খাপ্পা নন (৫১)। আপস্তম্ভের মত দেখিয়া তাঁহাকে বৈদিক যুগের

৫০। গৌতম-সংহিতা—দ্বাদশ অধ্যায়। ৫১। অনেকে বলেন আপস্তম্ভের দক্ষিণাপথে বাসস্থলই ইহার কারণ। আপস্তম্ভীয় ব্রাহ্মণদের দক্ষিণ-ভারতেই পাওয়া যায়।

কাছাকাছি বলিয়া প্রতীত হয়। পণ্ডিতেরা তাঁহার আবির্ভাব কাল খৃঃপূঃ ৬০০—৩০০ শতক বলিয়া অনুমান করেন। গৌতম স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের লম্বা চওড়া দাবী ও শূদ্রের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিধান ব্যবস্থা দেখিয়া সন্দেহ হয় যেন গৌতম মনুসংহিতা রচয়িতার সমসাময়িক। কিন্তু তিনি উপরোক্ত যুগেরই লোক, তবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরে যে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—কারণ তিনি 'যবনদের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৫২)। বোধায়ন সেই সময়ের লোক যে-সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে আচার ব্যবহারের পার্থক্য ও বিভিন্নতা সকলের চোখেই পড়িয়াছে। এইজন্য তাহাকে আরও আধুনিক কালের লোক বলিয়া মনে হয়।

এই তিন জনের উদারতা ও গোঁড়ামি উভয়ই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের দাবী এবং ক্ষত্রিয়াদি জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন দ্বারা গণ্ডীভূত। এই সময়ে শ্রেণীসমূহ বিশিষ্ট রূপ ও আকার ধারণ করিয়াছিল, যদিচ তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়া চলিত। এই সময় গৌতমে দৃষ্ট হয় যে, প্রতিলোম বিবাহের সন্তানেরা অধিকার বিচ্যুত হইত; পিতার জাতিদ্বারাই সন্তানের জাতি নির্ণীত হইত। এই শাস্ত্রকারদের ব্রাহ্মণদের দাবীর বড়াই ও অব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়া হয়ত মনে হয় তৎকালীন রাজশক্তি এই শাস্ত্রগুলিকে গ্রাহ্য করিয়া সমাজকে এই মানদণ্ড

৫২। 'আইওনীয়' গ্রীক কৌমটির একটি অংশ এশিয়া-মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করে বলিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে গ্রীকেরা ইউনানী, যোন, যবন প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছে। পুরাতন বাইবেল অনুযায়ী নোয়ার (Noah) সন্তান 'যবন' গ্রীকদের পূর্ব্বপুরুষ। [illegible] এশিয়া হইতে আলেকজাণ্ডার ও হেলেনিষ্টিক (গ্রীক ভাবাপন্ন) লোকেরা [illegible] আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা "যবন" নামে পরিচিত হয়। কোন একটি নূতন জাতি ভারতে আগমন করিলে হিন্দুরা তাহাদের সম্বন্ধে একটা গাঁজাখুরী গল্প রচনা করে। বর্ত্তমান ইংরেজ বা ইউরোপীদের উৎপত্তি বিষয়েও অদ্ভুত কিংবদন্তী ছিল।

যাঁরা শাসন করিত। কিন্তু এই সময়ের রাজা ক্ষত্রিয়শ্রেণীর লোক ছিল: এই যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ঘোর শ্রেণী-সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। তাহার জের ভরদ্বাজ (৫৩) কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অধিকারের (অর্থশাস্ত্র ৫,৬) উপর কটাক্ষপাত দ্বারাই বোধগম্য হয়। এই যুগে যে শ্রেণী-সংগ্রামের জের চলিতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত জৈন ও বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ এবং ব্রাহ্মণদের লিখিত ধর্ম্ম পুস্তকগুলির তুলনামূলক পাঠে বুঝিতে পারি। এই শ্রেণী-সংগ্রামে পতিত শূদ্র এবং তাহা হইতেও পতিত শ্রেণীগুলির অবস্থা আদৌ সুবিধাজনক হয় নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মণদের দাবীতে ক্ষাপ্পা হইয়া ক্ষত্রিয়েরা জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করিতেছে; ক্ষত্রিয়েরা নিজেরাই নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিতেছে এবং এই সব ধর্ম্মে 'সর্ব্বজীবে সমভাব,' 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' প্রভৃতি ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু পতিতগণের অর্থনীতিক ও সামাজিক দুরবস্থা হইতে উত্তোলন ও উদ্ধার করিবার কোন ব্যবস্থাই কেহ দেন নাই!

বিভিন্নশ্রেণীর নিজ পক্ষের এই সকল কথা শ্রবণের পর, সেই সময়ে যথার্থ অবস্থা কি ছিল তাহা জানিবার জন্য—বুদ্ধের সময়ে কি প্রকারের সমাজপদ্ধতি ছিল, তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। বুদ্ধের সময় উত্তরপূর্ব্ব ভারতে কি প্রকারের সামাজিক রীতি নীতি ছিল তাহা তৎকালীন সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। এইগুলি সংগ্রহ করিয়া জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক (৫৪) একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্বারা আমরা উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অবস্থার বিবরণ অবগত হইতে পারি। এই পুস্তকে সংগৃহীত সংবাদ পাঠে আমরা দেখি যে 'খত্তিয়েরা (ক্ষত্রিয়) অন্যান্য দেশের রাজবংশের ন্যায় নিজেরা একটা গণ্ডীভূত শ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল; নিজেদের বিশিষ্ট পদমর্য্যাদা জ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের বিশিষ্ট

৫৩। অর্থশাস্ত্র—৫,৬।

কতকগুলি রীতি-নীতি ছিল যেজন্য স্ব-শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হইত; ভিন্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহ, এমন কি সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল; কারণ তাহা দ্বারা অপবিত্রতা সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্বারা তাহারা সমাজে জাতির (caste) ন্যায় একটি স্পষ্ট বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্ষত্তিয়েরা নিজেদের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিত, এমন কি রাজা অরিন্দমের দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সে সোনাক নামে একজন পুরোহিতের সন্তানকে হীনজাতীয় (৫৫) (হীন জাচ্চ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল! ক্ষত্তিয়েরা রক্তের বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ নজর দিত। এইজন্য কোন লোক সমপদমর্য্যাদার লোক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও সে যদি পিতা কিম্বা মাতার দিক হইতে ভিন্ন জাতীয় হইত, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ রক্তের লোক বলিয়া গণ্য করা হইত না (৫৬)।

পালি পুস্তক সমূহে 'ক্ষত্তিয়'দের একটি জাতি (caste) বলা হইয়াছে এবং জাতিপর্য্যায় তাহাদের প্রথম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বদেশ-সমূহে ক্ষত্তিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার হ্রাস আমরা পালি সাহিত্যে দেখিতে পাই। জাতকসমূহেও এই সংবাদের সত্যতা পাওয়া যায়। 'দিঘা নিকায়' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ 'পোখরা সাদি'র সহিত কোশলের রাজা পসানেদির সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আছে তাহা উপরোক্ত অভিমতের সহিত মিলিয়া যায়; 'সে (পসানেদি) নিজের আশ্রিত ব্রাহ্মণকে কখন নিজের মুখ দেখিতে দেয় না; এমন কি তাহার সহিত কোন পরামর্শের সময় একটা পরদার আড়াল দিয়া কথা বলে' (৩,২৬)। এই ব্যবহার ব্রাহ্মণ অম্বথ গর্ব্বিত শাক্যদের আচরণ সম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহার সহিত মিলিয়া যায়। অম্বথ একদিন কপিলাবস্তুতে আসিয়া শাক্যদের সভাগৃহে (Mote hall) যথায় তাহারা উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছিল—প্রবেশ করিলে তাহাকে উচ্চ হাস্যধ্বনির মধ্যে অঙ্গুলি দ্বারা পশ্চাৎদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়

এবং তাহার বিষয়ে শাক্যেরা কৌতুক করিতে থাকে, কিন্তু কেহই তাহাকে আসন পরিগ্রহণ করিতে বলে না।

যদি ধরা যায় যে পালি পুস্তকসমূহে ক্ষত্রিয়দের যে উচ্চাসন প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিদ্বেষী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত রঙ (colouring) প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের রচিত পুস্তক সমূহও সেই একই দোষাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; আবার রাজশক্তির হাতে থাকার ফলে যে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব আসে তদ্ব্যতীত ধর্ম্মক্ষেত্রেও আমরা ক্ষত্রিয়দের এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাই। পূর্ব্বদেশ সমূহের রাজবংশীয়েরা যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও ঘোর সাংসারিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ ও কলহ করিয়াছিল তাহাও দৃষ্ট হয় এবং ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উপনিষদে ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণদের উপদেষ্টারূপে বর্ণিত আছে।

পুনঃ ফিক বলেন, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে পুরোহিত শ্রেণীর যে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব ছিল তাহার কোন নজীর পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না (৫৭)। তিনি আরও বলেন, ব্রাহ্মণেরাও একটা জাতি ছিল; ব্রাহ্মণ জন্মগত ছিল; তবে জাতীয় সঙ্কীর্ণতা কেবল একটা মতের (Idea) মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। বুদ্ধের সময়েই ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারা একটি সংঘবদ্ধশ্রেণী ছিল না। যে ব্রাহ্মণ জন্ম বা বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞকে মূল্য না দিয়া সাধু অথবা পবিত্র জীবন যাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখিত সেই অত্যন্ত সম্মানিত হইত। এই সময়ে উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিত; শেষোক্তদের উহারা 'ব্রহ্মবন্ধু' বলিয়া কটাক্ষপাত করিত! কিন্তু এই সময়কার ব্রাহ্মণেরা নানা বৃত্তিধারী বহু লোক ছিল; 'ব্রাহ্মণ' বলিলেই কেবল বেদাধ্যয়নকারী ও যাজ্ঞিক

পুরোহিত দল বুঝাইত না (৫৮)। এই সময় আমরা ব্রাহ্মণদের লাঙ্গলচালক কৃষক, ব্যবসায়ী, শিকারী, সূত্রধর, সৈনিক, কসাই প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিতে পাই (৫৯)। এতদ্দারা, ব্রাহ্মণেরা সমাজের সকলের মাথার উপর যে উচ্চাসন নিজেদের জন্য কল্পনা করিয়াছে, সেই আসনের পরিবর্ত্তে দৈনিক জীবিকা সংগ্রহের জন্য বস্তুতান্ত্রিক জগতে ব্যাপৃত বিবিধ রঙের ব্রাহ্মণ নামধারী লোকসমূহের সাক্ষাৎ লাভ আমরা করি।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের উল্লেখের সহিত আমরা গহপতিদের (গৃহপতি) উল্লিখিত হইতে দেখিতে পাই। (৬০) ইহারা একটি শ্রেণী নয়; ইহারা ধনী নাগরিক এবং নিজেদের বাড়ীর কর্ত্তা ছিল। তাহাদের অতি বিশিষ্ট ও অভিজাত প্রতিনিধিদের 'শেঠী' (৬১) (শ্রেষ্ঠী) বলিত। ইহাদের সহিত রাজ-দরবারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিত। শেঠীর সামাজিক পদ যেমন পুরুষানুক্রমিক ছিল, তাহার পিতার পদটিও (শেঠীস্থান) পুত্র পাইত।

৫৪—৫৮। Fick—Die Sociale Gliederung in Nordoestllchen Indien zu Buddhas Zeit—(The Social organisation in North East India in Buddha's Time, Translated by S. K. Maitra.

৫৯। "দস ব্রাহ্মণ" জাতকে (১৯) উনিশ প্রকার ব্রাহ্মণের বর্ণনা আছে। ইহার মধ্যে কেবল এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলা হইয়াছে; কতকগুলিকে আবার অতি হীন পেশাবলম্বী বলা হইয়াছে।

৬০। মৌর্য্য ও পরবর্ত্তী যুগেও গৃহপতিদের উল্লেখ লেখমালায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬১। "The Bhilsa Topes," No 32 By A. Cunningham; "Votive Inscriptions from Sanchistupas" Ep. Ind. vol. II, I. 22, 23. H. op. cit. No 23; Sanchistupas II. 11, 35, 57, 85, 99, 115.

হয়ত ধন ও মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রেষ্ঠী গোষ্ঠীরা নিজেদের সমপদের লোকদের মধ্যেই বিবাহ-প্রথা প্রচলন করিয়াছিল। সমপদমর্য্যাদাসম্পন্ন বিবাহ ও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টার সহিত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেষ্ঠীবংশের লোকদের, অপেক্ষাকৃত নিম্ন অথবা তন্নিম্নজাতীয় লোকদের প্রতি গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব উদ্ভব হইয়াছিল। এই বিদ্বেষ চণ্ডাল শ্রেণীর লোকদের উপরই বেশী প্রয়োগ হইত।

এই সময়ের একটি বিশিষ্ট অর্থনীতিক বিবর্ত্তনের স্বরূপ প্রকাশ পায় ব্যবসায়ী সংঘগুলির (Trade Association) মধ্য দিয়া। ভারতীয় সভ্যতার গোড়া হইতেই ব্যবসায়ী সংঘের উদ্ভব হয়; অর্থনীতিক কারণে, যেমন মূলধনকে ভাল উপায়ে খাটাইবার প্রয়োজনে, ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশার জন্য, নিজেদের শ্রেণীর আইনগত স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ধর্ম্মসূত্রগুলিতে উক্ত হইয়াছে যে কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, গোপালক কুসীদজীবী, কারিগর প্রভৃতির স্বীয় শ্রেণীর জন্য নিজেদের বিশিষ্ট আইন আছে; এই আইন রাজার নিকট (৬২)। পরবর্ত্তী আইনপুস্তক সমূহে 'শ্রেণী' (Guild) বিষয়ক কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। মনুতে (৮, ৪১) উক্ত আছে—'রাজা শ্রেণীধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্বকীয় ধর্ম্মনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন।' মহাকাব্যগুলিতেও ব্যবসায়ী-সংঘগুলি কেবল কারবারী জীবনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণিত আছে (৬৩)। এই সকল ব্যবসায়ী সংঘের মধ্যে পেশা অনুযায়ী সংঘের অস্তিত্ব জাতকসমূহে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত আছে। যেসব গোষ্ঠীতে ব্যবসায় অথবা কারবার বংশপরম্পরাগত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলি বৃত্তি বা পেশা অনুযায়ী সংঘ সংগটন করে। তাহাদের

৬২। গৌতম সংহিতা—১১, ২১।

৬৩। Hopkins—Ruling Caste, P 8.

শীর্ষদেশে একজন নেতা (জেঠ্ঠক) থাকিত। কিন্তু এই তালিকাতে সমুদ্রগমনকারীদের সংঘের কোন উল্লেখ নাই! ব্যবসায়জীবীদের এই সংঘসমূহ বংশপরম্পরায় সভাপদসমূহ পাইয়া যখন কালক্রমে বিবাহ ও একত্র ভোজন বিষয়ে কতকগুলি আইন-কানুন বিবর্ত্তিত করে তখন যথার্থ 'জাতি' (Caste) সৃষ্টি করিয়া আধুনিক ব্যবসায়ী জাতিসমূহে পরিণত হয় (৬৪)।

এই সংঘ-পদ্ধতির মধ্যে ব্যবসায়ী সংঘগুলি পেশার বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরস্পর স্পষ্টভাবে বিভিন্ন ও বিভক্ত থাকিত। এই ব্যবসায়ীদের, যেমন মালাকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির—শীর্ষে একজন করিয়া 'জেঠ্ঠক' থাকিবার রীতি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, তাহাদের নিজেদের সংঘ ছিল। 'সমুদ্দবণিজ জাতক' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একটি গ্রামে যদি এক হাজার সূত্রধর গোষ্ঠী বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেক পাঁচশতের গোষ্ঠীর শীর্ষে একজন করিয়া নেতা থাকিবে (৬৫)।

উপরোক্ত তিন অবস্থা—যথা, বিভিন্ন পেশার স্থানীয় বিভাগ, পেশা বংশগত হওয়া এবং একজন নেতা বিদ্যমান থাকা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে হস্তশিল্প-পেশাগুলির (Handicrafts) ইউরোপের মধ্যযুগের ব্যবসায়ী সংঘগুলির (Trade Guilds) সহিত অনেক বিষয়ে তুলনা হইতে পারে। এই শ্রেণীগুলিই অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীদের অনুকরণে আহার ও বিবাহ বিষয়ে নিজদিগকে গণ্ডীভূত করতঃ নিজেদের

৬৪। Fick—'Die Sociale Gielderung in Nordoestlichen Indien Zu Buddhas Zeit' (Social Organization in North-East India in Buddha's time), Translated by S. K. Maitra, Pp 275—277.

৬৫। ইংলণ্ডে প্রথম পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময় কারখানাসমূহে যে "Shop Steward" পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা এই ব্যবস্থার কালোপযোগী রূপ বলিয়া অনুমিত হয় এবং বঙ্গের তন্তুবায় শ্রেণীর (জাতি) মধ্যে যে "চাঁই" (leader) থাকার পদ্ধতি ছিল বা এখনও আছে তাহা এই 'জেঠ্ঠক' পদ্ধতিরই বংশধর বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রেণীর বিষয়ে লোকদের সহিত পৃথকীকৃত হইয়া পরে জাতিতে পরিণত হয় বলিয়া অনুমিত হয় (৬৬)। এই পেশা সংঘগুলি ব্যতীত জাতকে সঙ্গীতকার, নৃত্যকার, বাদ্যকর, হস্তীবশকারী (tamer), ধানুকি প্রভৃতি পেশা ছিল। কিন্তু উহারা হয়ত 'জাতি'র ন্যায় কোন সংঘ সংগঠন করে নাই, তত্রাচ পরে মনু 'নটদের' মিশ্রিত জাতির তালিকাভুক্ত করিয়াছেন!

এই সংঘবিহীন পেশাগুলি অপেক্ষাও শাস্তিভোগী গোলাম (দণ্ডদাস) শ্রেণীদের সংঘবদ্ধতার বিষয় প্রাচীন পুস্তকসমূহে অনেক কমই উল্লেখ আছে। বোধ হয় যাহারা পুরুষানুক্রমিক দিনমজুরী (day-labour) করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত তাহারাই চাকর হইত। অত্যন্ত স্বল্প মাহিনা এবং জাতির ন্যায় পেশাসংঘের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া উপরে উন্নীত হওয়া অসম্ভব ছিল বলিয়া যে-সকল ভারতীয় দিন-মজুরী খাটিয়া দিন-যাপন করিত তাহারা দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মিয়া ও পালিত হইয়া তাহাদের অবস্থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান বা ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাকে (দরিদ্র অবস্থা) পুত্রদের পৈতৃক অবস্থা বলিয়া প্রদান করিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিত! ভারতীয় পতিত সাধারণের আজও সেই মনোবৃত্তি পূর্ণভাবেই রহিয়াছে! গঙ্গামালা জাতক অনুসারে (৩, ৪, ৪৫) এই দিনমজুরেরা মনিবের বাড়ীতে খাইতে পাইত, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নিজেদের বাসায় গিয়া রাত্রি যাপন করিত (আমেরিকায় নিগ্রো গোলামদের log-house ব্যবস্থার ন্যায়)। দিন-মজুরদের এই অবস্থা কিন্তু পতিত দাসদের অপেক্ষা ভাল ছিল; প্রথমোক্তেরা অন্ততঃ যখন ইচ্ছা মনিব পরিবর্ত্তন করিতে পারিত, কিন্তু দাসদের (গোলামদের) কোন প্রকার স্বাধীনতাই ছিল না, তাহারা গরুর মতন অধিকারবিহীন

৬৬। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time, Translated by S. K. Maitra, Pp 284-285.

ছিল এবং সম্পূর্ণরূপে মনিবের করুণাধীন থাকিত (৬৭)। দাসদের আইগত কোন অধিকার না থাকায় তাহাদের কার্য্যও মনিবদের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করিত। অনেকস্থলে এই দাসদের প্রতি অতি মন্দ ব্যবহার করা হইত। চাবুকের দ্বারা প্রহৃত হওয়া, কয়েদ (আটক) হওয়া, মন্দ খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি তাহাদের ভাগ্যে প্রায়শঃই ঘটিত। ইহা সত্ত্বেও ঘৃণাশ্রেণী সমূহ অপেক্ষা সমাজে তাহাদের স্থান অন্য প্রকারের ছিল। তাহারা অপবিত্র বা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত না, কারণ তাহাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে মনিবের খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইত; তাহাদের মনিবের বস্ত্র পরিধান করিতে ও পরিত্যাগ করিতে সাহায্য করিতে হইত—গাত্র প্রসাধনে সাহায্য করিতে হইত এবং মনিবদের খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করিতে হইত। মনিবদের পরিবারে থাকিত বলিয়া তাহাদের কোন সংঘ ছিল না, তাহাদের অবস্থা গ্রীক ও রোমানদের গোলামদের অবস্থার ন্যায়ই ছিল। তাহাদের ন্যায় সুবিধানুসারে স্বাধীনতাও প্রাপ্ত হইত। 'সোন-নন্দ' জাতকে আমরা এই প্রকারের মুক্ত গোলামদের কথা পাই। এই পতিতগণ ব্যতীত কতকগুলি ঘৃণ্য শ্রেণী বা জাতি ছিল। এই যুগের বৌদ্ধ পুস্তকে ঘৃণ্যদের [illegible] মনুর বর্ণনা (৬৮) যে ঘৃণ্যেরা নিজেদের পরিচয়ের জন্য রাজ আদেশে বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করিত—তাহা পাওয়া যায় না; তথাপি জাতকে ইহা পাওয়া যায় যে চণ্ডালেরা তাহাদের পোষাক ও ভাষার দ্বারা সাধারণের নিকট ধরা পড়িত। অস্‌সলায়ন সুত্তে চণ্ডালদের সহিত বেণ, রথকার, পুক্কসদেরও (নিষাদ) ছোট জাতি (সুত্ত বিভিঙ্গ পসিত্তিয়' পুস্তকে ২, ২১ ইহাদিগকে 'হীননাম জাতি' বলা হইয়াছে) বলিয়া উল্লিখিত

৬৭। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time, Translated by S. K. Maitra, P 306.

৬৮। মনুসংহিতা—১০,৫৫।

হইয়াছে [illegible] ও পরিত্যাজ্য হইয়া তাহারাও সহরের বহির্দ্দেশে বাস করিত (৬৯)।

ফিক্ বলেন—এই জাতিগুলি হয়ত 'জাতিতত্ত্বীয় জাতি' (Ethnological Castes) (৭০) ছিল ; অর্থাৎ আদিম অধিবাসীদের একটি কৌম আর্য্য সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া একটি জাতি (caste) রূপে সংগঠিত হইয়া সমাজের বর্হিদ্বারে অবস্থিত ছিল (৭১) ; এই সঙ্গে অনেক জনসংঘ ছিল যাহারা তথাকথিত নীচ জীবিকা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া 'ঘৃণ্য' জাতিসমূহের মধ্যে গণ্য হইত :—যথা, বেত ও বংশের ঝুড়ি প্রস্তুত-কারক, চর্ম্ম প্রস্তুতকারক, মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুতকারক, প্রভৃতি ; নাপিতও ছোট জাতি বলিয়া এই সময় গণ্য হইত (৭২)।

বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের যে-চিত্র পালি ভাষার পুস্তক সমূহে পাওয়া যায় তাহা হইতে আমরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে ব্রাহ্মণদের বর্ণিত চতুর্ব্বিধ পৃথক জাতি (caste) ও তাহাদের বর্ণ-সাঙ্কর্য্যে মিশ্রিত জাতিসমূহের বদলে আমরা কতকগুলি পৃথকীকৃত সামাজিক (Class) দেখিতে পাই, যেগুলি 'জাতি' ছিল না কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বর্ত্তমানকালের জাতিভেদের বীজ নিহিত ছিল। ফিক্ বলেন—ভারতীয় প্রাচীন 'জাতি' শব্দটির অর্থ ছিল 'শ্রেণী' (Class) (৭৩)। ইহা

৬৯। Fick—Op. cit, Pp. 321—323 ; 330.

৭০। এই প্রকারের অভিব্যক্তি এখনও ভারতে চলিতেছে। এতৎসম্বন্ধে People of India এবং B. S. Haikerwall—Economic and Social Aspects of Crime in India পুস্তক দ্রষ্টব্য।

৭১। এইপ্রকারের অনেক জাতি এখন 'অস্পৃশ্য' হইয়া হিন্দুসমাজের ভদ্র জাতিগুলির বাহিরে আছে।

৭২। Fick—Social Organization in North-East India in Buddha's time, Translated by S. K. Maitra Pp. 321—323 ; 330.

৭৩। হালে Vincent Smithও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীক 'Gens'র ন্যায় অর্থ ছিল ; পরে বহুশতাব্দীর বিবর্ত্তনের ফলে 'জাতি' বর্ত্তমানের Caste-এর রূপ ধারণ করে (৭৪)।

এইযুগে প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠান হইতেছে—'শ্রেণী-ভেদ' বিবর্ত্তন। তজ্জন্য অন্যদেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত যেসব অনুষ্ঠান সংযোজিত হইয়াছিল, ভারতেও তাহার অভাব হয় নাই। প্রথমে অভিজাতশ্রেণী বিবর্ত্তিত হইয়া নিজেদিগকে গণ্ডীভূত করিয়া নিম্নশ্রেণীকে ঘৃণা করিত এবং নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত ছিল। রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত ছিল বলিয়া তাহারাই সমাজের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোক বলিয়া দাবী করিত। এই সময়ে উচ্চশ্রেণী সমূহের লোকেরা নিম্ন পেশার লোকদের ঘৃণা করিত। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে অর্থনীতিক অবস্থার তারতম্যের সহিত একটা শ্রেণীর পদমর্য্যাদারও তারতম্য হইত। নিকৃষ্ট পেশার লোকেরা দরিদ্র ছিল বলিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইত। তাহাদের পেশার নিকৃষ্টতা অনুসারে শূদ্র অথবা শূদ্র অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোক বলিয়া পতিতগণকে অভিহিত করা হইত। অধিকার-বিহীন ও নিকৃষ্ট পেশার লোকেরা রাজশক্তি-নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন ধারণ করিতে বাধ্য হইত এবং কতকগুলি শ্রেণীকে নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত। এই সময় হইতে আমরা Hypergamy বিবাহ-পদ্ধতি (৭৫) অর্থাৎ উচ্চ-শ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর পুরুষ উচ্চশ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই প্রথা প্রচলিত হইতে দেখি। কোন অন্যায় বা দোষ করিলে শাস্তির সময় উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর লোক অপেক্ষা কম শাস্তি পাইত ইত্যাদি। এই রীতিগুলি আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসেও নিরীক্ষণ করিয়া

৭৪। Fick—Op. cit, P. 335.

৭৫। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এই ধরণের বিবাহকে Epigamy বলা হইত। মধ্যযুগীয় জার্ম্মানদের মধ্যে বিবাহে এই প্রকারের আইন ছিল।

থাকি। পরবর্তীতে আসে 'গীল্ড প্রথা'। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের ন্যায় ভারতেও একই কারণে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতে দেখি। তৎপর মধ্যযুগের ইউরোপে ব্যবসায়ীসংঘ হইতে যেমন 'শিল্প শ্রমজীবী সংঘ' পৃথক হইতে দেখি, ভারতেও ব্যবসায়ী সংঘের সঙ্গে শিল্পশ্রমজীবী সংঘের অস্তিত্ব উল্লিখিত হইতে দেখা যায়! অবশ্য দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি কি প্রকারে প্রথমটি হইতে উদ্ভূত হইল বা পরে পৃথক হইল তাহার কোন ইতিহাস নাই।

এই যুগের ইতিহাসে ইহা প্রাণিধানযোগ্য যে ভারতীয় সমাজ বৈদিকযুগ হইতে যত ঐতিহাসিক যুগের দিকে অগ্রসর হইতেছে শ্রেণীবৈষম্য ততই বাড়িয়া উঠিতেছে, আইনের অধিকার বিষয়ে ততই শ্রেণী সমূহের পার্থক্য হইতেছে, দরিদ্রেরা ততই বেশী নিষ্পেষিত হইতেছে এবং পতিতেরা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ঘৃণা ও বিদ্বেষভাজন হইতেছে। এতদ্বারা আমরা সমাজে একটা ঘোর অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারি। বৈদিকযুগের সাদাসিধা জীবন আর নাই। এই সময় শ্রেণীভেদ উদ্ভব হইয়াছে, পেশাগত সংঘসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে, কৌমগত রাজাধীন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া রাজাবিহীন অভিজাত রাষ্ট্র এবং জনপদ বিশেষে সাধারণতন্ত্র সংগঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে রাজাধীন বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহও উদ্ভূত হইয়াছে। এইসব বিবর্ত্তন একটা অর্থনীতিক বিবর্ত্তন সাপেক্ষ। ধর্ম্মের দিক দিয়া এই সমস্যার উত্তর জানিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, রামায়ণে তখনও বৈদিক দেবতাদের আরাধনা চলিতেছে। ধর্ম্ম জগতে তখনও একটা সুব্যক্ত hierarchy সংগঠিত হয় নাই। পৌরাণিক দেবদেবীরা তখনও সৃষ্ট হয় নাই; তবে ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয় প্রভৃতি তখনও কৌমগত দেবতা না হইয়া সাধারণ দেবতাতে পরিণত হইয়াছে। এই যুগটা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণ—একটা ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সময়। তখন অনেকস্থলে কৌমপ্রথা বিদ্যমান ছিল, আবার বড় রাষ্ট্রও ছিল।

এইসব কারণ হইতে আমরা ইহা বলিতে পারি যে অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য ভারতীয় সমাজ সভ্যতার একটা নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করিতেছে এবং ইহার লক্ষণ রাষ্ট্রে, সমাজে ও ধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের ধর্ম্মজগতে একটি বিশিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হয়। এই বিশিষ্ট ঘটনাটি হইল গৌতম বুদ্ধের জন্ম। ইনি ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে একটা মহাবিপ্লব সৃষ্টি করে। এই ধর্ম্মবিপ্লবের পশ্চাতে কি অর্থনৈতিক কারণসমূহ লুক্কায়িত ছিল ঐতিহাসিকেরা এখনও তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। ম্যাক্সমূলার বলেন—প্রচলিত বর্ণাশ্রমপদ্ধতি অনুযায়ী বা ব্রাহ্মণ্যবাদসম্মত যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বুদ্ধ তাহাতে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মপদ্ধতি সাম্যবাদী ও আন্তর্জাতিক ছিল; ইহা সর্ব্ব বিষয়েই ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মমত-বিরোধী ছিল। এই ধর্ম্ম 'সাম্য' অবলম্বন করিয়া জগতের সকলের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করেন। বেদের কাল হইতে বুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির বিপক্ষে যে সংশয় ও সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিশদভাবে বৌদ্ধধর্ম্মে সমূর্ত্ত হইয়া ভারতে বৈদিক মতাবলম্বীদের উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হয়। এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উভয় দলই নিজেদের পন্থাকে 'আর্য্যমত' ও 'আর্য্যপথ' বলিত। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য, কপিল, বৃহস্পতি, চার্ব্বাক, ভূতপূর্ব্ব বুদ্ধগণ ও জিনগণ নাস্তিক্যবাদ বা বেদবিহিত মতসমূহের বিরুদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে অরিষ্টনেমী (মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের পিসতুত ভাই), পরেশনাথ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মমত ও অহিংসাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় সাধারণ লোক ব্রাহ্মণদের মন্ত্রশিষ্য না হইয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিত এবং তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। বুদ্ধ যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন জনগণের মন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্রাহ্মণদের দাবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

গণ-সাধারণের মন যে প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং অসংখ্য অখ্যাত অজ্ঞাত এবং খ্যাতনামা সন্ন্যাসীগণ দেশময় এক নূতন ধর্ম্ম ও তজ্জন্য এক নূতন সমাজ-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিল, তাহার পশ্চাতে ইতিহাসের কি অর্থনীতিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল তাহার ইতিবৃত্ত এখনও অপ্রকাশিত। কিন্তু একটা নূতন অর্থনীতিক বিবর্ত্তন ও নূতন রাষ্ট্র-পদ্ধতি এবং সমাজ সংগঠন কার্য্য সেই সময় চলিতেছিল—একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইহাও দেখিয়াছি যে সমাজ যত কৌমাবস্থা হইতে বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণদের দাবীর মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে পতিতদের সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থাও ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হইতে লাগিল। শেষে আমরা ইহাও দেখিলাম যে অভিজাতদের সহিত পুরোহিত শ্রেণীর ভীষণ সংগ্রাম এবং উপরের সকল শ্রেণীই পতিতদের শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা চড়াইতে লাগিল। এই সময়েই শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক সাম্যবাদীয় ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করিলে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত ও ব্রাহ্মণদের পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী ও আস্থাহীন নানা শ্রেণীর লোক সমূহ তৎপ্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই সময় দুইজন বড় ধর্ম্ম প্রচারক আবির্ভূত হন—একজন শাক্যবংশীয় গৌতম বুদ্ধ ও অপরজন মহাবীর বর্দ্ধমান। শেষোক্ত, জিন পরেশনাথের পর জৈন ধর্ম্মের একজন বড় প্রচারক ছিলেন। এই যুগের সকল ধর্ম্ম-প্রচারক ও দার্শনিকেরা বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ ও পৌরহিত্যাধিপত্যের বিপক্ষবাদী ছিলেন। আর একটি আশ্চর্য্যের কথা যে, এই সকল বিরুদ্ধবাদী ধর্ম্ম প্রচারকেরা ক্ষত্রিয় অভিজাত বংশের লোক ছিলেন (৭৬)। অরিষ্টনেমী, পরেশনাথ, মহাবীর বর্দ্ধমান, বুদ্ধ এবং তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত (ইনি

(৭৬)। জৈন তীর্থঙ্করদের সকলেই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ছিলেন (পুরাণ নাহারের পুস্তক সমূহ দ্রষ্টব্য)।

বুদ্ধের সহিত বিবাদ করিয়া একটি পৃথক ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অপর এক জ্ঞাতি আনন্দ প্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় অভিজাতকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (৭৭)। এইসব নব ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজা (মগধের অজাতশত্রু) ও অভিজাতদের (ভজ্জিবংশ ও মল্লকৌম প্রভৃতি) দ্বারাই সমাদৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইত।

৭৭। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-প্রচারকেরা যে অভিজাত বংশের ছিল এবং ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চর্চ্চা এই শ্রেণীর দ্বারাই পরিচালিত হইত—এই তথ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রাচীন কালে "ব্রহ্মবিদ্যা" যে ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পর ক্ষত্রিয় রাজকুলোদ্ভব লোকেরাই নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করে। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ Weber বলিয়া ছেন—"নূতন ভাবধারা অভিজাতদের দ্বারাই প্রচারিত হয়।" (Klasseund Gesellschaft.)